হিন্দুমেলার কার্য্যবিবরণ

১৭৯০ শক।

৩০ এ চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে উদ্বোধনস্বরূপ সংস্কৃত শ্লোক পঠিত হইলে পুরস্কৃত এবং অন্যান্য রচনাবলী রচয়িতা-গণ দ্বারা পঠিত হইল। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও সমবেত বাদ্য হইয়াছিল।

মেলায় বহুসংখ্যক দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার প্রকার-ভেদগত নামোল্লিখিত হইতেছে।

শিল্প।

(১) স্ত্রীলোকদিগের স্থচিনির্ম্মিত পশমের ও পুঁতির কার্য্য।

(২) ছাঁচ ও খয়েরের গঠন।

(৩) জামা, চাপকান্, রুমাল, পেশোয়াজ, উড়্নী, সাটী ইত্যাদি।

(৪) কুম্ভকারদিগের নির্ম্মিত নানাবিধ ফল।

(৫) নদীয়ার বাজার।

(৬) নানাপ্রকার পুতুল।

(৭) চিত্র।

(৮) বারাণসী কাপড়।

(৯) চীন দেশীয় নানাপ্রকার রেশমী কাপড়।

(১০) ঢাকাই স্বর্ণকারদিগের নানাপ্রকার রূপা ও সোণার গঠন।

(১১) নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র।

(১২) নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র।

(১৩) ফোয়ারা।

(১৪) ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি।

উদ্ভিজ্জাদি।

ফল।	ফুল।	মূল।
চারা।	শস্য।	বীজ

কৃষি ও শিল্পকরণ যন্ত্রাদি।

লাঙ্গল।

চরখা।

তাঁত।

যে সকল কৌতুকাবহ ও প্রয়োজনোপযোগী ক্রিয়া প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহা এই—

রাসায়নিক ক্রিয়া।

কুস্তী।

অশ্বচালন।

পাইকের খেলা।

বাঁশবাজী।

বেদের বাজী।

ভেল্‌কী।

গান।

নিম্ন লিখিত গানগুলি গীত হইয়াছিল।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত সন্তান,
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান॥

২

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা॥

হোক্‌ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ॥
হোক্‌ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি॥
হোক্‌ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীর গণ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন॥
হোক্‌ ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়;
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৭

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয়॥
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্‌ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥ ১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ —তাল ঝাঁপতাল।

সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে
এক মত ভাব ধরি, একতানে।
অতুল বলমিলন হয়, সফল হয় মনন চয়,
বিমল সুখ সলিল বয়, বিশ্বমাঝে॥

কি ছিল গুণ কি হল বল, কি হল সব বিভব বল,
ধিক জনম ধন বিফল হীন মানে।
বিনয় করি বচন ধর, খল অলস গরল হর,
যশ কুসুম চয়ন কর, পুলক প্রাণে ॥ ২ ॥

রাগিণী বাহার—তাল জৎ।

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমাদে মাতি অবহেলা করে ॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে ॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে ॥ ৩ ॥

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

হের আজ কি সুখের মেলা।
এই মেলা আনন্দেরি মেলা।
স্বজাতীয় মেলা দরশন মেলা মেলা মহা মেলা।
সব মনে মেলা অদ্ভুত মেলা গুণি গণ গুণ মেলা ॥
স্বদেশেরি হিত সাধিলে প্রীত কেন কর অবহেলা ॥
নিরাশ তরঙ্গে ভাব কি আতঙ্গে পাবে ভরসা ভেলা
থাকিয়ে নীরবে ফল বা কি হবে যতন কর এই বেলা

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
পোহাইবে দুঃখ নিশা প্রভাত পরশে॥
সভ্যতা সরোজ লতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
প্রস্ফুটিবে মুখাম্বুজ, মানস সরসে।
উন্নতি মরাল কুলে, ভ্রমিবে সলিলে কূলে,
প্রকৃতি প্রমোদে ভুলে, হাসিবে হরিষে॥
উৎসাহেরি উপবনে, একতার সুপবনে,
কামনা কুসুম কলি ফুটিবে সরসে;—
দেশ হিতাকাঙ্ক্ষি জনে, অলি সম সদাক্ষণে,
মাতিবে মোহিত হোয়ে মধুময় রসে॥

রাগিণী সিন্দুরা—তাল ধামাল।

উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান।
স্বদেশের হিত তরে কর প্রাণ পণ॥
দেখ ভেবে জগতের সব জাতি, সাধিতে দেশ উন্নতি,
করিছে যতন॥
ভারত ভূমির দশা, ঘোর অন্ধকার নিশা,
উৎসাহ অনল তায় করহে জ্বলন॥
আপন কাযের তরে, আশ্রয় দেবে না পরে,
নিজ যতনেতে তাহা করহে সাধন॥ ২॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

এদেশের দুখে কার না সরে চখের জল।
নিরুপায় নিরুদ্যম তবু আমরা সকল॥

উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারতে,
ভাই ভাই মিলে সবে হও এক দল ॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কত কাল রবে ভাই।
বিনা মিল কোন কায হয় কি সফল

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।
সাধন কর ভারতের, উন্নতি জনসমাজে।
নিরখি দেখ কালবিকল, পূর্ব্ব বিভব সকল বিফল।
অঙ্গ ভঙ্গ জন্ম-ভূমি, নতশির হয় লাজে ॥
যাহে দুখ ভার যায়, একতায় সে উপায়।
ত্যজ ত্যজ ঔদাস্য ভাব, রত হও নিজ কাযে ॥
মিলনে হয় হীন সবল, মিলিলে অতি লঘু তৃণ দল,
পায় লৌহ শৃঙ্খল বল, বান্ধে গজরাজে ॥

রাগিণী দেশ—তাল জৎ।

উঠ ভারত কুমার সবে, ঘুমালে আর বল কি হবে।
একতার সে ভার কি মনে নাই, কি ছিলে আহা একি হলে ভাই,
যাবে হে শোকেরি তম রাশি জাগো যতেক ভারত বাসি,
আর এ ঘুমে লোকে কি কবে ॥
সবে সৌভাগ্যের সূর্য্য উদিবে, দুঃখ কুমুদী নয়ন মুদিবে,
সুখ সরসিজ দলে ফুটিবে, পুনঃ সবে,
একতায় রবে হে গৌরবে ॥

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল একতালা।

বিলম্ব আর করোনা, বিলম্ব কেন করিয়ে কর কাল হরণ,
না লভি সুখ সার।
সকলে মিলি করি সুযতন, উন্নত কর বিনত বদন,
পর পর গলে চারুরতন নির্ম্মল যশোহার।
জনম ভূমি ছিন্ন ভিন্ন, ক্রমশ নিরখি মলিন শীর্ণ,
কেবল দুখ সলিলপূর্ণ তোষয় মন তার।
হইবে কত বিগতমান, অবিরত হও যতনবান,
কেন বধির জন সমান, বহিছ দেহ ভার॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

আর কত দিন, হয়ে মান হীন, রহিবে ভারত বাসি।
কর দেশের হিত সাধনা, হবে অশেষ সুখ ঘটনা,
ভেবনা ভেবনা হরিবে ভাবনা রবেনা
যাতনা রাশি।
জনম ভূমির বিষণ্ন শরীর, হেরে আঁখি নীরে ভাসি,
থাকিতে সন্তান মায়ের অপমান, এ দুখ কাহারে ভাসি।
ধিক জীবনে কি কায, বদন দেখাতে না হয় লাজ,
গর্ব্ব করিয়ে সভ্য সমাজ, কহে কত উপহাসি॥

যে সকল রচনা পুরস্কৃত হইয়াছিল, তাহা পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।

রচয়িতাদিগের নাম ও পুরস্কার স্বরূপ অর্থসংখ্যা পরপৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র শর্ম্মা	২৫
শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তী	৫০
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত	১০
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬
শ্রীজানকীনাথ দত্ত	২০
শ্রীউদয়চন্দ্র বসু	১০০
শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়	৫০
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫

স্ত্রী-শিল্পজাত অনেকগুলি দ্রব্য উপস্থিত হইয়াছিল। যে সকল দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হয়, তাহার নির্ম্মাত্রীদিগকে হিন্দু-মেলার নামাঙ্কিত এক একটী রৌপ্য-মুদ্রা পারিতোষিকস্বরূপ প্রদত্ত হয়। তাঁহাদের পরিচয় নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

মৃত বাবু আশুতোষ দেবের পরিবার	১
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্তের পরিবার	১
" " রাজেন্দ্র মিত্রের পরিবার	১
" " সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার	১
" " দীননাথ বসুর পরিবার	১
" " নীলকমল মিত্রের পরিবার	১
" " মণিমোহন মল্লিকের পরিবার	১
" " ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার	১
" " হরিবল্লভ বসুর পরিবার	১
" " প্রসন্নকুমার মিত্রের পরিবার	১
শ্রীমতী সতী দেবী	১
কোন্নগর বালিকাবিদ্যালয়	১

নদীয়ার এক জন কুম্ভকারকে মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য এক রৌপ্য-মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সুরপুরা বাদ্য যন্ত্রের নিমিত্ত একটী রৌপ্যমুদ্রা * প্রদত্ত হয়।

ব্যায়ামনৈপুণ্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যায়ামবিদ্যালয়ে এক একটী ঐরূপ রৌপ্য-মুদ্রা প্রদত্ত হয়।

শ্যামবাজার	ব্যায়ামবিদ্যালয়		১
শ্যামপুকুর	"	"	১*
বাহিরসিমুলিয়া	"	"	১

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ গুহ অশ্বচালননৈপুণ্যের নিমিত্ত সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন।

শ্যামপুকুর, ঝামাপুকুর ও যোড়াসাঁকোর সমবেত বাদ্য-কারিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও সমবেত বাদ্য হইয়াছিল। তাঁহারা সাধারণের নিকট বিশেষ যশো-লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর যে মৃত্তিকানির্ম্মিত ফল সকল প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য তিনি পুরস্কার অভিলাষ করেন না। তিনি সাধারণের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত বাবু নিতাইচাঁদ দে স্ত্রীলোকদিগের সূচিনির্ম্মিত কার্য্যের উৎসাহ নিমিত্ত রৌপ্য-মুদ্রা প্রদান করেন, তন্নিমিত্ত তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উদ্যানপালক মালিগণ যে সকল দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিল, তজ্জন্য ২৯৭ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

*গচ্ছিত আছে।

পরিশিষ্ট।

পুরস্কৃত রচণাবলী।

নীতিবিষয়ক উদ্ভটশ্লোক।

বাঞ্ছা সজ্জনসংগমে পরগুণে প্রীতি গুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতি র্লোকাপবাদাদ্ ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃখলে
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মল গুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥ ১

সনাপুমান্ যো নগুণৈরলঙ্কৃতঃ, নতে গুণাঃ যে জনয়ন্তি নো যশঃ।
ন তদ্যশো যত্র বুধৈর্ন গীয়তে, নতে বুধাঃসৎসু ন যেঽনুরাগিণঃ॥২

নীতি র্ভূমিভুজাং নতি গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতি
র্দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিঃ সুমনসাং শান্তি র্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থ্যং সতাং মণ্ডনম্॥ ৩

দাক্ষিণ্যং স্বজনে দয়া পরিজনে শাঠ্যং সদা দুর্জ্জনে
প্রীতিঃ সাধুজনে ক্ষমা গুরুজনে নারীজনে ধূর্ত্ততা।
শৌর্য্যং শত্রুজনে স্ময়ঃ খলজনে বিদ্বজ্জনে চার্জ্জবম্
যেত্বেবং পুরুষাঃ কলাসু কুশলা স্তেষ্বেব লোকঃ স্থিতঃ॥ ৪

ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতি গতি র্ভাবনীয়া সদৈব
জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং বরচরনয়নৈর্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্।
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনীয়ৌচ কালে
আত্মা যত্নেন রক্ষ্যোরণশিরসি পুনঃ সোপি নাপেক্ষণীয়ঃ॥ ৫

উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতাংশ্চিন্বন্ শিশূন্ বর্দ্ধয়ন্
প্রোত্তুঙ্গান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
তীব্রান্ কণ্টকিনো বহির্নিয়ময়ন্ গ্লানান্ মুহুঃসেচয়ন্
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণোরাজা চিরং নন্দতু ॥ ৬

কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দম্ভেন সত্যং ক্ষুধা
মর্য্যাদা ব্যসনৈর্ধনানি বিপদা স্থৈর্য্যং প্রমাদৈর্দ্বিজঃ।
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো দুশ্চেষ্টয়া পৌরুষং
দারিদ্র্যেণ জনাদরো মমতয়া চাত্মপ্রকাশো হতঃ ॥ ৭

মূর্খোশাস্ত্রতপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো মৎসরো ধর্ম্মশীলো
দুঃস্থোমানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিকৃপণঃ শাস্ত্রবিদ্ধর্ম্মহীনঃ।
আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রোঽশুচিরপি সততংযঃ পরান্নোপভোগী
বৃদ্ধোরোগী দরিদ্রঃ সচ যুবতিপতি র্ধিগ্ বিড়ম্ব প্রকারম্ ॥ ৮

বিদ্বান্‌সংসদি পাক্ষিকঃ পরবশো মানী দরিদ্রোগৃহী
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ সুখী পরবশোবৃদ্ধো নতীর্থাশ্রিতঃ।
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ কুলভবো মূর্খঃ পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে ॥ ৯

দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি নৃপং ন দোষাঃ সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন
রোগাঃ। কংশ্রী র্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ কংস্ত্রীকৃতা ন
বিষয়া ননু তাপয়ন্তি ॥ ১০

অবলা যত্র প্রবলা মন্ত্রী যত্র নিরক্ষরঃ।
অন্ধকস্কন্ধলগ্নস্য বিঘ্ন স্তস্য পদে পদে ॥ ১১

লোভোপ্যস্তি গুণেন কিং পিশুনতা যস্যাস্তি কিংপাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি পরিঃ সুমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেত্তপসা চ কিং শুচিমনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিং
সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥ ১২

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চশান্তির্যূনাংতপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্।
ইচ্ছা নিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাং দয়াচ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি ॥ ১৩
বরং দারিদ্রমন্যায় সম্ভাবাদ্বিভবাদপি।
কৃশতা নুমতা দেহে স্থূলতা নতু শোথজা ॥ ১৪
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনঞ্চারুগন্ধং
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তমূর্ত্তিম্।
ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাম্॥ ১৫
জাতঃ সূর্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষোণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িণী যস্যানুজোলক্ষ্মণঃ।
দোর্দণ্ডেন সমো নচাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ম্
রামো যেন বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা ॥ ১৬
কাব্যে ভব্যতমেপি বিজ্ঞনিবহৈরাস্বাদ্যমানে মুহু
র্দোষান্বেষণমেব মৎসরযুষাং নৈসর্গিকো দুর্গ্রহঃ।
কাসারেপি বিকাশিপঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃশম্বূকমন্বেষতে॥ ১৭
গুণদোষৌ বুধো গৃহ্নন্নিন্দু ক্ষেড়াবিবেশ্বরঃ।
শিরসা শ্লাঘতে পূর্ব্বং পরং কণ্ঠে নিয়চ্ছতি॥ ১৮
গুণায়ন্তে দোষাঃসুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে গুণা দোষায়ন্তে ব্যভিচরতি নৈবং ক্বচিদপি। যতো জামূতোয়ং লবণজলধে র্বারি মধুরং
ফণী পীত্বা ক্ষীরংবমতি গরলংদুঃসহতরং ॥ ১৯
পূর্ণোপি গুণযুক্তোপি কুম্ভঃ কূপে নিমজ্জতি।
তস্য ভারসহো নস্যাদ্ গুণস্য গ্রাহকো যদি॥ ২০
আরোপ্যতেঽশ্মা শৈলাগ্রে কৃচ্ছ্রেণ মহতা যথা
নিপাত্যতে সুখেনাধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ॥ ২১

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে। প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি র্নচলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥ ২২
প্রথমবয়সি দত্তং তোয়মল্পং স্মরন্তঃ, শিরসি নিহিতভারান্নারিকেলা বহন্তঃ। সলিলমমৃতকল্পং দদ্যুরাজীবনান্তং নহি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি ॥ ২৩
সাধ্বীস্ত্রীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্।
অন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাং নির্গুণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিঞ্চ সম্ভাবিতানাম্ ॥ ২৪
গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা লক্ষান্তরের্কশ্চ জলেষু পদ্মাঃ ॥
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু র্যো যস্য মিত্রং নহিতস্য দূরম্ ॥ ২৫
উৎকৃষ্ট মধ্যমনিকৃষ্ট জনেষু মৈত্রী যদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা। বৈরং ক্রমাদধমমধ্যমসজ্জনেষু যদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা ॥ ২৬
বেদং বেদ ন কোপি ভূধরদরীলীনা মুনীনাং গিরঃ
স্বচ্ছং ম্লেচ্ছমতং জনাস্তদনুগাঃ কা নাম ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
মদ্যং হৃদ্যমতীব বারবনিতাঃ সেব্যা নগুর্ব্বাদয়ঃ
কিংকার্য্যং পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি নাহং কলে॥ ২৭
কিন্তেন হেমগিরিণা রজতাদ্রিণা বা যত্র স্থিতা হি তরবস্তরবস্ত এব। বন্ধামহে মলয়মেব যদাশ্রয়েণ শাকোট নিম্বকুট জান্যপি চন্দনানি ॥ ২৮
সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলম্ কান্তারে বদরী ধিয়া দ্রুতমগাদভিল্লস্য পত্নীমুদা। পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্যদূরে জহা বস্থানে পতিতামতীব মহতামেতাদৃশীস্যাদ্গতিঃ॥ ২৯
ছেদশ্চন্দন চূতচম্পকবনে রক্ষা চ শাকোটকে হিংসা হংস কো-

কিল কুলে কাকেষু নিত্যাদরঃ। মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর কার্পাসয়োঃ রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ॥ ৩১

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাম্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি। দুর্নীতে হি বিধৌ কিমস্তি চরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ কালোহি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্লাতি দূরাদপি॥ ৩২

বিদ্যা শিক্ষণদায়িনামতিতরাং রাজ্ঞাং প্রতাপঃ সতাং সত্যং স্বল্পধনস্য সঞ্চিতিরসদ্বৃত্তস্য বাগডম্বরঃ। সাচারস মনোদমঃ পরিণতে বিদ্যা কুলস্যৈকতা সর্ব্বেষাং ধনমুন্নতে গুণচয়ঃ শান্তে বিবেকোবলম্॥ ৩৩

গুরুজনপরিচর্য্যা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যলজ্জা গৃহকরণনিবেশঃ স্বামিনি প্রেমভক্তিঃ। ইতি কুলরমণীনাং বর্ত্ম জানন্তি সর্ব্বা রিপুকরণপ রাস্তা যান্তি মার্গান্নতীতাঃ॥ ৩৪

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং স্তুত্যানির্ব্বচনীয় তাহখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥ ৩৫

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা।
হেয়ারস্কুল, কলিকাতা।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃতরচনা।

(বিদ্যা।)

পূর্ব্বৈঃ সূরিভিরত্র ভারতমহোদ্যানে চিরং রোপিতা
বিদ্যামূলবতী মহোন্নতিলতা জ্ঞানপ্রসূনোজ্জ্বলা।
তস্যাঃ সেবিতুমস্তিচেৎ সুখফলং বাঞ্ছা হৃদি ভ্রাতরঃ
তন্মূলং নিয়তং প্রযত্নসলিলৈঃ সিঞ্চন্তুসর্ব্বে তদা॥

পুরা কিল সকলধরাতলললামভূতেয়ং ভারতভূমিঃপ্রসবভূমিরশেষ

বিদ্যানাংস্থগৃহীতনামভি র্যশঃশশাঙ্কধবলীকৃতদিঙ্মণ্ডলৈরপক্ষপাতিভিরপি গুণপক্ষপাতিভির্ম্মহারাজাধিরাজরাজিভি র্ব্বিরাজিতা প্রত্যাদেশোঽশেষদেশানামাসীৎ, পুপোষচ কামপ্যলোকসাধারণীমভিখ্যাং, তদাহিজন্মভূমিরস্মাকমালোকেনেব দর্শনৈকহেতুনা গৌতমেন ভাস্করেণেব সকললোকতমোহারিণাভাস্করাচার্য্যেণ মহেশ্বরেণ কুমারসম্ভবকারিণা কালিদাসেন রামচন্দ্রেনেবমহাবীর চরিতবিশ্রুতকীর্ত্তিনা ভবভূতিনা রত্নাকরেণেব রত্নাবলীংজনয়তা শ্রীহর্ষেণ অমরনাথেনেবামরকোষাধিকারিণামরসিংহেন এবমমরনগরীবাপরৈর্ব্বিবিধবিবুধনিবহৈঃপরিবৃতা, সমারুরোহকামপ্যনুপমেয়মুভ্যুদয়পদবীং।

অথ গচ্ছতা কালেনাস্মাকমতীবভাগ্যদোষবশাদতিদুর্দ্দান্তচেষ্টিতৈর্যবনভূপতিভিঃ পুণ্যভূমিরিয়মস্মাকং ভারতভূমিরধিকৃতা। ততোঽতিদুর্ব্বৃত্তৈস্তৈর্জলদাবলীবোৎপাতবাতৈঃ সুদূরমপসারিতাস্যাঃ সকলসৌভাগ্যসন্ততিঃ। এবংস্তমুপাগতেভারতসৌভাগ্যদিবাকরে কুতোঽপ্যাগত্য দৌর্ভাগ্যবিভাবরী নিখিলভারতজনসুখালোকমেক পদেবিলোপমনয়ৎ। ততঃ প্রভৃতিনিবিড়দুঃখতমোভিগ্রস্তাঃ সমস্তাদিশো নিখিলবিদ্যাকমলিন্যশ্চাশরণাঃ সঞ্জাতাঃ।

কালেনাবসিতা সাস্মাকং চিরদৌর্ভাগ্যরজনী। সাম্প্রতমস্মৎপুণ্য পরম্পরয়া ভারতাম্বরেপ্রতাপভানুরিংলণ্ডীয়ানামুলুকানিবকুতোঽপ্যসার্য্য তান্ যবনরাজহতকানুন্মীলয়ন্ প্রজাচয়হৃদয়কমলানিবিস্তারয়ন্ দিশিদিশি সুখকিরণানি সমুদিতঃ। অধুনেয়ং ভারতভূমির্যবনহস্তমুক্তা শশিকলেব রাহুবদনবিবরবিনির্গতা কৌমুদীব জলধরনিকরোপরোধশূন্যা দিনকরপ্রভেব নিবিড়কুজ্ঝটিকাজালবহির্গতা পুনঃশোভাতিশয়ংপুষ্ণাতি। বিদ্যাপি রাজপুরুষগণানুরাগেণ নলিনীবদ্দিবাকরকরেণ পুনরুজ্জৃম্ভতে!

কিন্ত্বধুনা ব্যাকরণকাব্যাদিশাস্ত্রেষু প্রায়শো জনানামনুরাগবশা র্দ্দৃশ্যন্তে তান্যেব শাস্ত্রাণি প্রচরদ্রূপাণি। প্রকৃতকল্যাণমূলান্যধ্যাত্ম দর্শনবিজ্ঞানজ্যোতিরাদীনন্যানি চ শাস্ত্রান্যোদ্ভিদ্যকৃষিবাণিজ্যর সায়নশিল্পাদানি বিলুপ্তপ্রায়ান্যেব লোকানুরাগবিরহাৎ । ন খলু কস্যচিদপি দেশস্য সমুন্নতির্ব্বিজ্ঞানাদিশাস্ত্রাণাং বহুলসমা-লোচনমন্তরেণ সম্ভাব্যতে। যদ্যনুসন্ধীয়ন্তে কারণানি সকলমহোদয় শালিজনপদানামভ্যুদয়স্য তদা বিজ্ঞানাদিসমালোচনমেব কারণ ত্বেনোপলভ্যতে।

তদিদানীমিদমর্থয়ে ভবতো বিদ্যাবৃদ্ধি কর্ম্মনি নিযুক্তান্ রাজপুরুষান্ যদেতান্যপি শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানকৃষিবাণিজ্যাদীনি সর্ব্বেষ্বেব বিদ্যালয়েষু পাঠয়িতুমাজ্ঞাপয়ন্তু ভবন্তঃ, তথা সত্যচিরেনৈব ভবিষ্যতি ভারতবর্ষীয়াণাং বিবৃতদ্বারমনন্তসৌভাগ্যং।

নিরবধিরভ্যুদয়ো ন খলু জাতিবিশেষং ব্যক্তিবিশেষং বয়োবিশে-ষং সময়বিশেষম্বা সমপেক্ষতে, তত্রসুশিক্ষিতানাং সর্ব্বজাতীয়া-নাং সর্ব্বাবস্থানাং সর্ব্ববিধানামেব জনানাং সর্ব্বদৈবাবলম্বনীয়ঃ প্রযত্নঃ।

দেশোন্নতিরধুনা যথাস্মাস্মমধ্যে কৃতবিদ্যানাং প্রযত্নসাপেক্ষা তিষ্টতি, ভবিষ্যৎসময়েঽপি সা তথাস্মাকং কৃতবিদ্যবালকবালি কানামপেক্ষিষ্যতে যত্নং। অতএবাস্মদ্দেশীয়বালকবালিকানাং যেন সর্ব্বাংশে সুশিক্ষাভবতি স্বদেশহিতমাধিৎসুভিঃ পরিণাম দর্শিভিরাদৌতথৈব সর্ব্বথা যতনীয়ং।

যাবদ্ভারতবর্ষীয়াঃ সর্ব্বে সতত মৈকমত্যং ধর্ম্মাচারাদিষু, নির্ভী-ভীকতা ন্যায়ানুষ্ঠানে, দৃঢ়তাসৎকার্য্যেষু সুনিয়মো গৃহাশনবসনাদিষু অনুরাগো বলাধানকরে ব্যায়ামাদাবিত্যেতানি চান্যানি চ করণী-য়ানি নাবলম্বন্তে তাবৎ সুদূরপরাহতা তেষাং মঙ্গলাশা বিফলা চ সকলশিক্ষা।

অহো ! কোঽপিগরিমাতস্য জ্ঞান-তরোর্যস্য বিবেক-বিটপেষু জায়ন্তেঽনন্তসুকৃতফলানি। ধন্যাস্তে যে তেষাং ফলানাং পরমানন্দময়মহর্নিশ মাস্বাদয়ন্তো বিগলিতসকলদুঃখা মোদন্তে।
অয়ে ! ভারতবাসিনো ভ্রাতরঃ !

যদিবাঞ্ছন্তি ভবন্তো জন্মভূমেরতিদৌর্ভাগ্যমলিনিমান মপনেতুং দুর্লভমানবজন্মগরিমানঞ্চ সংরক্ষিতুং তদা বিমলহৃদয়োদ্যানেষু কেবল মবিরলপ্রযত্ন-সলিলধারয়া তমেকং জ্ঞান-পাদপং সংবর্দ্ধ্য তস্য পরমকল্যাণচ্ছায়ায়াং নিষণ্ণাত্মানঃ সততমতিসুভগসৌভাগ্যসমীরণং সেবমানা বিস্মৃতসংসারক্লেশাতপাঃ কমপ্যচিন্তনীয়ামননুভূতপূর্ব্বাং শান্তিরসমাধুরীমনুভবন্তু ভবন্ত ।

ভারতভূমেরুন্নতি বিষয়িণী সংস্কৃত রচনা ।

(ভাষা)

কাঠিন্যাভিধদুর্গদুর্গমমহাবিদ্যাপুরীবিদ্যতে
শান্তিঃকাপিচ কোঽপি তত্র পরমানন্দশ্চিরং রাজতে
তন্মধ্যে যদি গন্তু মস্তি ভবতামিচ্ছা নিতান্তং তদা
ভাষাজ্ঞানবিশালরম্যসুগমদ্বারং সদা সেব্যতাম্ ॥

স্বদেশোন্নতিবিপ্লবে জনানাং ভাষাজ্ঞানঞ্চান্যতমো হেতুঃ। ভাষাজ্ঞান সহচরং হি শাস্ত্রজ্ঞানং; অতএব সমীচীনভাষাজ্ঞানমন্তরেণ ন খলুকস্মিং শ্চিদপি শাস্ত্রে প্রবেশএব সম্ভাব্যতে কুতএব ব্যুৎপত্তিঃ। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীনানাঞ্চ স্বদেশোন্নতিচিকীর্ষা নৈতি কদাচিদপি সফলতাং, যতস্তেষামনবগতশাস্ত্রার্থানি হৃদয়ানি স্বতএব মলিনীভবন্তি বহুলকুসংস্কারাদিদোষৈঃ, তাদৃশদোষসঙ্কুলেষু হৃদয়েষু চ শশধরকিরণানাব পঙ্কিলজলেষু রত্নচয়মরীচয় ইবানধিগতশাণেষু মণিষু প্রতিফলন্তি নোপদেশা নীতয়শ্চ ।

অস্মদ্দেশেঽধুনা যাঃ কাশ্চিদ্ভাষাঃ প্রচরদ্রূপা দৃশ্যন্তে সংস্কৃত-ভাষা প্রায়শস্তাসাং সর্ব্বাসামেব প্রসূতিঃ। অতএব প্রচলিতাসু বঙ্গীয়াদিকাসু ভাষাসু ব্যুৎপত্তিকামৈ র্দ্দেশহিতৈষুভিঃ সর্ব্বপ্রযত্নেনা স্মাকমতিপ্রাচীনা সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সংস্কৃতভাষাবশ্যমেবাভ্যসনীয়া।

ইয়াংখলু সংস্কৃতভাষাং পীযূষকুম্ভমিব ক্ষীরোদধি র্ম্মন্দারমিব নন্দনবনী গঙ্গামিব হিমালয়োঽস্মজ্জন্মভূমিরেব প্রথমংসূতবতী। যৎপ্রসবেন ভারতজননী রত্নগর্ভেতি বিশ্রূয়তে জগতি। ন জানে ভাষায়া মস্যামস্তি কিমপিবশীকরণমন্ত্রং যেনেয় মতিবিশালজলনিধিজলমপ্যতীত্য বিদেশীয়ানামপি মনাংসি তথা মোহিতবতী যথা তে জাতিভাষাগৌরবমপি বিস্মৃত্যানন্যমনসো ভাষামিমাং পঠন্তি কামপ্যনুভবন্তি চানন্দরসবিহ্বলামবস্থাং।

পুরাকিল সংস্কৃতভাষা সমস্তভারতবর্ষে লৌকিকব্যবহারেষ্বপি প্রচলিতা বভুব। যবনরাজাধিকারে পুনরিয়ং রাজবশতাপন্নপ্রজানা মনাদরপরিভূতা প্রায়শো বিলোপমবাপ। অধুনাতু কতিপয়ানা মিংলণ্ডীয়সামাজিকানাং যত্নাতিশয়েন পুনস্তৎপ্রতিষ্ঠায়াঃ সূত্রপাতো লক্ষ্যতে। সাম্প্রতমস্মিন্ রমণীয়েঽবসরে বিলুপ্তপ্রায়েয়ং সংস্কৃতভাষা যথাপূর্ব্ববদুৎকর্ষপদবীমধিরোহেৎ যথাচ পূর্ব্ববন্মনোহরকলেবরধারিণী সকলসামাজিকানাং মনাংস্যানন্দরসসরসীষু নিমজ্জয়েৎ বিদ্যানুরাগিমহোদয়ৈ র্বিবিধবিষয়গোচরয়া রচনয়াসমালোচনেনান্যবিধৈশ্চ বহুভিরুপায়ৈঃ সর্ব্বথা তথৈব প্রযতনীয় মিতি।

অয়ি! সংস্কৃতভাষাজননি! বিমুঞ্চনিদ্রাং সাম্প্রতমবসিতপ্রায়া তে চিরদৌর্ভাগ্যবিভাবরী। পশ্য! রাজপুরুষগণোৎসাহকিরণৈর্ব্বিকা

সরস্ সন্দরন্দদয়কমলানুন্দয়তি ভারতাম্বরতলে পুন স্তে সৌভাগ্য ভানুঃ; শ্রূয়ন্তেঽধুনা সকলবিদ্যালয়োদ্যানেষু বালকবিহঙ্গমোচ্চারিতাঃ শ্রবণশুভগাঃ স্তবগুণগীতয়ঃ বিকির্য্যন্তেচ দিশি দিশি পণ্ডিত কুসুমজম্মানঃ সদ্গুণমধুরমকরন্দাঃ সদুপদেশবিমলানিলৈঃ। দেবি! পরমানন্দসন্দোহময়ি! সাম্প্রতমস্মিন্নতিরমণীয়ে মুহূর্ত্তে সক্রদুন্মীলয় তে তদেব নয়নং যেনাবলোকিতা ত্বয়া বাল্মীকিকালিদাসভবভূতিপ্রভৃতয়ঃ, অদ্য ত্বৎপুত্রাঃ পীযুষরসতিরস্কারি পীত্বা পীত্বা তব কাব্য-পয়োধররসমিহ ভুলোকেঽপি কামপ্যনুভবন্তু স্বর্লোকসুলভাং দশাং।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃতরচনা।

(কৃষিঃ)

যেয়ং ভারতভূমিরুর্ব্বরতয়া জিত্বা সমস্তং জগৎ
সূতে তুলভশস্যরত্নমখিলং স্বল্পে প্রয়াসে কৃতে।
স্বাধীনং কৃষিকর্ম্ম গৌরবকরং তস্যাবিহায়াধুনা
রে রে ভারতবাসিনঃ পরবশা হাধিক্! কথংজীবথ॥

লোকোত্তরয়ৌর্ব্বরতাগুণেনৈব রত্নপ্রসবেতি ভারতভূমে র্নাম। যেন গুণেনেয়ং কৃষিবিদ্যানভিজ্ঞানামপি কতিপয়ানাং স্বল্পবুদ্ধি কৃষকাণা মতিসামান্যপ্রয়াসেনৈবানন্তং শস্যরত্নং সূতে। যদি পুনরত্র লোকসংস্থিতিকরে স্বাধীনে কৃষিকর্ম্মণি বিদ্যাবন্তঃ কৃতধিয়োঽধুনা প্রযত্নমবলম্বন্তে তদা ন জানে ঽস্মাকং জন্মভূমিরচিরেণৈব কামপ্যচিন্তনীয়া মলোকসাধারণী মুন্নতিসরণীমনুসরেৎ অসংশয়ঞ্চ দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্যাদিকমপি ন প্রভবেদস্যাঃ সকলরত্নৈকভূমিরিতি ভুবনোজ্জ্বলং নাম দূষয়িতুং। কিন্ত্বস্মদ্ভাগ্যদোষাৎ কেচিদনভিজ্ঞা নিকৃষ্টজনা এব তস্মিন্নতিগুরুতরে কৃষিকর্ম্মণি নিযুক্তাঃ. কৃতবিদ্যাস্তু মৃত্যুমিব দ্বিতীয়ং, পরভৃত্যভাবমেব গৌরবমিতিমন্যমানা নিঘৃণা

ইব কাপুরুষাইব কালং নয়ন্তি। অহো! ধিগস্মাকং বিদ্যার্জ্জনং যস্যৈবম্বিধঃ পরিণামঃ।

কবয়ং বহুকুসংস্কারোপহতচিত্তবৃত্তয়ঃ ক্বচাস্মাকং নিখিলগুণভূময়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ। বয়মধুনা নিজনিয়মাচারাদি দোষৈস্তেভ্যো হীনতরাঃ কেচিদ্ভিন্নজাতীয়া ইব সঞ্জাতাঃ। নাসীদেবম্বিধনীচতাস্মাকং মহাত্মনাং পূর্ব্বপুরুষাণাং, কৃষিকর্ম্মাদিষু তেষামেব সর্ব্বথা যত্নাতিশয়েনেয়ং ভারতভূমির্জনানামসীমসুখসৌভাগ্যানি সূতবতী আসীত্তেষাং পরাশ্লাঘাকরেঽস্মিন্ কৃষিকর্ম্মণ্যেতাদৃশোঽনুরাগো যত্তে নিতান্তবিশ্বাসপদেষ্বপি করণীয়েষ্বপরান্ নিযোজ্য স্বয়মেব কৃষিং নির্ব্বাহয়ন্তিস্ম (১)।

ভারতবর্ষেঽস্মিন বহবো দৃশ্যন্তে দেবমাতৃকাঃ প্রদেশাঃ। কৃষিকর্ম্মণি তদ্দেশবাসিনঃ কৃষকাশ্চাতকা ইব তৃষ্ণাতুরা জলদজলমেবাপেক্ষন্তে। এবং দৈববলম্বমানানাং তেষাং জনপদেষ্ববৃষ্টিজনিতশস্যনাশেন প্রায়েণ প্রতিবর্ষমেব শ্রূয়তে হৃদয়বিদারী দুর্ভিক্ষকৃতহাহারবঃ। এবম্বিধেষু দেশেষু যথাকালং সলিলসেচনায় ক্ষেত্রেষু খাতকূপাদিকান্যবশ্যমেব করণীয়ানি। এবং কৃতে ন খলু তেষাং দৈবনিরপেক্ষাণামাপতেয়ুস্তথাবিধাবিপদঃ, প্রাণযাত্রা চ সর্ব্বেষাং নদীমাতৃকদেশবাসিনামিব বিনায়াসেনৈব ভবেৎ। তথাবিধখাতকূপাদি খননক্রিয়াপি ন কেবলং কতিপয়ানামল্পবুদ্ধি কৃষকাণাং চেষ্টয়া সম্ভবতি, সাহি তদ্দেশবাসিনাং ভূম্যধিকারিণামন্যেষাঞ্চ স্বদেশহিতব্রতদীক্ষিতসুশিক্ষিতজনানামপেক্ষতে যত্নং।

(১) "পিতুরন্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দ্দদ্যান্মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা ।

(বাণিজ্যং)

সৌভাগ্যং যদি গৌরবং যদি পরাং খ্যাতিং সমৃদ্ধিং যদি
প্রাধান্যং যদি চান্যজাত্যসুলভং লব্ধুং মতির্জায়তে ।
লক্ষ্মীবন্ধনদামবৎ সুখসরঃসোপানসন্তানবৎ, বাণিজ্যং
পরমঙ্গভারতজনাঃ সর্ব্বাত্মনা সেব্যতাম্ ॥

অহো ! কোঽপ্যচিন্তনীয়ো মহিমা বাণিজ্যস্য ! যৎপ্রসাদাদিদং লণ্ডদেশীয়াঃ কামপ্যতিনীচতমাং তমোময়ীমবস্থাং বিহা-
য়াচিরেণৈবাভ্যুদয়মহাগিরিশিখরে পদমাদধানাঃ সাম্প্রতমধঃ-
কৃতসকলকুসংস্কারাঙ্কুরাঃ কলানিরবেঃ পরমসুখালোকমহরহঃ সেবন্তে, যৎপ্রসাদাত্তেষাং ভস্মীকৃতসকলবিপক্ষকুলশলভো দিশি দিশি প্রসরদ্দ্যুতিদুঃসহঃ প্রতাপবহ্নিঃ, যৎপ্রসাদাদতি বিশালেয়ং ভারতভূমিস্তেষাং দিগ্দিগন্তব্যাপিনা সমতিক্রান্ত-
দুস্তরসাগরগিরিকাননেন মহতা বিজয়রবেণাপূরি, যৎপ্রসাদাচ্চ তেষাং সৌভাগ্যলক্ষ্মীর্ভুবনবিজয়িনীতি বিশ্রুতা জগতি। যদা বিপুলসমৃদ্ধিপরমিদং বাণিজ্যং ভারতবাসিনমুপজীব্যমাসীত্তদেয়ং ভারতভূমিরপি সর্ব্বেষামন্তস্সুখৈককন্দনং বভূব। সাম্প্রতং যদিদ-
মাপতিতমনন্তদৌর্ভাগ্যং ভারতবাসিনাং, তত্তেষাং সকলসৌভা-
গ্যৈকনিদানে বাণিজ্যে বীতরাগিতয়ৈব। তদস্মিন্ যাবৎসর্ব্বসাধা-
রণজনগণানাং ন জায়তেঽনুরাগস্তাবৎ সুদূরপরাহতৈব ভা-
রতভূমেঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মীঃ, যাবচ্চাস্মদ্দেশীয়সুশিক্ষিতজনা দারুণ-
দৌর্ভাগ্যবারণদমনাঙ্কুশমিবেদং বাণিজ্যমনাদরকটাক্ষেণেক্ষমাণাঃ পরভৃত্যভাবেনৈব কথমপ্যতি কৃচ্ছ্রেণ জীবনযাপনমেব সকল শিক্ষাফলমিত্যামনন্তি তাবন্নিরূঢ়মেবাস্মজ্জন্মভূমেরভ্যুদয়াশা।

ভো ভো! ভারতবর্ষীয়াঃ; নিখিলসৌভাগ্যদ্বারমিদং বাণিজ্যং সুচিরমযত্নকপাটনিবদ্ধং কৃত্বা স্বচ্ছন্দ মতিদুর্গতিশয্যাশয়ানানাং মনসি ভবতাং ভবতি ন কি মহো ধিক্কারঃ ? ভবতামেব পুরাতননিয়মাচারশাস্ত্রাদীনামনুসরণেন বিদেশীয়াঃ সর্ব্বে ক্রমেণাসীমামুন্নতিং লভন্তে, ভবন্তস্তু সততমালস্যকুসংস্কারাদিদোষবশীকৃতমানসাঃ সরিৎপ্রবাহাইব গিরিশিখরসম্ভবাঃ প্রতিদিনমধোগতিমেব লব্ধুমারভন্তে। কদা বাণিজ্যাদিকল্যাণকর্ম্মানুসরণক্রমেণ বিদিতাখিলসভ্যজাতিব্যবহারাণাং ভবতাং জ্ঞানবিমলীকৃতেভ্যো মানসেভ্যস্তমাংসীব দিনকরকরভাসুরেভ্যো দিঙ্মুখেভ্যো জাতিভ্রংশকরা জলধিযাত্রা ধর্ম্মলোপকরী বিজাতিবিদ্যা বৈধব্যকরী কামিনীজনশিক্ষেত্যাদিকুসংস্কারশতান্যপযাস্যন্তি. কদা বা প্রণয়-জল-মরুস্থলীব বহুবিবাহরীতি রুন্নতি-লতা কুঠারইব বাল্যপরিণয়ঃ পাপ-হুতাশন-হবিরিব বিধবোদ্বাহনিবারণ মেতে চান্যেচাতিহেয়তমা দেশাচারা দূরীভবিষ্যন্তি ভবতাং হৃদয়েভ্যঃ।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃতরচনা।

। রাজনিয়মঃ।

সর্ব্বান সোদরবৎসমীক্ষ্য চ করান্ন্যৎসার্য্য পীড়াকরান্
সর্ব্বেভ্যো নিজজাতিতুল্যবিততাং দত্ত্বাখিলেকর্ম্মণি।
হংহো! ভারতবাসিনামহরহঃ কল্যাণকার্য্যেরতা
ইংলণ্ডীয় দয়ালুরাজপুরুষাঃ! কীর্ত্তিং স্থিরাংরক্ষত॥

প্রজাপালনকর্ম্মণি নিযুক্তানাং রাজপুরুষাণামপক্ষপাতিনিয়মৈঃ সর্ব্বথা প্রজানুরঞ্জনমেব পরমোধর্ম্মঃ। যদদ্যাপি সর্ব্বে সকলভুবনতলবিশ্রুতযশসঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য নামশ্রবণমাত্রেণৈবাপূর্ব্বভক্তিরসবিহ্বলীকৃতমানসাঃ কামপি হর্ষজর্জ্জরাং দশামনুভবন্তি তত্তস্যৈব রঘুবংশাবতংসস্য রাজকুলকেশরিণঃ প্রজারঞ্জনানুরাগাদেব।

যদদ্যাপি সর্ব্বে পবিত্রকীর্ত্তেরাকবরনৃপবরস্যাধিকারকালং স্মরন্তঃ সপদি সঞ্জাতপুলকাঃ কৃতজ্ঞতারসার্দ্রীকৃতহৃদয়াশ্চ মুঞ্চন্তি নয়নসলিলমজস্রং, তত্তস্যৈবরাজ্ঞো যবনকুলপ্রদীপস্য রাজনিয়মেষ্বপক্ষপাতিতয়ৈব। অতএবানুরক্তাসু প্রজাসু রাজ্যমপগতসকলবিঘ্নান্ধকার মুদিতসৌভাগ্যদিনকরপ্রালোকিকমুখৈকভবনং সঞ্জায়তে, জাগর্ত্তিচাক্ষয়কালংব্যাপ্য রাজ্ঞঃকল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তিঃ।

হংহো! ভারতভূমেঃ শাসনকর্ম্মণি নিযুক্তা রাজপুরুষাঃ! জেতৃজাতিসুলভামবজ্ঞাং বিহায় ভবন্তঃ স্বজাতিনির্ব্বিশেষেণ সর্ব্বেষ্বেব প্রধানপদেষু ভারতবাসিনামধিকারমাজ্ঞাপয়ন্তু, ব্যবহরন্তু চ তান্ প্রতি তথা যথাত্মন স্তে বিজিতানিতি ন জানন্তি, ভবন্ত সহায়াস্তেষাং সর্ব্বদা সকলকল্যাণবর্দ্ধনে দদতু চ তেভ্যঃ স্বাধীনতাং শরীররক্ষাসাধনেষু শস্ত্রব্যবহারাদিষু; অন্যথা ভারতবাসিনঃ সর্ব্বে ভবদ্বিধসন্যুনমজাতীয়ানামধিকারে নিবসন্তোঽপি সার্গলমখিলোন্নতিদ্বারং জ্ঞাস্যন্তি দূষয়িষ্যন্তি চ ভবতাং সকলঙ্কযশঃশশাঙ্কং তেষাং চিরদৌর্ভাগ্যকলঙ্ক ইতি।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃতরচনা।

(উপসংহারঃ)

অয়ি মাতর্ভারতভূমি! ত্বং রাজধর্ম্মেণ বিদ্যয়া নিয়মেনাচারেণ সমৃদ্ধ্যা প্রভাবেন গৌরবেণ চ ধরণ্যাং প্রাধান্যমনন্যসুলভমযাসীঃ, সা পুনস্ত্বং ক্ষীণপুণ্যানাং মন্দভাগ্যানামস্মাকং তব পুত্রাণাং দোষেণোপস্থিতোঽয় মহহ! তে কোঽপ্যচিন্তিতপূর্ব্বো বিষমো দশাবিপর্য্যাসঃ!

মাতর্ভারতভূমি! সর্ব্বসুকৃতস্যাভূঃ প্রসূতিঃ পুরা
ত্বামাসীদখিলাঃ কবিশ্রুতাভূদ্বিদ্যাযশোভিস্তদা।
যাতা স্তে দিবসাস্তথা সুখময়াঃ স্মৃত্বাম্ব! তান্ সাম্প্রতম্,
হাহা! কস্য ন মানসং বদ মহাশোকাম্বুধৌ মজ্জতি? ॥১॥

হা ! মাতঃ ক্বগতা মহারথরঘুশ্রীরামকর্ণাদয়ো
যৈর্ব্বীরপ্রসবেতি কীর্ত্তিরজনি ত্রৈলোক্যমধ্যে তব ।
তেষাং যান্ নো বিভর্ষি তনয়ান্ দূরেঽস্ত্বহো ! বীরতা
বেপন্তে শুক্রভাতিপাণ্ডুবদনাঃ সংগ্রামনাম্নৈব তে ॥ ২ ॥

মাতঃ ! কুত্র গতা যুধিষ্ঠিরহরিশ্চন্দ্রাদয়ো ধার্ম্মিকা
যেষামাস্থরগণ্যপুণ্যচরিতৈস্ত্বাং পুণ্যভূমিং ভুবি ।
যে পুত্রা স্তব সাম্প্রতং জননি ! কিংপাপং ন কুর্ব্বন্তি তে
হা হা হন্ত ! ন কস্য দার্য্যতি মনো দৃষ্ট্বা তবেমাং দশাম্ ॥ ৩ ॥

পুত্রৈঃ পাণিনিগৌতমপ্রভৃতিভি স্তে পূর্ব্বজাতৈঃ পুরা
বিদ্যাভূমিরিতি প্রসিদ্ধিরজনি ত্রৈলোক্যমধ্যেতব ।
মাত স্তে তদনন্তমক্ষয়মহো ! লোকোত্তরং গৌরবম্
নানাদোষপরায়ণৈ স্তবসুতৈ র্হা হা ধুনা হারিতম্ ॥ ৪ ॥

সাবিত্রী জনকাত্মজাদিরমণীরত্নানি জাতানি তে
গর্ভে যৎসুচরিত্রকীর্ত্তনরবেণাপূরি বিশ্বম্ভরা ।
যাতা স্তা গুণভূষিতা দুহিতর স্তে কন্যকাঃ সাম্প্রতম্
ঘোরাজ্ঞানবশা নয়ন্তি দিবসানালস্যনিদ্রাদিভিঃ ॥ ৫ ॥

মাতঃ ! সূতবতী ত্বমেব হি পুরা বাল্মীকিপারাশরৌ
যদ্রামায়ণভারতামৃতরসেনাদ্যাপি মুগ্ধং জগৎ ।
নো জানে ত্বয়ি সাম্প্রতং নিপতিতঃ কোবাভিশাপো মহান্
যেনৈকোঽপি মহাকবি র্জননি তে গর্ভে ন সঞ্জায়তে ॥ ৬ ॥

রত্নানামিব কৌস্তুভং জলধিনা মাতঃ কবীনাং ত্বয়া
যং লব্ধ্বা ভুবি কালিদাসমখিলেঽনন্তং যশঃ সঞ্চিতম্
হা হা ! তাদৃশপুত্ররত্নমখিলক্ষৌণীমহাভূষণম্
ত্যক্ত্বাদ্যাপি করালকালবদনে মাতঃ কথং জীবসি ॥ ৭ ।

স্বগদর্ভে ভবভূতি রক্ষয়যশাশ্চন্দ্রঃ সুধাব্ধৌ যথা।
জাতো যস্য মনোজ্ঞকাব্যকিরণৈরালোকিতং ক্ষমাতলম্।
কালে হন্ত ! কৃতান্তরাহুবদনং তস্মিন্ কবীন্দৌগতে
সম্প্রাপ্তং মলিনং কবিত্বকুমুদং হা ! শোচনীয়াং দশাম্ ॥ ৮

পরাধীনান্ মগ্নানতি-বিপুলদুঃখাম্বুধিজলে
বলক্ষীণান্ হীনান্ সকলসুখসৌভাগ্যনিচয়ৈঃ।
কৃপাসিন্ধো ! নাথ ! ত্রিভুবনগুরো ! ভারতজনান্
সকৃদ্দীনানেতান্ প্রতি বিতর কারুণ্যকণিকাম্ ॥

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য বিষয়ক বক্তৃতা।

হে সভাস্থ সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ!

সম্বৎসরের পর আমরা অদ্য আবার পুনশ্চ মিলিত হইলাম, অতএব কি আনন্দ! সম্বৎসরের পর অদ্য আবার "চৈত্রমেলা" দ্বিগুণ উৎসাহে—দ্বিগুণ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল, অতএব কি সৌভাগ্য! যেমন এক ঋতুর বর্ষণদ্বারা বসুমতীকে সকল ঋতুতেই সরস রাখে, তেমনি এই এক দিনের সমাবেশ দ্বারা আমাদিগের মনকে সম্বৎসরকাল সুপ্রসন্ন রাখিতেছে! বসুমতীর আকর্ষিত সেই রস যেমন অদৃশ্যভাবে ফল মূল শস্যোৎপাদনের কারণ হয়, তেমনি এই মেলারূপ সমাবেশটী অজ্ঞাতভাবে আমাদিগকে উন্নতিপ্রসরের ক্ষমতা দানকরিতেছে। কুজ্ঝটিকার পর নবোদিত অরুণকে দেখিয়াই যেমন মাধ্যাহ্নিক মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তি অনুভব করিতে পারা যায়, তেমনি হিন্দুসমাজের বহু বিশৃঙ্খলার পর এই মেলার আবির্ভাব দেখিয়াই ইহার ভবিষ্যৎ প্রভাব অনুভূত হইতেছে! বীর সিংহ পুরুষের বাল্যাবস্থার লক্ষণ দর্শনেই যেমন দূরদর্শীলোকে তাহার ভাবিজীবনকে নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পান, তেমনি এই মেলার আদ্যাবস্থার সুলক্ষণ সমূহ ঈক্ষণ করিয়াই ইহার ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে!

ভাবিয়া দেখুন, জন্মবৎসরে ইহা কিরূপ ছিল? পরবৎসর কিরূপ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে? এবং এবৎসরে কি পরিমাণেই বা উন্নত হইতে পারিয়াছে? জন্মদিনে কেবল কতিপয় বান্ধব ও প্রতিবেশীমাত্র উৎসাহী ছিলেন, অর্থাৎ নিজবাটীরলোক ও নিজ

কুটুম্ব বই নয়, কিন্তু দ্বিতীয় উৎসবে গ্রামস্থ এবং অদ্য এই তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে চাকলাস্থ লোক আকর্ষিত হইয়াছেন, এরূপ উপমা অনায়াসে খাটিতে পারে। দেশহিতৈষী সম্প্রদায়ের এইরূপ সমুৎসাহ, সদাগ্রহ এবং সৎসঙ্কল্প দৃষ্টি করিয়া কাহার অন্তঃকরণ না আপনা হইতেই সুখতরঙ্গে মগ্ন এবং আশাগগনে উত্থিত হয়? আমরা যে এপ্রকারে একত্রিত হইব, এরূপ স্বজাতীয় অনুষ্ঠান দ্বারা স্বজাতির বিলুপ্ত নাম, বিনষ্ট গৌরব এবং বিপর্য্যস্ত একতার পুনরুদ্ধারে যত্নশীল হইব, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে কাহার মনে ছিল? অতএব আজ যে কি সুখের দিন এবং এইমেলা যে হিন্দু-জাতির কত আরাধ্য বস্তু, তাহা বাক্যেও নয়, লেখনীতেও নয়, কিছুতেই প্রকাশ করিবার নয়, ধ্যান ভিন্ন হৃদ্বোধ হইবার উপায় নাই!

কিন্তু এখনও ইহার অতি তরুণাবস্থা,— বলিষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠ করিতে এখনও বিস্তর আয়াস, অনেক সময় লাগিবেক। এখনও দেশের সকল লোকে ইহার যে কি মঙ্গলগর্ভ তাৎপর্য্য, তাহার মর্ম্মজ্ঞ হয়েন নাই, ইহার যে কি অনুপম গুণ, তাহার গুণজ্ঞ হইতে পারেন নাই। তাহা দূরে থাকুক, এখনও সকলে ইহার নামও শ্রবণ করেন নাই। যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহার উদ্দেশ্যও জানিতে পারেন নাই। যাঁহারা কতক জানিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে আবার ইহাকে সামান্য কৌতুক ও আমোদের স্থান বলিয়াই জানিয়াছেন, দেশের মঙ্গলভূমি বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহারা কতক বুঝিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ইহার প্রতি এবং ইহার স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখনও ইহাকে সেইরূপ প্রেমচক্ষে দেখেন নাই, যেরূপ প্রেমদৃষ্টি ভিন্ন কোন প্রকার

শুভব্রতে সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রতী হওয়া অসম্ভব! অতএব এই মেলা "মহামেলা" নাম পাইতে এবং যথার্থ জাতীয়মেলা রূপে গণ্য হইতে এখনও কত দিনের, কত যত্নের, কত অর্থের, কত উৎসাহের, কত উপদেশের অপেক্ষা করিতেছে, তাহা সংখ্যা করা যায় না। যখন দেখিবেন শারদীয় মহাসপ্তমীর ন্যায় এই মেলার দিনকে সকল হিন্দু মহামহোৎসবের দিন মনে করিতেছে; যখন দেখিবেন, দুর্গোৎসবের জন্য লোকে যেমন নব নব বসন ভূষণ ক্রয় করিতে মহাব্যস্ত ও ঋণগ্রস্ত ও হইয়া থাকে, তেমনি এই মেলায় আসিবার জন্য—ইহার অনুষ্ঠানভাগী হইবার জন্য সকল নগরে—সমুদায় গ্রামে-প্রত্যেক ঘরে, সকলেই মেলার বহুদিন পূর্ব্বাবধি মহাব্যস্ত হইতেছে এবং অন্তঃপুরচারিণীরাও স্বামী পুত্র ভাই বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয় গণকে পাঠাইবার জন্য সমুৎসুকা হইতেছে; যখন দেখিবেন, যাহার যেরূপ সাধ্য যাহার যেরূপ বিদ্যা, যাহার যেরূপ ঐশ্বর্য্য, যাহার যেকিছু গুণপণা, সে এই সমাজস্থলে আসিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছে যখন দেখিবেন অবস্থার তারতম্য রহিত হইয়া ছোট বড় সকলেই উৎসবের সমভাগী হইতেছে; যখন দেখিবেন, এই মেলার নিষ্পাদিত বিচার এবং ইহার প্রদত্ত পুরস্কারকে গুণিগণ, শিল্পীগণ ও কৃষকগণ প্রভৃতি প্রদর্শকমণ্ডলী শিরোধার্য্য করিতেছে; যখন দেখিবেন, আপাততঃ যাঁহারা ইহাকে ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে অথবা সম্পূর্ণ সন্দেহ-দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন, তাহারাও আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, তখনই জানিবেন, এই মেলা যথার্থ "জাতীয় মেলা" নাম পাইবার যোগ্য হইয়াছে,—তখনই জানিবেন এই সমাবেশক্ষেত্র যথার্থই স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু কি কি উপায়ে ও কি কি রূপ কৌশল অবলম্বন করিলে এই শুভানুষ্ঠান সেই উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার আলোচনা অতি কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়মানুসারে সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া থাকে। এক দিনে কিছুই হয় না। এবং সেই পর পর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন যেরূপ অবস্থা, তখন তদুপযুক্ত উপায়াদিই উদ্ভাবিত হইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এই মেলাদ্বারা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজকীয় উন্নতি সম্ভবেনা, সুতরাং তদালোচনাও বৃথা। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ইহাদ্বারা শিল্প, কৃষি, এবং উদ্যান বিষয়ক উন্নতি সম্ভবে। দৈহিক ও সামাজিক উন্নতিও কিয়দংশে সম্ভবপর হয়। এবং সাহিত্য, কবিত্ব ও বাগ্মীত্ব বিষয়েও অনেক উৎসাহ হইতে পারে। ইহার প্রত্যেক বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা করাই আবশ্যক, কিন্তু প্রস্তাবের প্রাচুর্য্য ভয় তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক। এক দিনের অধিবেশনে তাহার সূক্ষ্মানুসন্ধান কেবল বৈরক্তিরই কারণ হইবেক, সুতরাং প্রধান ২ কয়েকটী বিষয়ে সাধারণ্যে কিঞ্চিৎ বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। ইহাতে যে ক্ষোভ থাকিল, তাহা ঈশ্বরানুগ্রহে পরবৎসর নিবারিত হইতে পারিবে।

প্রথম। প্রদর্শনের সামগ্রী।

মেলাস্থলে প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যখন জাতিসাধারণের উন্নতি প্রার্থনীয়, তখন স্বজাতীয় শিল্পীগণের হস্তসম্ভূত ও যন্ত্রসম্ভূত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আমাদের রমণীগণ বিজাতি আদর্শানুবর্ত্তিনী হইয়া যে সকল সূচিকর্ম্ম ও সামান্য ২ কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে সকল ইউরোপীয় প্রতিরূপ চিত্র করিতে শিখিয়াছেন, তাহার অভিনয় দ্বারা সম্যক্ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবহার পক্ষে সেই সকল শিল্পকর্ম্মের উপযোগিতা অতি অল্প, না সংসারের কাজে লাগে, না সমাজের উপকারে আইসে! তাহার প্রচুরতর সংগ্রহ দ্বারা তৎপ্রতি প্রচুরতর উৎসাহ দেওয়াই হয়; তদ্দারা পাকতঃ দেশের পূর্ব্ব-

তন শিল্পকার্য্যকে সম্পূর্ণ অনাদর করা হইয়া উঠে। আমাদের সংসারের শৃঙ্খলা চিন্তাকরিলে বিলক্ষণ বোধ হইবে, যে অতি অল্প সংখ্যক ধনীলোকের ভবন ভিন্ন আর সকল ঘরেই পুরস্ত্রী গৃহিণী গণকে সংসারের তাবৎকর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। সেই সা নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত "বারমাসে তের পার্ব্বণও" আছে। তেরটী কেন, চার তেরং বায়ান্নটী বলিলেও বলা যায়। এই সমুদায় ক্রিয়াকলাপের সমুদায় আয়োজন তাঁহাদিগকে স্বহস্তে করিতে হয়। জ্ঞাতিকুটুম্বের ভূরি ভোজের দিন, অন্য জাতীয়ের ন্যায় ভোজ্যদ্রব্য ভোজ্যবিক্রেতার দোকান হইতেও আইসে না ভৃত্যবর্গ দ্বারাও প্রস্তুত হইতে পারেনা। দশজনকে খাওয়াইতেও যেমন দশ সহস্রকে খাওয়াইতেও সেই রূপ। একটী জামাই বাটীতে আসিলে পল্লীগ্রাম বাসিরা প্রায় কোন দ্রব্যই ক্রয় করেননা। পুরস্ত্রীবর্গ আহ্লাদপূর্ব্বক ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরেলা, সরভাজা, ছেনা, মাখন, পায়স পিষ্ঠক প্রভৃতি অমৃতাস্বাদ চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় প্রস্তুত করিয়া দেন; যাহা পাইলে সর্ব্বদেশীয় সদ্ভোক্তা মাত্রেই দুর্ল্লভ জ্ঞানে ভোজনে তৃপ্তি পাইতে পারেন। অনতিপূর্ব্বকালের রমণীরা নিত্য গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সে সময় কড়ির আনলা, দড়ির শিকা, রেসমের শিকা, সীন্দুরচুপড়ি বুনা, সূতা কাটা, সেলাই ফোড়াই অথবা ছাঁচকাটা প্রভৃতি দৃশ্যমনোরম অথচ ব্যবহারক্ষম দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে নিযুক্তা থাকিতেন। এখনও ইহার অনেক দ্রব্য অনেকের ঘরে—বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে—প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা আমরা বহুমূল্য সেগুণ ও মেহাগ্নি কাষ্ঠাধার প্রভৃতির ব্যয় হইতে বহুলাংশে আসান পাই। যাঁহাদিগের এত কাজ করিবার আছে, তাহাদিগকে তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া আলস্যজনক বিফল কারপেটের কাজে বেশী

উৎসাহ দেওয়া কোন মতেই শ্রেয়ঃ নহে। যদি সূচিকর্ম্ম শিখাইতেই হয়, তবে স্বামী পুত্রের ব্যবহার-যোগ্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে অল্প পরিমাণে বিলাতি কাজ থাকে থাকুক, হানিও নাই। নচেৎ শুদ্ধ বিলাতি অনুকরণের পক্ষপাতী হইয়া মহোপকারী প্রাচীন আদর্শকে পরিত্যাগ করাতে অপকার ভিন্ন কোন উপকার দেখিতে পাই না। শুদ্ধ অনুকরণ দ্বারা কোন জাতির উন্নতি হয়ও নাই, হইবেও না। বিশেষ যাহারদিগের পূর্ব্বসমাজ ও পূর্ব্বসভ্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয়, সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধ হইবারও নয়। বরং পূর্ব্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত। এবং যদি বিদেশীয় এমন কোন কারুকার্য্য থাকে, যাহা আমাদের সংসারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুষমা ও রুচিবর্দ্ধক তবে তন্মাত্রকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। শুদ্ধ স্ত্রী শিল্প কেন? সাধারণ শিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। ফলতঃ সকল বিষয়েই এই সিদ্ধান্তটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইউরোপীয়দের স্বাবলম্বন ও উদ্যোগটী আমাদের অনুকরণীয় বটে, কিন্তু কার্য্যসাধন-প্রণালী ও ঘরসংসারের রীতি নীতি গ্রহীতব্য নহে। এই মীমাংসাকে সন্মুখে রাখিয়া এই মেলার প্রদর্শন-গৃহ সজ্জিত করা উচিত। বিশেষতঃ যখন স্বদেশীয় লোক ও স্বদেশীয় উদ্যোগ দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অগ্রে স্বদেশীয় শিল্প বিদ্যার সংস্কার, উত্থান ও নবযৌবন সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করাই অত্যাবশ্যক হইতেছে। এবৎসর পুরস্কারের সুগম উপায় অবধারিত হইয়া অতি উত্তমই হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট হয় নাই,

আরো অধিক প্রয়োজন। এমন অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, যদ্বারা রাজধানীর সন্নিকট স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশ, তৎপরে ক্রমে ক্রমে অঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, কাশী, কাশ্মীর, পঞ্জাব, অযোধ্যা, প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশের শিল্পী, কৃষক ও উদ্যানপালক যথোপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত হইতে পারে। সেই পুরস্কারের আকর্ষণে বিবিধ জনপদজাত, অথবা বন পর্ব্বত আকর সাগর সম্ভূত ভারতের অতুল্য অমূল্য শিল্পজাত ও প্রাকৃত বস্তু সকল এক স্থানে প্রদর্শিত হইয়া প্রতিযোগিতা বৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দিতে পারে। এত সুদীর্ঘ আশা করা, এক্ষণে দুরাশাবৎ বোধ হইতেছে, কিন্তু সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই। যদিও সমুদায় সুসিদ্ধ হওয়ার কাল এখনও দূরবর্ত্তী, তথাপি এক্ষণে যে সকল দ্রব্যাদি সহজ-প্রাপ্য এবং যাহা প্রদর্শন দ্বারা আশু উপকার ও ভবিষ্যতের উৎসাহ জন্মিতে পারে, তাহাতে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গালিচা ভুলিচা মশারি চাদর প্রভৃতি তন্তুকার্য্য, কামার কুমার ছুতার স্বর্ণকার কংসকার প্রভৃতির কারুকার্য্য, শিল্প ও কৃষিকর্ম্মের যন্ত্রাদি এবং বিবিধ ফলমূল শস্য প্রভৃতি আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমূহের নাম করা যাইতে পারে। তৎসঙ্গে সুসেব্য গন্ধদ্রব্য ও সুশ্রাব্য গান্ধর্ব্ব বিদ্যার যন্ত্রাদির জন্যও অনুরোধ করা যাইতে পারে। এই সকলের মধ্যে যদিও কতক কতক সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু অবশিষ্ট সামগ্রীরও নির্ব্বাচন, প্রদর্শন এবং তজ্জন্য পারিতোষিক অর্পণ, নিতান্তই প্রয়োজন।

২য়। শারীরিক বল বিধান।

শারীরিক বলবীর্য্যের উৎকর্ষ বিধান জন্য এক্ষণে যে রূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই

উপায় ও কৌশলকে আরো প্রসারিত করা আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত সমধিক পারিতোষিক বন্টন করিতে হইবেক। সেই প্রলোভন দ্বারাই হউক, অথবা নানা প্রদেশের ভূস্বামী ও ধনী বর্গকে অনুরোধ করিয়াই হউক, অধিক সংখ্যক ও উচ্চতররূপে শিক্ষিত মল্লযোদ্ধা, অস্ত্রচালক, ও পাইক প্রভৃতি নিমন্ত্রণ করিতে হইবেক। যাহাতে স্থানেং ব্যায়ামশিক্ষার পাঠালয় স্থাপিত হইয়া উঠে, এবং যাহাতে দেশের লোকে অঙ্গচালনা ও শারীরিক বলবৃদ্ধির উপকার জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় করাও কর্ত্তব্য। মেলা দ্বারা এই রূপে আনুকূল্য ও উৎসাহ প্রদত্ত হইলে কিয়দ্বৎসরের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন, বঙ্গবাসী লোকে ভীরুস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাহসী হইয়া উঠিবে, সুতরাং "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া যে ঘৃণাবাচক উপাধিটী আছে তাহা ক্রমে অবসৃত হইয়া যাইবে।

৩য়। সামাজিক উন্নতি।

"সামাজিক উন্নতি" বলাতে সামাজিক নিয়মাদি পরিবর্ত্তন অথবা নূতন প্রথা প্রচলন দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্যও নহে—সাধ্যায়ত্ত্ব ও নহে। সমাজবন্ধন দৃঢ় করা এবং সামাজিকতার নষ্টোদ্ধার করাই সার অভিপ্রায়। সামান্যতঃ লোকে সামাজিকতার যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সে পক্ষে মেলাকর্ত্তৃক কিছুই হইতে পারে না। অর্থাৎ সংক্রিয়াদি উপলক্ষে কাহারো বাটীতে সামাজিক লোকে আহার করিলে, কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাদিগকে মর্য্যাদাস্বরূপ যাহা দান করেন, বঙ্গীয় সমাজে তাহাই সামাজিকতা নামে প্রসিদ্ধ আছে। মেলা দ্বারা সে সামাজিকতার কোন সাহায্য হইতে পারিবেক না।

সামাজিকতার যে অন্য একটী মহোচ্চ ব্যুৎপত্তি আছে, দুর্ভাগ্য ক্রমে আধুনিক হিন্দুজাতি যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তি-বোধক সামাজিকতাই লক্ষ্য। তাহাকে পাইবার জন্যই এত প্রয়াস। সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি, জাতি-পদ-বাচ্যই হইতে পারে না—সে সামাজিকতার অভাবে স্বাতন্ত্র্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতন্ত্রতা, ইহারাই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতি-ধর্ম্ম। সেই স্বজাতি ধর্ম্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার-কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্তকরা সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে অগ্রে আত্ম-নির্ভর নামা শাণিত অস্ত্র দ্বারা পরবশ্যতারূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করিতে হইবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করিবার জন্য এইরূপ সমাবেশ যে অদ্বিতীয় উপায়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য। স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কি বা উন্নতি আর কি বা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প-সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে স্বাবলম্বনরূপ অমূল্য নিধির আকর স্থল হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অধিবেশন, সেই সম্ভাষণ, সেই ভাব-বিনিময়, সেই সব আলোচনা যদি শুদ্ধ মৌখিক

বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত হয়,—যদি তাহাতে আন্তরিক অনুরাগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হয়, যদি তত্তাবতকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রতিজ্ঞা না জন্মে, যদি সকলেই সাধ্যানুসারে সযত্ন না হন, এবং যদি রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হইয়াই নাটকের অভিনেতার ন্যায় সজ্জা পরিত্যাগ করেন, তবে ইহার মহদুদ্দেশ্য সফল না হইয়া বরং বিফল হইবারই কথা! তাহা হইলে প্রকৃত সঙ্কল্পের অঙ্গহানি হইয়া এই মেলা কেবল কৌতুকাবহ মেলা হইয়া উঠিবে, দেশ বিদেশীয়ের চক্ষে বাঙ্গালির চরিত্র হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিবে, ভবিষ্যতে বাঙ্গালির অনুষ্ঠিত কোন বিষয়েই লোকের বিশ্বাস ও আস্থা থাকিবে না। কিন্তু ভরসা আছে, অধুনা কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মণ্ডলীর চিত্ত-ভূমিতে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-বাৎসল্য বদ্ধমূল হইতেছে, তাঁহারা কখন এরূপ সর্ব্বনাশক দোষের অধীন হইবেন না—তাঁহারা কখনই এমন দুরপনেয় কলঙ্কাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঝম্পদান করিবেন না—তাঁহারা কখনই হাস্য ও কৌতুকের হস্তে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিকে অর্পণ করিবেন না। তাঁহাদের অবিচলিত অধ্যবসায়-কুঠারে বিঘ্ন-কণ্টক অবশ্যই ছেদিত হইয়া মনোরথ তরু মুঞ্জরিত ও ফলিত হইবে, সন্দেহ মাত্র নই।

আমরা এই মেলার উদ্যোগী মহাশয় দিগের মনোগত অভিপ্রায় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। যে ২ উপায়দ্বারা এরূপ অনুষ্ঠান ও ইহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। কেবল বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ইচ্ছাসত্ত্বেও এককালে সকল সুসংযোগ করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। সকলই অর্থ-ব্যয়-সাধ্য। এবং কোন কোন বিষয় সময় সাপেক্ষ। ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রকরণের আলোচনা করা হইল এবং বাহুল্য

ভয়ে যে সকলের নাম মাত্র উল্লেখ করা গিয়াছে, তত্তাবৎ সুচারু রূপে সংযোটন ও সম্পাদন করা, কত ব্যয়ের কর্ম্ম, তাহা সহৃদয় মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এই প্রচুর অর্থ কোথা হইতে আসিবে? কে দিবে? অবশ্যই আমাদিগকে দিতে হইবে। অবস্থানুসারে প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য, সাধারণ-ভার বহন জন্য আপনাপন স্কন্ধ বিস্তার করেন! যদি উত্তরোত্তর ও উপর্য্যুপরি এত প্রকার রাজকর দিয়াও আমরা এখনও নিঃস্ব হই নাই, তবে স্বদেশের মহত্নুন্নতির নিদান-স্বরূপ এই মঙ্গলময় মেলার পুষ্টি সাধন জন্য কিছু ২ দান করিয়া কখনই দায়গ্রস্ত হইব না—দান করিতে কখনই কাতর হইব না। "দশের লড়ি একের বোঝা" সকলে ভার বাঁটিয়া লইলে কাহারো কষ্ট হইবে না, অথচ একটী অনুপম সুখ-রাজ্যের রাজপুরী নির্ম্মিত হইয়া উঠিবে!

অতএব হে সম্ভ্রান্ত দেশহিতৈষি মহাশয়গণ! ভাবিয়া দেখুন, আমরা যিনি যাহা সাহায্য করিয়াছি, তাহার দ্বিগুণতর আনুকূল্য করা এক্ষণে উচিত কি না? যাঁহারা অদ্যাপি বান্ধবশ্রেণীতে আছেন, কিন্তু সহকারী শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন নাই, তাঁহাদিগের তাহাতে সন্নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক কি না? এবং যাঁহারা দূর হইতে ইহাকে সামান্য ক্রীড়াভূমি জ্ঞানে অদ্যাপি প্রীতিপরায়ণ হয়েন নাই, ইহার প্রতি তাঁহাদিগের প্রেম-দৃষ্টিপাত ও ইহাকে প্রেমালিঙ্গন করা কর্ত্তব্য কি না? কেবল যে ধন দ্বারাই সাহায্য হইতে পারে, অন্যবিধ রূপে হইতে পারেনা, তাহাও নহে। কিঞ্চিৎ ২ দান করা সকলেরই সাধ্যাধীন, সুতরাং তাহা তো করিতেই হইবেক। তদ্ব্যতীত যাঁহার যে বিষয়ে যেমন ক্ষমতা, তিনি সেই বিষয়ে তদনুরূপ সহকারিতা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যিনি মান্যব্যক্তি, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা মেলার মাহাত্ম্য

বৃদ্ধি করা উচিত। যিনি অনুসন্ধিৎসু প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সদুপায় নির্দ্ধারণ ও সদুপদেশ দান করা কর্ত্তব্য। যিনি বিদ্বান্, তিনি অধ্যক্ষশ্রেণীর বিদ্যোৎসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব বিধান করুন। যিনি কবি, তিনি হিতজনক প্রসঙ্গ-পুষ্প ভাব-সূত্রে গ্রন্থন করিয়া মেলার অঙ্গশোভা সম্পাদন করুন। যিনি বক্তা, তিনি সদ্বক্তৃতা দ্বারা সমাজের উৎসাহ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগরূক করিতে থাকুন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি সুমধুর সঙ্গীত রসে মেলাভূমিকে অমৃতস্রোতে প্লাবিত করুন। যাঁহারা মল্লবিদ্যার কৌতুকী, তাঁহারা যোদ্ধা প্রতিযোদ্ধা আনয়ন করিয়া বল ও কৌশলের শিক্ষক হউন। যাঁহারা দৃশ্যকাব্যের রসজ্ঞ, তাঁহারা রঙ্গভূমির বিশুদ্ধ আমোদ দেখাইয়া আমোদ ও উপদেশ দান করুন। যাঁহারা উদ্ভিদ্ বিদ্যার ভাবগ্রাহী, তাঁহারা নানাজাতি কুসুম, নানাজাতি ফলমূল, নানাজাতি তরুলতা, নানাজাতি শস্য, এবং নানাজাতি জলজ শৈবালাদি আহরণ-করিয়া অথবা আহরণকারীদিগকে উৎসাহ দিয়া, কৃষি ও বাণিজ্যের শোভা ও ভৈষজ্যের উন্নতি সাধন করুন। এরূপ হইলে আর কিসের চিন্তা? এরূপ না হইলেই বা চলিবে কেন? এ রূপ হইতেই বা অসম্ভাবনা কি? আরো কি জন্মভূমির প্রতি আমরা কঠোর থাকিব? এখনও কি আলস্যের জড়তাতে জরাগ্রস্ত থাকিব? এখনও কি স্বার্থদৃষ্টির ঘোরে অচৈতন্য—অন্ধবৎ রহিব? এখনও কি পরিবার প্রতিপালন ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্যকে স্মরণ করিব না? সমাজের নিকট—স্বদেশের নিকট যে গুরুতর ঋণে ঋণী আছি, তাহা কি চিরকাল ভুলিয়া থাকিব? ইন্দ্রিয় সেবার সেবক হইয়া নির্দ্দোষ আমোদ ও যথার্থ সুখভোগে আজো কি বঞ্চিত থাকিব? কনখই না! চারিদিকে এই সকল সমুৎসুক আনন্দোৎফুল্ল

কর্ত্তব্য-জ্ঞান-জ্যোতিঃ-বিকাশক বদন পরম্পরা দৃষ্টি করিয়া নিশ্চিত বোধ হইতেছে, আমরা উপর্য্যুক্ত দোষাবলীকে মহোদ্যম দ্বারা দূরীভূত করিতে সমর্থ হইব—অবশ্যই সমর্থ হইব! যখন তিন বৎসর মধ্যেই এতদূর হইয়াছে, তখন কিছুকালে আশানদী অবশ্যই সুখ-সিন্ধুর সঙ্গমলাভে সমর্থা হইবে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু যতদিন সেইটী সুসম্পন্ন না হইয়া উঠে, ততদিন ইহার অনুষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মণ্ডলীকে অবিচলিত অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহারা ইহার সূত্রপাত ও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা, তাঁহারা ইহাকে পরিণত অবস্থায় উন্নত করিয়া এবং ইহাকে পূর্ব্বোক্ত রূপে সম্পূর্ণ ঐক্য-বিধায়ক ও মঙ্গলসাধক করিয়া দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করুন—ভারতবর্ষের ভাবী ইতিহাসের পত্রাবলী-মধ্যে হীরকের রেখার ন্যায় অঙ্কিত থাকুন,—লোকানুরাগের সঙ্গে আত্মপ্রসাদ ও ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিয়া অনন্ত কালের সুখাধিকারী হউন।

নিতান্ত বাধিত।
শ্রীমনোমোহন বসু।

রামায়ণের মর্ম্ম ও তদন্তর্গত নীতি।

সুপ্রথিত আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরাংশে অযোধ্যা নামে এক অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী আছে। স্নিগ্ধসলিলবাহিনী সরযূ অনুপম লহরী-লীলা বিস্তার করতঃ যাহার উপকণ্ঠদিয়া সুমধুর কলস্বরে প্রবাহিত হইতেছে। যাহার গবাক্ষ-জাল-রন্ধ্র দিয়া সুবিমল রত্নজ্যোতিঃ পরম্পরা সহস্রধা বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন নগরী দশনাংশু-প্রভা বিস্তার করিয়া পরম সমৃদ্ধিশালিনী অমরাবতীকেও উপহাস করিতেছে। সেই অযোধ্যা নগরীতে সূর্য্যতনয় মনুর বিশুদ্ধ বংশে দশরথ নামা এক অতীব প্রতাপান্বিত শান্তশীল নরপতি জন্ম পরিগ্রহ করেন। নৃপশ্রেষ্ঠ অজের পরলোক গমনান্তর দশরথ পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। দশরথ অলৌকিক বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও পরম ন্যায়বান ছিলেন। তাঁহার প্রখর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নিবন্ধন নিখিল অরাতি-কণ্টক উন্মূলিত হওয়াতে রাজ্য শান্তি-প্রবল হইয়াছিল, সুশাসন বশতঃ দস্যুতস্করাদি উপশান্ত হওয়াতে প্রকৃতিবর্গ নিরুপদ্রব ও নিষ্কণ্টক হইয়াছিল, অধিক কি, রাজাধিরাজ দশরথ সৌরাজ্য-সম্ভূত নিয়মসমূহ যথারীতি প্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্র-রাজধানীকেও অধঃকৃত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদন-হেতু চন্দ্র ও প্রতাপ-হেতু তপনের ন্যায় মহারাজ প্রকৃতি-রঞ্জন-হেতু রাজ-শব্দ অন্বর্থ করিয়াছিলেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তাহার তিন ধর্ম্মপত্নী ছিল। মহারাজ, ত্রিবিধ মন্ত্র-শক্তির ন্যায়, পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা উক্ত তিন মহিষীতে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। দশরথ রাজ্য শাসন প্রসঙ্গে প্রায় অযুত

বৎসর অতিবাহন করিলেন, কিন্তু সংসারাশ্রম-সুখের নিদানভূত পুন্নাম-নরক-পরিত্রাতা পুত্রের অভাবে তাঁহার মন দিন দিন অপ্রসন্ন ও গ্লানির আস্পদ হইয়া উঠিল, রাজ্য শাসন বিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদা বিরলে বসিয়া বিষয়-বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অমাত্যবর্গ রাজার এইরূপ মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিতান্ত পরিতপ্ত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে দেবগণ, কমলযোনি-বর দৃপ্ত লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্ত্তৃক নিতান্ত উপদ্রুত হইয়া, ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ সমীপে আগমন করতঃ বিনয়-নম্র বচনে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! দুরাত্মা রাবণ প্রজাপতির বরে গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তাহার দৌরাত্ম্যে আমরা নিপীড়িত হইয়া ভবৎ সমীপে আগমন করিয়াছি। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্। * * * * * * * *

* হে বিশ্বভাবন! আমরা কাতর হইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যেমন লোকস্থিতিরক্ষার্থ বরাহ আকার স্বীকার করিয়া প্রলয়-জলধি-মগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে, সেইরূপ দশরথ-গৃহে মানব-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দুরাত্মা দশাননকে সবংশে নিহত করতঃ আমাদিগকে নিরুপদ্রব কর। ভগবান্ নারায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহুত হইয়া, সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ নাকেসদ্গণও বিষ্ণুর সহায়তা সম্পাদনার্থ স্ব স্ব আংশিক মাত্রা দ্বারা বানর রূপে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে মহারাজ দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের আদেশ ক্রমে বারাঙ্গনা দ্বারা মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়া পুত্রেষ্টী সত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। মহদাড়ম্বরসহকারে যজ্ঞ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইল। দশরথ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে যজ্ঞীয় চরু প্রদান করিলেন। সুমিত্রা উক্ত দুই মহিষীর নিতান্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব অংশ প্রদান দ্বারা তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। এই রূপে মহিষীত্রয় পুত্রোৎপাদক চরু ভক্তিসহকারে ভক্ষণ করিয়া শুভলক্ষণযুক্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। ক্রমে গর্ভগৌরব প্রযুক্ত তাঁহাদের শরীর অবসন্ন ও আভরণনিচয় দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল। প্রভাত সময়ে বিরলতারকাস্তবকময়ী বিপাণ্ডুরা রজনী যাদৃশ শোভমানা হয়, স্বর্ণালঙ্কারপরিধানা, ক্ষীণকান্তি মহিষীত্রয়ও তাদৃশী শ্রীসম্পান্না হইলেন।

উপযুক্ত সময়ে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী যথাক্রমে কুমারদ্বয় এবং সুমিত্রা যুগল কুমার প্রসব করিলেন। মহারাজ দশরথ আত্মানুরূপ পুত্রলাভে সন্তুষ্টহৃদয় হইয়া, বিভবানুরূপ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত নগরী আহ্লাদময়—উৎসবময় হইয়া নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। মহারাজ কৌশল্যা-গর্ভ-সম্ভূত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম রাম, কৈকেয়ী-সম্ভূত তনয়ের নাম ভরত ও। সুমিত্রার যুগল কুমারের নাম যথাক্রমে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাখিলেন। সৌর-কিরণের অনুপ্রবেশ হেতু চান্দ্রমসী শশিকলা যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হয়, রামপ্রমুখ কুমার চতুষ্টয় সেইরূপ পরিবর্দ্ধমান হইয়া জনগণের অপরিসীম আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ পুত্রগণের অলৌকিক রূপ-লাবণ্য ও বিনয়-নম্রতা প্রভৃতি সদগুণ দর্শনে

আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিয়া হর্ষ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কুমারগণের রূপ-লাবণ্যের সঙ্গে স.ঙ্গ পরস্পরের সৌভ্রাত্রবন্ধনও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। সকলেই একত্র আহার বিহারাদি কার্য্যকলাপে জনগণের নয়ন-নন্দন হইয়া উঠিলেন। যদিচ তাঁহারা সকলেই একহৃদয় ছিলেন, তথাপি অনির্ব্বচনীয় কারণ-প্রভাবে লক্ষ্মণ রামের ও শত্রুঘ্ন ভরতের একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, মহারাজ দশরথের যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য, কুমার চতুষ্টয়ের গর্ভৈকাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে উপনয়ন কার্য্যও তদনুরূপ সমারোহ সহকারে নির্ব্বাহ করিয়া, অধ্যয়নার্থ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কুমারেরা অসাধারণ মেধাবলে অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহারাজ স্বয়ংই অসি চর্ম্ম শরাসন প্রভৃতি ধারণ করিয়া পুত্রদিগকে সমন্ত্রক ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দশরথ সসাগরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন এরূপ নহে, অদ্বিতীয় অস্ত্র-বেদজ্ঞ বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন; রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতৃ-সমীপে অস্ত্রশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অসাধারণ যোদ্ধা বলিয়া প্রথিত হইলেন।

এইরূপে এই প্রস্তাব-রচয়িতা রামের বিবাহ,—রামের যৌবরাজ্যাভিষেক ও বনবাস,—রাবণের সীতা হরণ,—রাবণ বধ,—সীতার পরীক্ষা,—রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও রাজ্য-গ্রহণ,-সীতাবিসর্জ্জন,—কুশ ও লবের জন্ম,—অশ্বমেধ,—কুশ ও লবের রামায়ণগান ও তাহাদের পরিচয়,—সীতার পুনঃপরীক্ষা প্রার্থনা ও তাঁহার প্রাণত্যাগ—প্রভৃতি রামায়ণের সমুদায় মর্ম্ম বাল্মীকির ভাবমত সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। বিস্তৃতি নিবন্ধন এখানে তৎসমুদায় উদ্ধার করা হইল না। রামায়ণান্তর্গত নীতি-

বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

এই সপ্তকাণ্ডরূপ কল্পপাদপে নানা নীতিবিষয়িণী কথা বর্ণিত আছে। লঙ্কাদ্বীপে রাবণ অতিশয় দুরাচার ছিল। সে বল পূর্ব্বক পরদার হরণ করিয়া আনিত। পরিশেষে সীতা হরণ করাতে তাহাকে যে প্রকার দুরবস্থান্বিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। সুতরাং তৎপাঠে রাবণের ন্যায় ব্যবহারের প্রতি সকলেরই ঘৃণা জন্মে। পক্ষান্তরে রাম অতি সদাশয় ছিলেন, পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহাতে বোধহয়, ধৈর্য্য, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। রামচন্দ্র অনেক বার নানা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। তাঁহার বদনমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত। সত্যসন্ধ রামচন্দ্র পিতৃপরায়ণ ছিলেন, তিনি একমাত্র পিতৃসত্য-রক্ষার্থে অনায়াসে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। দুরাত্মা রাবণ সীতারে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, রামচন্দ্র বানর-বল সহকারে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি সত্য-লঙ্ঘন ও রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা ভয়ে অযোধ্যায় গমন করিয়া অনুজ ভরতের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। রাম প্রিয়তমার উদ্ধার সাধন করিয়া নিয়মিত চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক রাজ্য-ভার গ্রহণ করত বিলক্ষণ সুনিয়ম সহকারে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। বনগমন সময়ে জটাচীর ধারণ করিতে রামের যে প্রকার বিনয়-চিহ্ন সুশোভিত মুখকান্তি দৃষ্ট

হইয়াছিল, রাজাসন গ্রহণ সময়ে মহার্হ রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিতে তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক সময়ে দুর্বিসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি, রাজ্য ভার গ্রহণ পূর্বক, তদ্দুঃখের নিদানভূতা জননী কৈকেয়ীর প্রতি কিছু মাত্র অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই, প্রত্যুত অনুক্ষণ দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পরিশেষে রামচন্দ্র একমাত্র প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত স্বীয় স্নেহময়ী প্রতিমা প্রিয়তমাকে নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামায়ণ পাঠে পাতিব্রত্য বিষয়িণী নীতিও লাভ করিতে পারাযায়। জনকনন্দিনী সীতা অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন; বোধ হয়, জগদীশ্বর জগল্লোককে পতিভক্তি বিষয়ক উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সীতা, সাক্ষাৎ প্রজাপতি সদৃশ জনক এবং সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পাদের অধিপতি পতি লাভ করিয়া, এরূপ চিরদুঃখিনী ছিলেন যে, ভূমণ্ডলে অন্য কোন রমণী, তাদৃশ সুভগকুলের বধূ হইয়া, সীতার ন্যায় দুরবস্থান্বিতা হন নাই। সুকুমারাঙ্গী জানকী প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া, ভর্ত্তার অনুগমন করত একমাত্র তাহার মুখ দেখিয়াই সুকঠোর বনবাসদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর দুর্ম্মতি রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইয়া লঙ্কায় অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু তথাপি অমূল্য সতীত্ব-রত্ন বিনষ্ট করেন নাই। পরিশেষে রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া, অগ্নিপরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করত অযোধ্যায় আগমন করেন। এমন সময়েও নিদয় দৈব প্রতিকূল হইয়া চিরদুঃখিনী সীতার সুখরত্ন অপহরণ করেন। রামচন্দ্র দুর্নিবার লোকগঞ্জনা সহ্য

করিতে না পারিয়া, তাদৃশ পতিপরায়ণা কামিনীকে, অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিলে সীতা, ভ্রম ক্রমেও ভর্ত্তা কিম্বা দেবর গণের নিন্দাবাদ করেন নাই, প্রত্যুত আপনাকেই চিরদুঃখিনী ও হত-ভাগিনী বলিয়া বারম্বার ধিক্‌কার প্রদান করিয়া ছিলেন। সীতা একান্ত পতিপ্রাণা ও সরল-হৃদয়া ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শুদ্ধাচারিণী কামিনী ভূমণ্ডলে দৃষ্টগোচর হয় না। নির্ম্মল পবিত্রভাব ও অলৌকিক মহত্ত্বচ্ছটা তাঁহার বদন মণ্ডলে নিরন্তর বিরাজমান্ থাকিত। সীতা, তাদৃশ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী পতি লাভ করিয়াও চিরজীবনের মত বননিবাসিনী হইয়া, যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল দ্বারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া ছিলেন। তিনি রাজ্য-সুখভোগ প্রার্থনা করেন নাই, কেবল পতিসুখেই সুখী ও পতি-দুঃখেই দুখী ছিলেন। সীতা, শ্বশ্রূ-গণের প্রতি কখনও অভক্তি প্রকাশ করেন নাই, প্রত্যুত তাহাদি-গের নিরন্তর শুশ্রূষা করিয়া আশীর্ব্বাদ পাত্রী হইতেন। জানকী নিরন্তর দুঃখাতিবেগ সহ্য করিয়াই জীবনাতিবাহন করেন, তাঁহার ভাগ্যে এক দিনের তরেও সুখভোগ ঘটিয়া উঠেনাই। সুতরাং এরূপ ললনার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কাহার হৃদয় বিগলিত না হয়? এবং কোন্ সামাজিকের মনেই বা অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ-মিশ্র শোক ভাবের উদয় না হইয়া থাকে? সীতার ন্যায় সেই পবিত্র ভাব—সেই পতি পরায়ণতা—সেই মহত্ত্বগরীমা বিষয়িণী নীতি লাভ করিতে চেষ্টা করা অস্মৎ কামিনীকুলের একান্ত বিধেয়, এবং তজ্জন্য রামায়ণান্তর্গত সীতাচরিত অধ্য-য়ন করা তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

রামায়ণে, অসাধারণ ভ্রাতৃপ্রেম, অসাধারণ সুহৃৎ প্রণয় ও অসাধারণ প্রভু-ভক্তির বিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে। সুশীল

ভরত পিতৃ-দত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও কেবল প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-প্রেম নিবন্ধন তাহা গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যুত অগ্রজের পাদুকাকেই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছিলেন। ভরত অগ্রজ রাম-চন্দ্রকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, প্রাণান্তেও অগ্রজের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করেন নাই। তিনি মাতুলালয় হইতে আগমন করিয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যহারে অরণ্যে প্রস্থান করত অগ্রজকে পুন-রানয়ন করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইরূপ লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি অগ্রজের প্রতি অনুরাগ বশতঃ স্বল্পবয়সে অনায়াসে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তদীয় প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। দুর্ব্বিষহ শক্তিশেল-বেদনা সহ্য করিয়া ও বিপুল পরাক্রম সহ-কারে যুদ্ধকরত ভ্রাতৃজায়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা কখনও অমান্য করেন নাই। তিনি ভ্রাতৃ আজ্ঞা বশতঃ, নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায়, গর্ভবতী ভ্রাতৃ-বধূকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন।

সুগ্রীব ও বিভীষণ অসাধারণ সুহৃৎ-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিপদকালে বন্ধুকে পরিত্যাগ না করিয়া কিরূপে তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, উক্ত মহাত্মদ্বয়ই তাহার এক শেষ করিয়াছেন। সুগ্রীব প্রিয়তম মিত্রের সহায়তা সম্পাদনের নিমিত্ত, সসৈন্যে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে বিপুল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। বিভীষণও প্রিয় মিত্রের নিমিত্ত স্বীয় আত্মীয়বর্গের—প্রাণাধিক-প্রিয়তম পুত্রের বিনাশ সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ পবনতনয় হনুমানও অসামান্য প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। শত যোজন বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া জনকতনয়ার অন্বেষণ,

সেতুবন্ধে কষ্ট স্বীকার, গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী আনয়ন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের জীবনপ্রদান প্রভৃতি প্রত্যেককার্য্যে তাহার অসাধারণ প্রভুভক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিপদ সময়ে প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কিম্বা তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া কিরূপে তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, হনুমানই তদ্বিষয়ের আদর্শ-ভূমি। প্রভুপরায়ণ হনুমান্ প্রণান্তেও স্বামী রামচন্দ্রের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নাই। প্রত্যুত নিরন্তর দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেন। রামায়ণে এতাদৃশ মহাত্মগণের বৃত্তান্ত পাঠকরিলে তদনুরূপ আচরণ করিতে বলবতী প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষরূপ যুক্তিসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিভীষণের সমুদায় কার্য্য সন্নীতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। যাহাহউক, রামায়ণে উল্লিখিত মহাত্মগণের চরিত্র পাঠ করিলে যে বহুতর নীতি লাভ করিতে পারাযায়, তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের বিনয়, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যাপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিলে বহুল পরিমাণে নীতিবিষয়ক উপদেশ লাভ করিতে পারাযায়। বাহুল্য-ভয়ে তদ্বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিতে না পারিয়া, এই স্থানেই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।
সংস্কৃত কালেজ।

মহাভারতের মর্ম্ম ও তদন্তর্গত নীতি।

একদা নৈমিষারণ্যে শনকাদি ঋষিগণ তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বেদব্যাসের শিষ্য সৌতি তথায় উপস্থিত হওয়াতে পরমশ্রদ্ধাস্পদ ঋষিগণ তাঁহাকে ভৃগুবংশের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। সৌতি তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে বিস্তারিত রূপে ভৃগুবংশ কীর্ত্তন করণানন্তর রাজা জনমেজয়ের উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

কোন সময়ে রাজা জনমেজয়ের পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়া নিরপরাধে একজন তপস্বীকে অপমান করেন। তাহাতে উক্ত তপস্বীর পুত্রের অভিসম্পাতে তক্ষক দংশনে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। পিতার তক্ষক-দংশনে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া রাজা জনমেজয় পৃথিবীস্থ সমুদায় সর্পের বিনাশার্থ সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ-কার্য্য সমাধা হইলে পর তিনি সর্প-বিনাশ-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদনার্থে ছেদিত অশ্বের মস্তকে প্রবেশ করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে একটি ব্রাহ্মণকুমার বিকট হাস্য করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা জনমেজয় তাঁহাকে সেই স্থলে বিনাশ করেন। কথিত আছে সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে তিনি মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলে, ব্যাসদেব তাঁহাকে মহাপাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রিয় শিষ্য বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার আদেশে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশে শান্তনু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত প্রজারঞ্জন রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা ভার্য্যা গঙ্গার গর্ভে অষ্টবসু পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, সর্ব্বকনিষ্ঠ ভীষ্ম ব্যতীত সকলেই গঙ্গাদেবী কর্ত্তৃক ভাগীরথী প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হন। ঐ কনিষ্ঠ পুত্রের নিক্ষেপকালে রাজা তাঁহাকে নিবারণ করাতে গঙ্গাদেবী পুত্র রাখিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান। রাজা পুনর্ব্বার সত্যবতী নাম্নী পরম রূপবতী মৎস্যজীবীর কন্যার পাণিগ্রহন করেন। তাঁহার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে রাজার দুই কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত কুমারদ্বয়ের শৈশবাবস্থাতেই মহারাজ শান্তনু তনুত্যাগ করেন। মহানুভব ভীষ্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া চিত্রাঙ্গদের মস্তকে রাজছত্র প্রদান করেন, যেহেতুক তিনি নিজে পিতার সত্যবতী সহ বিবাহ কালে, রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের সহিত সমরে হত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যই তৎসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার যক্ষ্মারোগ জন্মিল, সুতরাং তাঁহার মাতার আদেশে ব্যাস দেব তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং তাঁহার দাসীর গর্ভে বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, সুতরাং তাহার অনুজ পাণ্ডু পিতার পরলোকান্তে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী ছিলেন। পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী নামে কন্যাদ্বয়ের পানি গ্রহণ করেন। পাণ্ডুরাজ দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী কুন্তী বাল্যকালে দুর্ব্বাসা ঋষিকে

সন্তুষ্ট করিয়া এক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্র প্রভাবে তিনি যে দেবতাকে স্মরণ করিতেন সেই দেবতাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। বালসুলভ চপলতা প্রযুক্ত তিনি সূর্য্য দেবকে ঐ মন্ত্র দ্বারা স্মরণ করেন, তদনুসারে তাঁহার ঔরষে কুন্তীর এক পুত্র হয়। ঐ পুত্র মাতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে রাধা নাম্নী এক সূতভার্য্যার দ্বারা প্রতিপালিত হয়; এবং কাল প্রাপ্তে জামদগ্ন্য পরশুরামের নিকট সমুদায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহাবীর কর্ণ নামে বিখ্যাত হন। পাণ্ডুপত্নী কুন্তী স্বীয় পতির আজ্ঞায়, যম, পবন ও ইন্দ্রদেবের ঔরষে ক্রমান্বয়ে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদিত করেন। মাদ্রীরও ঐ মন্ত্র দ্বারা অশ্বিনীকুমারের ঔরষে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্র হয়। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত পুত্র হইল। মহারাজা পাণ্ডু শাপ জন্য শীঘ্রই কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, মাদ্রী তাঁহার অনুমরণ করিলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রতি ক্রূর-স্বভাব দুর্য্যোধনের হিংসা-বৃত্তি ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এক দিবস বাল্য-ক্রীড়া করিতে করিতে মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে বিষাক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বন্ধন করত পাতালে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ভাগ্য বশে অনন্তের অনুগ্রহে তিনি সে যাত্রা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাতাল হইতে সুধাপান দ্বারা সমধিক বলবান হইয়া হস্তিনার প্রত্যাগমন করিলেন। ভরদ্বাজ মুনীর পুত্র দ্রোণ দ্রুপদ নামক পাঞ্চাল রাজার রাজ্যে বাস করিতেন। কোন সময়ে তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া পাঞ্চাল রাজ্য ত্যাগকরত পরশুরামের নিকট সমুদয় অস্ত্র-শিক্ষা করেন। তাঁহার ন্যায় রথী ভীষ্ম ব্যতীত আর

কেহই ছিলনা। তিনি এক্ষণে অশ্বত্থামা নামা পুত্রের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতির শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। রাজপুত্রগণ তাঁহার নিকট সমুদয় অস্ত্র বিদ্যায় সুসম্পন্ন হইলেন. কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী হইতে কেহই পারিলেন না। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে সুনিপুণ হইলেন। অশ্বত্থামাও স্বীয় পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এক জন অসামান্য ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবেরা অচিরকাল মধ্যেই বেদবিদ্যায় ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অত্যন্ত বিচক্ষণ হইয়াছে দেখিয়া অসূয়াপরতন্ত্র দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি ক্ষিন্ন হইলেন এবং কি উপায়ে তাহাদগের বিনাশ সাধন করিবেন এই চিন্তাই তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে জাগরূক রহিল। তিনি কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর দেখিয়া তাঁহার দ্বারাই সিদ্ধ-মনস্কাম হইবেন মনে করিয়া, তাঁহাকে অঙ্গ দেশের আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন।

এইরূপে এই প্রস্তাব রচয়িতা যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেক ও জতুগৃহদাহ-দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর. অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীর বিবাহ—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতু অর্জ্জুনের তীর্থ যাত্রা--খাণ্ডবদাহন—রাজসূয় যজ্ঞ --দ্যূতক্রীড়া —পাণ্ডবদিগের বনগমন - বিরাটের গৃহে অজ্ঞাতবাস—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—অশ্বমেধ যজ্ঞ—পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহন প্রভৃতি মহাভারতোল্লিখিত বৃত্তান্ত সকল সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। বিস্তৃতি নিবন্ধন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে না। মহাভারতের অন্তর্গত নীতি বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দুর্য্যোধন স্বীয় অভিমান ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি চিরবিদ্বেষ বশতঃ দুষ্ট মন্ত্রী শকুনীর পরামর্শে যুধিষ্ঠিরাদিকে যৎসামান্য বিষয় প্রদানেও অস্বীকৃত হইয়া কেবল আপনিই যে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, ভূরি ভূরি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব নৃপতিবর্গের বিনাশ সাধনেরও হেতু হইয়াছিলেন। অভিমান ও ক্লেশ সত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতৃ স্নেহ ও মহত্ত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির সত্যব্রততা, দয়ালুতা, ধর্ম্মানুরাগিতা প্রভৃতি সদ্গুণের আদর্শ-স্বরূপ। ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবের সদৃশ গুরু-ভক্তি দেখাইতে দ্বাপর যুগে আর কেহই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্রৌপদীর পতিগণের প্রতি অসামান্য ভক্তি ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের স্বীয় পুত্রের প্রতি অন্যায় স্নেহ, ভীষ্ম দেবের মহানুভবতা, কর্ণের দাতৃত্ব ও অহঙ্কার, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র-বৎসলতা ও শিষ্য-স্নেহ এবং কৃষ্ণের অপ্রতিহত বুদ্ধি কৌশল অনৈসর্গিক বোধ হয়। মহাভারতের অধিকাংশ বর্ণনাই বীর-রসে পরিপূর্ণ। স্থল-বিশেষে অন্য অন্য রসও দৃষ্ট হয়। ইহার স্থলবিশেষ পাঠ করিলে হীনবল ব্যক্তি দিগেরও অন্তঃকরণ বীররসে আস্ফালিত হইতে থাকে। স্থলবিশেষ শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েরও অন্তঃকরণ দয়ায় দ্রবীভূত হইতে থাকে। যখন, পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইলে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রাজ-সভায় আনয়ন করত তাঁহার প্রতি বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইতেছে, আর মহাবাহু ভীম সেই সমুদয় অবমাননা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করত এক২ বার যুধিষ্ঠিরের প্রতি তৎপ্রতিহিংসার প্রার্থনায় দৃষ্টিপাত করিতেছে, কিন্তু যুধিষ্ঠির আজ্ঞা প্রদান করিলেন না বলিয়া আবার মস্তক অবনত করিয়া রহিতেছে,—সেই স্থলটী পাঠ করা যায়, তখন কাহার অন্তঃ-

করণে ক্রোধের সঞ্চার না হয়? কাহার মনেই বা যুধিষ্ঠিরের সত্য-বাদিত্বের উপর দৃঢ় প্রত্যয় না হয়? এবং কাহার মনেই বা ভীমের যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি প্রত্যক্ষীভূত না হয়? যখন দুর্য্যোধন অসঙ্কুচিত চিত্তে সাত জন রথীকে একা শিশু অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দিলেন, আহা! সেই স্থলটী পাঠ করিলে কাহার মনে না তাহার প্রতি ঘৃণা জম্মে? যখন মহানুভব ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে আপন বধের উপায় বলিয়া দিলেন, পাঠকরা যায়, তখন কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ তাঁহার সদাশয়ত্ব দর্শনে অক্ষম হয়? মহাভারত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, মহানুভবতা প্রভৃতি বহুবিধ সুনীতি প্রাপ্তে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া উঠে। জ্ঞাতিবিরোধ যে কি প্রকার অনিষ্টকর এবং তাহা হইতে পৃথিবীর যে কত প্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া উঠে, এবং যতই কেন ক্লেশ সহ্য করিতে হউক না, সর্ব্বশেষে যে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হয়, মহাভারত পাঠে তদ্বিষয়ক বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীজানকী নাথ দত্ত।

ক্ষত্রিয়জাতির দেশপ্রিয়তা
ও
সাহসিকতা।

"—রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শতধিক্ তারে!"

মেঘনাদ বধ কাব্য।

বিখ্যাত ভারত ভুমি অতি পুরাতন,
মনোরমস্থান নাই ইহার মতন।
ইথে জন্মিয়াছে কত শত মহাজন,
ঘটেছে এখানে কত অদ্ভুত ঘটন!
সুন্দর ভারত ভুমি ফল ফুলে নত,
আকাশ ভুমির শোভা কোথা আছে এত?
নদ নদী বন গ্রাম ভূধর নগর,
শস্য পূর্ণ শস্যক্ষেত্র, উদ্যান সুন্দর,
এদেশের সম হেন কোথায় বা আছে?
সার্থক এখানে যেই জন্ম লভিয়াছে।
কত শত মহাজ্ঞানী—কত কবিগণ—
শত শত মহীপাল—মহাশূর জন—
ইহাতে জন্মিয়াছিল, কিন্তু এবে গত,
সেই সঙ্গে ভারতের পরাক্রম হত।
পূর্ব্বে যবে ভারতের ছিল এক দিন,
যখন ভারতভুমি ছিলেন স্বাধীন,

আছিল তখন ইথে মহিপালগণ,
ভারত-গরিমা, সূর্য্য বংশের ভূষণ,
যখন ক্ষত্রিয় বীর বীররসে ভাসি,
সেবিতেন স্বীয় দেশ দেশ-শত্রু নাশি।
সময়ের দ্রুত গতি, কিন্তু সম নয়,
ভাগ্যলক্ষ্মী স্থিরভাবে বল কোথা রয়?
ভারতের সুখ সূর্য্য যবে অস্ত গেল,
ভাগ্যবান্ বলবান্ যবন আইল।

এহেন সময় যত হিন্দু রাজগণ,
পরস্পর গৃহরণে মত্ত সর্ব্বজন।
দারুণ হিন্দুর অরি, যবে বীরদর্প করি,
আইল ভারতরত্ন করিতে গ্রহণ,
পরস্পর নাশে ব্যস্ত ক্ষত্রিয় তখন।

তথাপি ক্ষত্রিয় নহে হীনপরাক্রম,
স্বদেশ রক্ষার্থ ধরি সিংহের বিক্রম,
বধিল যে কত অরি, যথা নলবনে করী,
অথবা মৃগের যুথে মৃগরাজ সম,
কোথায় বীরতা হেন চিরনিরুপম।

নির্ভয়ে সমর ক্ষেত্রে করিয়া গমন,
সাহসে যুঝিয়া রণে করি প্রাণপণ,
মরিয়াছে শত ২, ব্যথিত সিংহের মত,
যখন শীকারিদলে করিয়া বেষ্ঠন,
বহু অস্ত্রাঘাতে করে তাহার নিধন।

ভারতের রত্ন দেখি লুব্ধ রাজগণ,
লভিতে করিত চেষ্টা করি আক্রমণ,
তাদের করিয়া নাশ, পুরাইয়া মন আশ
পরাক্রমে জন্মভূমি করিত রক্ষণ।
হায় কিন্তু সেই দিন নাহিক এখন!

পূর্ব্বে বহু কাল গত যবে ক্ষত্রগণ,
বদ্ধপরিকর সবে করিত ভ্রমণ,
উপেক্ষিয়া আর কাজ, পরিয়া সমর সাজ,
এক কাজে একমনে করিত যতন,
সাধ্য কি ভারতে শত্রু আসিতে তখন?

ছিল যবে বাপ্পা রাও মিবার ঈশ্বর,
ভুবন বিখ্যাত যথা চিতোর নগর,
যবনেরে পরাজিয়া, রজপুত সৈন্য নিয়া,
সিন্ধুপারে নিজ রাজ্য করিলা বিস্তার,
কর দিয়া বহু দেশ পাইল নিস্তার।

পারসিক আরবিক বহু রাজচয়,
আক্রমি ভারত মানিয়াছে পরাজয়।
মহাশূর সেকন্দর, এসিয়ার রাজেশ্বর,
ইরাযান্ আদি সব করিয়া বিজয়,
ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে শেষে বীরগর্ব্ব ক্ষয়।

পরহিত দেশহিত করিতে সাধন,
করেছে ক্ষত্রিয় নিজ জীবন অর্পণ।
সাহসে নির্ভর করি, জীবন আশা পরিহরি,

স্নেহময় স্বদেশের করিতে রক্ষণ,
ত্যজি সুখ আশ, ত্যজি গৃহ পরিজন।

অনুপম রূপে গুণে ক্ষত্রিয়ললনা,
যা দেখি রমণী দিতে তাদের তুলনা;
খুলি স্বর্ণ অলঙ্কার, খুলি চারু রত্ন হার,
সমরের ব্যয় তরে দিয়াছে অঙ্গনা,
রণে পাঠায়েছে সুতে করি উত্তেজনা।

সার্থক ক্ষত্রিয় শূর! হতভাগ্য জন
ভারতে জন্মেছি কেন আমরা এখন?
নাহি পরাক্রমলেশ, ক্ষীণ মান পূর্ণদেশ,
তাই অধীনতা পাশে বন্দীর মতন,
তাহে অপমান নাই—হেন নীচমন।

কোথা ক্ষত্রবীর সব—ক্ষত্র রাজগণ!
কোথা ভীষ্ম কার্ত্তবীর্য্য পাণ্ডুর নন্দন!
কোথায় হামির রায়,——কোথা ভীমসিংহ হায়,
কোথায় প্রতাপ আদি বীরবর গণ!
দেখুক ভারতে তারা কি দশা এখন!

---

(৬)

যন্ত্র-বিজ্ঞান

আত্মা ব্যতীত সকল বস্তুই মৌর্ত্তিক। মৌর্ত্তিক বলিতে যাহাতে মূর্ত্ত আছে তাহাই বুঝায়। মূর্ত্তের কোন লক্ষণ সুস্পষ্ট রূপে দেওয়া বড় সুকঠিন। যত প্রাকৃত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই মূর্ত্তের নূতন ২ গুণ প্রকাশ পাইতেছে। মূর্ত্তের গুণ ব্যতিরেকে মূর্ত্তের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারিনা। অতএব মূর্ত্তের লক্ষণ করিতে গেলে কেবল মূর্ত্তের কতক গুলি গুণের নামোল্লেখের অধিক কিছুই হইবে না। যন্ত্র বিজ্ঞান, দৃষ্টি বিজ্ঞান, দ্রব বিজ্ঞান, তড়িৎ বিজ্ঞান, এ সকল গুলিই প্রাকৃত বিজ্ঞানের এক ২ প্রধান প্রধান অংশ। যে বিদ্যাদ্বারা, বস্তু কি নিয়মানুযায়ী হইয়া এক স্থানে থাকে বা স্থান পরিবর্ত্তন করে, ইহা জ্ঞাত হই, তাহাকে আমরা যন্ত্র বিজ্ঞান কহিয়া থাকি। যন্ত্র বিজ্ঞান দুই অংশে বিভক্ত। (১) স্থিতি বিজ্ঞান, (২) গতি বিজ্ঞান।

(১) বলের কার্য্য হইলে পরও যদি কোন দ্রব্য সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে যে বিদ্যা দ্বারা সেই সমস্ত বলের সম্বন্ধ বিষয় জানিতে পারি তাহাকে স্থিতি-বিজ্ঞান কহিয়া থাকি।

(২) যে বিষয়ে বল দ্বারা সঞ্চালিত বস্তুর বিষয় বিবেচনা করি তাহাকে আমরা গতি-বিজ্ঞান কহিয়া থাকি।

উপরুক্ত লক্ষণ মধ্যে বল কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে। বলের লক্ষণ নিম্ন লিখিত রূপে করা হইতে পারে। গতি বা স্থিরতা বিশিষ্ট অবস্থার পরিবর্ত্তনকারী যে কারণ, তাহাকে আমরা বল কহিতে পারি। যন্ত্র বিজ্ঞানের লক্ষণ গতির ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিলেও

বলা যায়। যন্ত্র বিজ্ঞানের বিষয় জানিবার পুর্ব্বে মূর্ত্তের নিম্ন লিখিত মৌলিক ধর্ম্ম কয়েকটী জানা কর্ত্তব্য। সকল মূর্ত্তিক পদার্থ ঘনত্ব, আয়তন, বিভাজ্যতা, তরলতা, স্থিতিশীলতা, আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষন বা নিরাকরণ বিশিষ্ট।

ঘনত্ব বা অবকাশব্যাপীত্ব,—দুইটী মূর্ত্তিক পদার্থ এক সময়ে এক স্থানে থাকিতে না পারা যে মূর্ত্তের গুণ তাহাকেই বলে। যথা, একটী পয়সা যে স্থানে রহিয়াছে তথায় আর একটী পয়সা বা অন্য একটী পদার্থ রাখিতে হইলে সেই প্রথম পয়সাটীকে অগ্রে স্থানান্তরিত করিতে হয়। অথবা জলে কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে সেই স্থানের জল চারি পার্শ্বে সরিয়া যায়।

আয়তন,—উপরুক্ত পরীক্ষা দ্বারা এই গুণ প্রকাশ পায়, বস্তুবিশেষে বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

বিভাজ্যতা,—সকল মূর্ত্তিক পদার্থ যত ক্ষুদ্র হউকনা কেন, তাহাকে আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—অতি ক্ষুদ্র রেণুকেও আরও ছোট ২ ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা যায়। কোন বস্তুর গন্ধ, ঘ্রাণ-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হইবারকালীন সেই বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সংসর্গ দ্বারা গন্ধজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। মৃগনাভির গন্ধ একটা ঘরে ২০ বৎসর কালের অধিককাল থাকে অর্থাৎ ২০ বৎসরেও সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুক্ষয় হয় না।

বরফে অগ্নি প্রদান করিলে ২৪৪ পরিমাণে স্থূলতর হয়। জল তাতদ্বারা ধূমাকার প্রাপ্ত হইলে ১৮০০ পরিমাণে তরল অবস্থা অপেক্ষা স্থূলতর হয় ইত্যাদি। মর্ত্তের যে উপরুক্ত গুণ তাহাকে আমরা বিভাজ্যতা কহিয়া থাকি।

তরলতা,—সকল মূর্ত্তিক বস্তুকে এক স্থান হইতে যে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহাকেই তরলতা কহা যায়।

আকর্ষণ,—মূর্ত্তিক বস্তুদিগের একত্রে আনিবার আশয়কে আকর্ষণ কহে। আকর্ষণ ৫ প্রকার। তন্মধ্যে দুইটী আকর্ষণ আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য, সংসক্তি আকর্ষণ ও গরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণ। দুই খানি কাচ যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে সেই দুইটীকে ভিন্ন করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বল প্রদানের আবশ্যক করে। সেই কাচের একত্র থাকিবার আশয়কে সংসক্তি আকর্ষণ কহা যায়। গুরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণের সংসক্তি আকর্ষণ হইতে এই প্রভেদ যে গুরুত্ব আকর্ষণ, একটী বস্তু যত দূরে থাকুক না কেন, তদুপরি তাহার কার্য্য হইতে থাকে। গুরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য নিজ নিজ স্থানে রহিয়াছে। কোন একটী বস্তুকে ঊর্দ্ধ দিকে নিক্ষিপ্ত করিলে শীঘ্র নিম্নে পতন হয়, ইহা পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি বশতঃ।

যে পরিমাণে একটী বস্তুতে মূর্ত্ত আছে, সেই পরিমাণে তাহার গুরুত্ব স্বল্প বা অধিক হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ একটী পালক ও একটী টাকা একত্রে ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্রে ভূমে পতিত হয়। (Experiment to be seen within an Air Pump.) বায়ু শোষক যন্ত্রের ভিতরে পরীক্ষা করিতে হইবে, কারণ ঐ টাকাতে অধিক মূর্ত্ত আছে বলিয়া আকর্ষণ জন্য অধিক শক্তির আবশ্যক হয়, এই কারণ বশতঃ অধিক বেগে গতি হইতে পারে না। পৃথিবী হইতে সমান দূরে সকল স্থানে আকর্ষণ শক্তির সমান আধিক্য। এই বিষয়টী পরিদোলক পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। উত্তর মেরুতে সেকেণ্ড গণনা জন্য পরিদোলকের দীর্ঘতা যেরূপ, তদপেক্ষা নাড়ীমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী যে পরিমাণে

হইবে, সেই পরিমাণে পরিদোলকের দীর্ঘতা ছোট করা আবশ্যক। কারণ, পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়। আকর্ষণ পৃথিবীর উপরিস্থলে অন্যসকল স্থান অপেক্ষা অধিক, নিম্নে বা উর্দ্ধে আকর্ষণ শক্তি ক্রমশঃ অল্প হইয়া আইসে।

একটী বস্তু নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে পর আকর্ষণ বশতঃ প্রথম সেকেণ্ডে সামান্যত সংখ্যায় ১৬ ফুট ১০ হাত পতিত হয়। দুইটি বস্তু যদি পৃথিবীর আকর্ষণ ও অন্যান্য সকল প্রকার বাহ্য পদার্থের আকর্ষণ বিবর্জ্জিত হইয়া শূন্যে স্থিত হইত, তাহাহইলে নিজ নিজ আকর্ষণ ক্রমে কিঞ্চিৎ সময় মধ্যে দুইটী দুইটীর মধ্যাংশে আসিয়া একত্রিত হইত। একত্রিত হইবার স্থল যে পরিমাণে মূর্ত্ত আছে সেই পরিমাণে নির্ণীত হয়।

আকর্ষণ দ্বারা বস্তুর গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। কারণ, আকর্ষণের কার্য্য সকল সময়ে সকল অবস্থায় হইয়া থাকে। যথা, এক মিনিটে এক ক্রোশ গমনের শক্তি থাকিলে দ্বিতীয় মিনিটে দুই ক্রোশ গতির শক্তি হইবে।

সমান পরিমাণে বর্দ্ধিত গতিকে acceleration কহা যায়। যে কোন পদার্থ হউক না কেন, যদি তাহার গতি সমান রূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে বিযোড় সংখ্যা ১৩৫৭... এই পরিমাণে স্থল পরিভ্রমণ করিবে। যথা, প্রথম সেকেণ্ডে ১ ফুট বা ১ হাত বা ১ ক্রোশ গতি হইলে দুই সেকেণ্ডে তাহা ৩ ফুট বা ৩ হাত বা ৩ ক্রোশ গতি হইবে।

আকর্ষণ জন্য বস্তুদের গতি পতন কালে সমান রূপে বর্দ্ধিত হয়; উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিলে আকর্ষণ জন্য গতি সমান রূপে স্বল্প হইয়া আসে। একটী দ্রব্য উর্দ্ধদিগে নিক্ষেপ করিলে যে সময়ে তাহার গতি নষ্ট হয়, পতন অবস্থায় সেই গতি প্রাপ্ত হইবার জন্য

সেই সময় ও সমান দীর্ঘ স্থল পরিভ্রমণ করা আবশ্যক করে।

আকর্ষণ ও গুরুত্ব একই পদার্থ নহে। আকর্ষণ ও গুরুত্ব এই দুইটী মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব। গুরুত্ব আকর্ষণের কার্য্য। আকর্ষণ স্বল্প হইলে গুরুত্বও স্বল্প হইয়া আসে। ইহার দৃষ্টান্ত, বেলুনের উপরে কোন দ্রব্য ওজন করিলে পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা অনেক অল্প ভারি বোধ হয়।

প্রত্যাকর্ষণ,—আকর্ষণের বিপরীত গুণকে প্রত্যাকর্ষণ বা নিরাকরণ কহা যায়। আকর্ষণের কারণ প্রদর্শন করা যেমন অতি সুকঠিন, নিরাকরণের কারণ প্রদর্শনও সেইরূপ। বিলাতীয় একজন দর্শনকার Dr. Knight কহিয়াছেন যে, সকল বস্তুতে যে তাড়িৎ আছে, তাহাতেই নিরাকরণ বা প্রত্যাকর্ষণ জন্মিয়া থাকে। প্রত্যাকর্ষণ থাকাতে জল ও তেলেতে মিশ্রিত হইতে পারে না। ইত্যাদি

MOTION. গতি

গতির কোন লক্ষণ দেওয়া বড় সুকঠিন। গতিকে স্থান পরিবর্ত্তন বলিলে হয়, কিন্তু তাহা হইলে গতিকে গতি বলা অপেক্ষা কিছু অধিক বলা হইল না। গতি দ্বারা আমরা সকল বস্তুর স্থায়িত্ব বিষয়ে জ্ঞাত হই। কোন কার্য্য গতিব্যতিরেকে সাধন হয় না। গতি দুই প্রকার; নিরপেক্ষ গতি ও আপেক্ষিক গতি।

একটী বস্তু যে স্থানে স্থিত, যখন সেই স্থানটী, আরো একটি বস্তু যে স্থানে স্থিত, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখি এবং সেই বস্তু অন্য অন্য বস্তুর সম্বন্ধে কিরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহা বিবেচনা করি, তখন আমরা তাহার আপেক্ষিক গতির বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকি।

কিন্তু সকল প্রকার গতিই নিরপেক্ষ গতির মধ্যে ধর্ত্তব্য। কারণ,

গতি হইলেই স্থান পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু গতি বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান জন্মায় তাহা কেবল আপেক্ষিক গতি বিষয়ে।

যথা, দুইখানি জাহাজ সমান বেগে যদি ক্রমশঃ এক দিকে চলিতে থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাহাজের লোকেরা অন্য জাহাজ খানি গতিহীন বলিয়া বোধ করিবে। অথবা, পৃথিবীর গতি দ্বারা পৃথিবীর উপরিস্থ সকল প্রকার দ্রব্যের গতি হইতেছে, কিন্তু সে গতি বিষয়ে আমাদিগের কোন জ্ঞান জন্মায় না। অথবা, যদি দুই খানি জাহাজ দুই বিপরীত দিকে সমান বেগের সহিত যায়, তাহা হইলে এক খানি জাহাজ স্থিত ব্যক্তিরা অন্য জাহাজ খানির যথার্থ গতি অপেক্ষা দ্বিগুণ গতি-বেগ বিবেচনা করিবে। এই রূপ বোধ হইবার কারণ এই যে, যখন আমরা কোন দ্রব্যের গতি বিষয়ে বিবেচনা করি, তৎকালে আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি এই রূপ মনে করিয়া লই।

কোন দ্রব্যের নিক্ষেপ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে আমরা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত আছি।

উপরুক্ত দুই প্রকার গতি হইতে বিভিন্ন আর এক প্রকার গতি আছে, যদ্দ্বারা গাছ মনুষ্য ও অন্যান্য জীব সমুদায় প্রতি-দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সকল প্রকার গতির বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, সকল প্রকার পদার্থই-গতি বিশিষ্ট।

গতির বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় আমাদের জানা কর্ত্তব্য ;—

(১) যে কারণ দ্বারা গতি হইতেছে,

(২) গতির বেগ ও দিক্ নিরূপণ,

(৩) গতি-বিশিষ্ট দ্রব্যে কত মূর্ত্ত আছে,

(৪) কত দূর গতি হইতেছে,

(৫) সেই স্থল পরিভ্রমণে কত সময় আবশ্যক হইল,

(৬) কত বেগ সহিত সেই দ্রব্য অন্য কোন এক দ্রব্যেতে আঘাত করিতেছে।

দ্রব্য সমূহের উপলক্ষ্যে যে জড়তা শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্বারা সকল প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনে বাধা জন্মে। কোন বস্তু স্থির থাকিলে তাহা স্থিরই থাকে, যদি না অন্য কোন বাহ্য কারণ দ্বারা গতি প্রাপ্ত হয়। গতি প্রাপ্ত হইলে তাহার গতি রোধ জন্য বাহ্য বলের আবশ্যক করে। কোন বস্তুকে গতি প্রদান করিতে হইলে, বায়ু, জল আকর্ষণ ও দ্রব পদার্থের স্থিতি স্থাপকতা ও অন্যান্য জীব ও মনুষ্যের গতি হেতু শক্তির ব্যবহার করা হয়। কোন দ্রব্য কত দূর কত সময়ে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা বিবেচনা করিয়া, গতির কত বেগ তাহা আমরা জানিতে পারি। যত অল্প সময়ে যত অধিক দূর পরিভ্রমণ হয়, ততই গতির বেগ অধিক বলিয়া থাকি। গতির বেগ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা সময় দ্বারা পরিভ্রমিত স্থলকে ভাগ করিয়া থাকি। যথা, ১০০০ ক্রোশ ১০ মিনিটে পরিভ্রমণ করিলে ১ মিনিটে ১০০ ক্রোশ পরিভ্রমণ করে, অর্থাৎ ১০০ ক্রোশ সেই বস্তুর গতি-বেগ। যদি দুইটী বস্তুর গতি বেগ তুলনা করিতে হয়, যথা, একটী বস্তু ৬০ ক্রোশ ৬ মিনিটে পরিভ্রমণ করে, আর একটী বস্তু ৯০ ক্রোশ ১০ মিনিটে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে

প্রথম বস্তুর গতিবেগ : দ্বিতীয় বস্তুর গতি-বেগ :: ১০ : ৯

কোন দ্রব্য এক নিয়োজিত সময় মধ্যে কত পরিভ্রমণ করিতে পারে, ইহা জানিবার নিমিত্ত সময়কে গতি-বেগ দিয়া গুণ করিতে হয়, সেই গুণ ফল পরিভ্রমিত স্থলের সমান। কারণ, গতি বেগ

কিম্বা সময় বৃদ্ধি করিলে স্থূল পরিভ্রমণ সেই পরিমাণে অধিক হয়।

এই রূপে গতি বেগ দ্বিগুণ করিলে, নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে দ্বিগুণ স্থূল পরিভ্রমণ হইবে। অথবা যদি সময় দ্বিগুণ করা হয় কিন্তু গতি-বেগ অগ্রে যে রূপ ছিল সেই রূপই থাকে, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দ্বিগুণ স্থূল পরিভ্রমণ করিবে।

গতি বিশিষ্ট পদার্থ যখন কোন বিশেষ দিকে চালিত হয়, তখন তাহার গতিকে সরল গতি কহা যায়। কিন্তু যখন ক্রমশঃ দিক্ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, তৎকালে তাহার গতিকে বক্র গতি বলা যায়।

কোন এক বিশেষ দিকে গতি বিশিষ্ট পদার্থ সেই দিকে দুই তিনটী সঞ্চালন-সামর্থ্যসম্পন্ন বল দ্বারা সঞ্চালিত হইলে, তাহার গতি সেই দিকেই থাকে, কেবল বেগের স্বল্পতা বা আধিক্য হয়। কিন্তু যদি ভিন্ন ২ দিকে সঞ্চালন সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই কয়েক দিকের এক মধ্য দিকে সেই বস্তু সঞ্চালিত হয়, নিম্ন লিখিত নিয়ম দ্বারা তাহাদের বিশেষ২ গতি নির্ণয় করা যায়।

দুই বলের যোগে, সেই বল দ্বয় প্রতিরূপ যে দুই সরল রেখা, তদুপরি সমন্তরাল চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কর্ণরেখা ক্রমে গতি হইয়া থাকে।

দুই তিন বল দ্বারা সঞ্চালিত দ্রব্য আমরা সচরাচর অনেক দেখিতে পাই। এক খানি নৌকা বায়ু ভরে ও জলস্রোতে চলিতে থাকে। গাড়ি চলিতাবস্থায় যদি আমরা লম্ফন করি তাহাহইলে তাহা ও এই প্রকার গতির ভিতর বিবেচ্য।

যদি একটি বস্তুর গতি নির্দ্ধারিত সময়ে সময়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে, সেই গতির বেগ বৃদ্ধি হইতেছে, এই রূপ

কহিয়া থাকি। যদি তাহার ক্রমশঃ গতি ক্ষয় হইয়া আইসে, তাহা হইলে তাহার গতি (Retarded) অর্থাৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, কহিয়া থাকি। আকর্ষণ দ্বারা দ্রব্য নিম্নদিকে পতিত হইলে তাহার গতি-বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার গতি বেগের হ্রাস হয়। এই বিষয়টি অনেক কৌশল দ্বারা স্থির হইয়াছে। যদি একটি দ্রব্যকে সরল রেখা পরিভ্রমণ করিবে বলিয়া নিক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যটি সমান সরল রেখা পরিভ্রমণ না করিয়া, আকর্ষণ দ্বারা আকির্ষত হইয়া, ক্ষেপণী রেখাতে গতি হয়। ক্ষেপণী রেখাতে পরিভ্রমণ করা, ইহা গেলিলিও কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল। বায়ু দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া, ঠিক ক্ষেপণী রেখাতে পতন হয়না। গতি হইবার কালে যে বলের আবশ্যক করে, তাহা নির্ণয় জন্য আমরা গতির বেগ এবং দ্রব্যের গুরুত্বতে গুণ করিয়া থাকি। এবং যত পরিমাণে সেই গুণ ফল অধিক হয়, সেই পরিমাণে আমরা বলটীকে অধিক বলবতী বা স্বল্প বলবতী বলিয়া থাকি। ঐ গুণ ফলটিকে আমরা সেই বস্তুর (Momentum) ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। এই রূপে আমরা দেখি যে দুইটি বস্তুর সমান বেগ হইলে, তাহাদের ভার-শক্তি তাহাদের মূর্ত্তিক পরমাণু পরিমাণে হইয়া থাকে। কিন্তু গতি-বেগ বিভিন্ন হইলে সেই গতি-বেগ পরিমাণে তাহাদের ভার-শক্তি (Momemtum) হইয়া থাকে। উপরুক্ত নিয়মটী প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়ম সমূহের মধ্যে একটি প্রধান নিয়ম।

উপর উক্ত বর্ণনা মধ্যে এক প্রকার গতির নিয়ম সমুদায় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞান মধ্যে ঐ নিয়মগুলি সুচারু রূপে জানা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তজ্জন্য পরিষ্কার রূপে সেই গুলি নিম্নে লিখিত হইল।

গতির নিয়ম।

(১) সকল বস্তু জড়তা গুণ বিশিষ্ট; অর্থাৎ যখন স্থির অবস্থায় থাকে বা গতি বিশিষ্ট হয়, তখন সেই সেই বস্তু সেই সেই অবস্থায় থাকে, যদি না কোন বাহ্য কারণ দ্বারা তাহারা সেই সেই অবস্থা-বিবর্জ্জিত হয়। "জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট"।

(২) "জড়ের প্রতি যত বল কেন একবারে দেওয়া যাউক না, সকল বল গুলি স্ব স্ব অভিমুখে সরল রেখা ক্রমে উহার গতি উৎপাদন করে"।

(৩) কার্য্য কারণের সমান ভাব। যথা, দুইটী বস্তুর মধ্যে যদি একটী আর একটীকে আসিয়া আঘাত করে, তাহা হইলে দুইটীর আঘাত সমান ও বিপরীত দিকে কার্য্য করে।

গতির নিয়ম তিনটী অনেক * পরিশ্রমের ফল। এই নিয়ম তিনটীর যাথার্থ্য বিষয়ে অনেক প্রকার প্রমাণ দেওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রমাণটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই নিয়ম সমুদায় স্বীকার করিয়া যে সকল জ্যোতিষ ঘটনা গণনা করা যায়, তাহা একবারে সম্পূর্ণ রূপে আমাদের তদ্বিষয়ে দর্শন-শক্তি-জনিত জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অনেকানেক তুচ্ছ বিষয় হইতে আমরা এই সমুদায়ের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে পারি। যথা, এক খানি গতি-বিশিষ্ট জাহাজের মধ্যে একটী গোলা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে যে স্থান হইতে সেই গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানেই পতিত হয়, জাহাজের গতি হেতু সেই গোলা পশ্চাতে পতিত হয় না। এই বিষয়টী দ্বারা দ্বিতীয় নিয়মটীর যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

একজন অশ্বারোহী ব্যক্তি, অশ্ব দ্রুতগামী হইয়া দৌড়িতেছে, এমন সময়ে অশ্ব হইতে ঊর্দ্ধে লম্ফন করিয়া পুনরায় সেই অশ্বের উপর বসে। এই বিষয়টী অতি আশ্চর্য্য ও অনেক কৌশল ও ভরসার কার্য্য, কিন্তু ইহা ঐ দ্বিতীয় নিয়মটা অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ, সেই ব্যক্তি লম্ফন কালে তাহারও সেই দিকে সমান বেগে গতি হইয়া থাকে।

অন্যান্য নিয়ম সমুদায়ের প্রমাণ, সচরাচর দেখিতে পাই, এমন ঘটনা হইতে দেওয়া যায়।

মাধ্যিক বল।

Central Forces.

সকল বস্তুর সরল রেখাতে গতি হইবার আশয় আছে। যখন আমরা কোন বস্তু বক্র গতি-বিশিষ্ট দেখিতে পাই, তখন এ বিষয় আমরা নিশ্চয় স্থির করিতে পারি যে, বস্তুটীর স্বাভাবিক গতি দুইটী বল দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। এবং ইহাও নিশ্চয় স্থির করিতে পারি যে, কোন উপায় দ্বারা সেই দুইটী বল বিনষ্ট করিতে পারিলে সেই বস্তু পুনরায় সরলরেখা-গতি বিশিষ্ট হইবে। দুইটী বলের মধ্যে একটীকে আমরা কেন্দ্রাভিমুখ বল ও অপরটীকে কেন্দ্রত্যাগী বল কহিয়া থাকি। যে বল দ্বারা সেই বস্তুর বৃত্ত-স্পর্শক রেখা-ক্রমে গতি হইবার আশয় থাকে, তাহাকে কেন্দ্রত্যাগী বল কহিয়া থাকি। যদ্দ্বারা কোন বিশেষ কেন্দ্রাভিমুখে সঞ্চালিত হয়, তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখ বল কহিয়া থাকি। কেন্দ্রাভিমুখ বল ও কেন্দ্রত্যাগী বল দুইটীকে একত্রে আমরা মাধিক বল কহিয়া থাকি। মাধ্যিক বল দ্বারা সঞ্চালিত পদার্থ আমরা অনেক দেখিতে পাই। এই রূপ বল দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া পৃথিবী চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ অণ্ডাকার বৃত্তেতে সূর্য্যের চারি পার্শ্বে ঘুরিতেছে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে গতি-বিজ্ঞান উত্তম রূপে জানা কর্ত্তব্য। লাভিরিয়র নামক একজন ফরাসিস জ্যোতির্ব্বেত্তা গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযোগ দ্বারা নেপচুন নামক গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন। তিনি অন্যান্য গ্রহগণের অগ্রাকার বৃত্তিতে গোলযোগ দেখিয়া সেই গোলযোগের কারণ জানিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। অবশেষে গণনা দ্বারা দেখিলেন যে একটা গ্রহ অবশ্য থাকিবে, যদ্দ্বারা এই গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। পরে গণনা দ্বারা সেই গ্রহ কতদূরে স্থিত, কোনখানে স্থিত এবং কত বড় তাহা ঠিক করিয়াছেন। পরে দূরবীক্ষণ দ্বারা সেই গ্রহের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইয়াছিল।

ভারকেন্দ্র।

Centre of Gravity.

সকল পদার্থ মধ্যে একটা বিন্দু আছে, যাহাকে ভারকেন্দ্র কহা যায়। বস্তু-মধ্যে যে বিন্দু স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে বস্তুর সকল অংশ সকল অবস্থায় স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ভারকেন্দ্র কহা যায়। সকলেই জানে যে একটা যষ্ঠিকে অঙ্গুলীর উপর স্থির রাখিবার নিমিত্ত সেই যষ্ঠির মধ্য ভাগ আমাদের অঙ্গুলীর উপর রাখিতে হয়। অর্থাৎ সেই যষ্ঠির ভার-কেন্দ্র তাহার মধ্যভাগে স্থিত। যষ্ঠির যদি এক দিক্ সূক্ষ্ম ও এক দিক্ মোটা হয়, তাহা হইলে যষ্ঠিকে দুই ভাগে বিভক্ত বিবেচনা করিলে, সূক্ষ্ম দিক্ দীর্ঘে অনেক বড় হয়। অর্থাৎ যে দিক অধিক মোটা সেই দিকে অধিক মূর্ত্তি আছে বলিয়া ভার-কেন্দ্র সেই দিকের নিকটেই হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটা সমান ভারী বস্তুর ভার-কেন্দ্র সেই দুইটা বস্তুর ভার-কেন্দ্র সংযোগকারী সরল রেখার মধ্য ভাগে হইয়া থাকে। যদি একটী বস্তু আর একটী বস্তু অপেক্ষা

দ্বিগুণ ভারী হয়, তাহা হইলে সেই লঘু বস্তু হইতে ভার-কেন্দ্রের দূর গুরু-পদার্থ হইতে ভার-কেন্দ্রের দূরের দ্বিগুণ হয়। যে পরিমাণে মূর্ত্ত থাকে, সেই পরিমাণে দূর নির্ণয় হয়। কারণ, ভার-কেন্দ্র স্থির থাকিলে বস্তুর অন্য সকল অংশ সকল অবস্থায় স্থির থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ এক ধারের ভার দ্বারা ভার-কেন্দ্র হইতে তাহার দূরকে গুণ করিলে সাম্যাবস্থা জন্য অন্য দিকের ভার দ্বারা ভার-কেন্দ্র হইতে তাহার দূরকে গুণ করিলে দুইটী গুণ-ফল সমান হওয়া আবশ্যক। এই দুইটী গুণ-ফল সমান না হইলে সাম্যাবস্থা থাকিতে পারেনা। একটী বস্তুর সমস্ত ভার তাহার ভার কেন্দ্রের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধ রেখা ক্রমে কার্য্য করিতে থাকে। এই জন্যই সেই ঊর্দ্ধ রেখাকে ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরূপণী রেখা বলে। ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরূপণী রেখা, কোন বস্তুর তলা যে স্থল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে পড়িলে সেই অবস্থায় বস্তু দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলে বস্তু সে অবস্থায় থাকিতে পারেনা।

কোন নৌকা উলটাইয়া পড়িবার কালে তন্মধ্যস্থিত ব্যক্তিরা দণ্ডায়মান হইলে, সেই নৌকার উলটাবার অধিক সম্ভাবনা। কারণ, তাহা হইলে ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরূপণী রেখা তলার বাহিরে পড়িবার অধিক সম্ভাবনা। তজ্জন্য নৌকা যখন টলমল্ করে তখন তন্মধ্যে আমাদের স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে বাঁচিবার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

একটী বস্তুর তলা যে পরিমাণে মোটা হয় সেই পরিমাণে তাহা উল্‌টাইবার অল্প সম্ভাবনা।

মনুষ্য বেড়াইবার কালে তাহাদের দুই পদের মধ্য স্থলে ভার-কেন্দ্র দিক্ নিরূপণী রেখা পতিত হয়। যখন কোন ভার পৃষ্ঠের

উপর করা যায়, তৎকালে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত সেই মনুষ্যকে সম্মুখে নত হইতে হয়। যে সকল লোক বাঁস বাজী করিয়া থাকে, তাহারা রজ্জুর উপরে বেড়াইবার কালে হস্তে একটা বাঁস লইয়া যায়। ইহার কারণ কেবল ভার-কেন্দ্র নিরূপণী রেখা তাহার পদতল মধ্যে রজ্জুর উপর পড়িবার জন্য।

যন্ত্র সমুদায়ের বিবরণ।

নিম্ন লিখিত যন্ত্র কয়েকটী সচরাচর ব্যবহার করা হয়।--

(১) দণ্ড যন্ত্র।

(২) কপিকল যন্ত্র।

(৩) অক্ষ চক্র যন্ত্র।

(৪) ক্রম-নিম্ন ধরাতল।

(৫) কাজলা।

(৬) স্ক্রু যন্ত্র।

প্রাকৃত বিজ্ঞানে যে সমুদায় বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাহা কিছু যন্ত্র বিষয়ে বর্ণনা করা যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

(১) পৃথিবীর উপরি ভাগের অল্প খণ্ড সমধরাতল বলিয়া বিবেচনা করি, যদিও তাহা সে রূপ নয়।

(২) আকর্ষণ বশতঃ সকল বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে পতিত হয়। * * *

(৩) কোন বলের কার্য্য তাহার দিক্ নিরূপণী সরল রেখায় সর্ব্ব স্থানে সমান।

(৪) যদিও কোন ভূমি ও যন্ত্র এক বারে সমান (Smooth) নয়, তথাচ সামান্যতঃ সেই সমুদায়কে সমান বলিয়া বিবেচনা করি।

সরল-দণ্ড যন্ত্র।

এক লৌহ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত দীর্ঘাকার দণ্ডকে দণ্ড-যন্ত্র বলা যায়। দণ্ড-যন্ত্র বলিলে তিনটী বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; (১) ভারাশ্রয়ী পদার্থ, যদুপরি অবলম্বের ন্যায় দণ্ড-যন্ত্র ঘুরিতে পারে, (২) অবলম্বের দুই পার্শ্বে দণ্ডের দুই ভুজ *

"অবলম্ব বল ও ভারের বিনিবেশ ক্রমে এই দণ্ড-যন্ত্র তিন প্রকার হইতে পারে।"

(১) প্রথম প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থের দুই দিকের মধ্যে এক দিকে বল প্রদান করা হয়, আর এক দিক গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থতে প্রয়োগ করা হয়।

(২) দ্বিতীয় প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থ অর্থাৎ অবলম্ব এক শেষে ও অন্য শেষে বল প্রদায়িকা পদার্থ থাকে এবং মধ্যে ভার-বিশিষ্ট পদার্থ।

(৩) তৃতীয় প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থ ও গুরুত্ব-বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে বল প্রয়োগ করা হয়।

ভারাশ্রয়ী পদার্থ হইতে বল প্রয়োগে স্থলের দীর্ঘতা বল দ্বারা গুণ করা হইলে, সেই গুণ-ফলটাকে আমরা বলের ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। ঐ রূপে ভারাশ্রয়ী পদার্থ হইতে যন্ত্রের আর শেষ পর্য্যন্ত পদার্থের গুরুত্ব দ্বারা গুণ করা হইলে, সেই গুণ ফলটাকে আমরা সেই গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থের ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। উপরুক্ত দুইটা গুণ-ফল সমান হইলে যন্ত্র মধ্যে সাম্যাবস্থা থাকে।

দ্রব বিজ্ঞান।

তরল পদার্থ দ্বারা চাপ প্রয়োগ করা যায়, ইহা সচরাচর তরল পদার্থের কার্য্য দেখিলে নিশ্চয় জানা যায়। জল মধ্যে হাত ডুবাইতে কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। কোন লঘু পদার্থ জল মধ্যে ডুবাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ জলের উপরি ভাগে উত্থিত হয়। জল পরিপূর্ণ পাত্রের গাত্রে ছিদ্র করিলে সেই জলের গতি রোধ জন্য বল প্রয়োগ আবশ্যক হয় ইত্যাদি। এই সকল বিবেচনা করিলে তরল পদার্থের চাপ শক্তি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বায়ু রাশির চাপ বায়ু-শোষকযন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি বায়ু শোষক যন্ত্র দ্বারা একটী কাচের পাত্র হইতে বায়ু শোষন করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বায়ু রাশির চাপে সেই কাচের পাত্র একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নৌকার বায়ু-ভরে গমন ও বায়ু ঘরট যন্ত্রের ঘূর্ণন দেখিয়া বায়ুর চাপ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান জন্মে। মাগডিবর্গে যে পিত্তলের দুইটা অর্দ্ধ বর্ত্তুল লইয়া কৌতুক করা হইয়াছিল, তাহা হইতেও বায়ুর চাপের কার্য্য অতি সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায়।

দুইটা পিত্তলের অর্দ্ধ বর্ত্তুল একত্রিত করিলে কোন দিকে বায়ু প্রবেশের পথ থাকে না। সেই পিত্তলের অর্দ্ধ বর্ত্তুল দ্বয়-মধ্য স্থিত বায়ু একটী ছোট ছিদ্রের (যাহা স্ক্রু দ্বারা বন্ধ করা যায়) মধ্য দিয়া বায়ু শোষক যন্ত্র দ্বারা নিষ্কাষিত করা যায়। বায়ু নিষ্কাষিত হইলে পর অশ্বের বল সহযোগ দ্বারাও সেই দুইটী অর্দ্ধ বর্ত্তুলকে ভিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে।

তৈল, পারদ, ধূম, জল, বায়ু সকলই তরল পদার্থ মধ্যে গণিত।

কিন্তু তরল পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ নিমিত্ত তরল পদার্থ সমূহের এক সাধারণ গুণ নির্ণয় করা আবশ্যক। জল বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকলের পরমাণু অতিশয় তরলতা গুণ বিশিষ্ট। এই হেতু নিম্ন লিখিত লক্ষণ তরল পদার্থের লক্ষণ বলিয়া দেওয়া যায়।

যে পদার্থের পরমাণু বিভাগে অত্যল্প বল প্রয়োগের আবশ্যক করে, তাহাকেই আমরা তরল পদার্থ কহিতে পারি। এই লক্ষণ হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে তরল পদার্থের সহিত সংলগ্ন কোন পদার্থের উপর চাপ তদুপরি দণ্ডায়মান রেখা ক্রমে হইয়া থাকে।

তরল পদার্থ দুই প্রকার। এক প্রকার ধূমাকারে দৃষ্ট হয়, আর এক দ্রব। প্রথম প্রকার তরল পদার্থ চাপন দ্বারা মর্দ্দিত হইলে পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা স্বল্প স্থানব্যাপী হয়। চাপন হইতে মুক্ত হইলে অধিক অবকাশ ব্যাপী হয়। এতৎ প্রকার তরল পদার্থ স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট বলা হয়। দ্রব পদার্থ চাপন দ্বারা মর্দ্দিত হয় না এবং তজ্জন্য দ্রব পদার্থ সমূহকে অস্থিতিস্থাপকতা-গুণ বিশিষ্ট বলা যায়।

ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব।

তরল পদার্থ সমুদায় দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল তরল পদার্থ ধূমাকারে থাকে এবং যে সকল তরল পদার্থ জলাকারে থাকে। অন্য ২ অনেক প্রকার গুণ দ্বারা তরল পদার্থ সমুদায়কে অন্য ২ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু দ্রব বিজ্ঞান মধ্যে আমরা তরল পদার্থ কিরূপ ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট তাহাই বিবেচনা করি; এবং এই দুইটী গুণের বিষয় বিবেচনা করিয়া অন্য অন্য গুণের বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকি।

এক কিউঃ ইঞ্চ জল ও এক কিউঃ ইঞ্চ পারদ, দুইটা তুলনা দ্বারা আমরা বলিয়া থাকি যে পারদে জল অপেক্ষা ১৩ গুণ ঘনত্ব।

আপেক্ষিক গুরুত্ব,—কোন বস্তুর গুরুত্ব কোন স্থিরীকৃত পদার্থের সমান অংশের গুরুত্বের সহিত তুলনা করিয়া যাহা হয় তাহাই আপেক্ষিক গুরুত্ব।

ঘনত্ব নির্ণয় কালে যে স্থিরীকৃত পদার্থের সহিত তুলনা করা হয় ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য যে স্থিরীকৃত পদার্থের সহিত তুলনা করা হয়, এই দুইটা স্থিরীকৃত পদার্থ যদি এক হয়, তাহা হইলে কোন এক বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব একই হইবে। যথা, জল যদি স্থিরীকৃত পদার্থ হয়, তাহা হইলে পারদের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব একই হইবে।

তরল পদার্থ সমুদায়ের অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত এক সাধারণ গুণ আছে, তাহা আকর্ষণ। অন্যান্য জড় পদার্থ যে নিয়ম অনুসারে আকর্ষিত হয় ও আকর্ষণ করে, তরল পদার্থ সমুদায়ও সেই সকল নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে। এই রূপ না হইলে আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব কিছুই থাকিত না। তাহা হইলে দ্রব-বিজ্ঞান আর এক প্রকারেরই হইত।

কোন তরল পদার্থ সাম্যাবস্থায় থাকিলে তাহার মধ্যে এক সমতল ক্ষেত্রের সকল অংশে সমান চাপ হয়। এই বিষয়টী কোন উপায় দ্বারা এক সমতল ক্ষেত্রের দুই ভিন্ন অংশের চাপ নির্ণয় করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যথা, মনেকর একটী বোতল মধ্যে একটা ছিপি পুরিবার নিমিত্ত ॥০ সের চাপ প্রয়োগ করিতে হয়। এই বোতল যদি নিম্ন দিকে মুখ করিয়া জলে নিমগ্ন করা

যায়, এবং ১০ হাত কি ১২ হাত দূরে গিয়া সেই ছিপি বোতল মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই জলের অন্য এক অংশে ঐ রূপে ঐ বোতল নিমগ্ন করিলে ১০ হাত কি ১২ হাত নিম্নে ডুবাইলে ছিপি বোতলের ভিতর প্রবেশ করিবে। এই রূপ অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয় স্থির করা যায়। স্থিতি-স্থাপকতা বিশিষ্ট তরল পদার্থের চাপও এই রূপ অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হয়।

একটী জড় পদার্থ যদি কোন প্রকার তরল পদার্থে নিমগ্ন করা যায়, তাহা হইলে সেই জড় পদার্থের উপর সমুত্থিত চাপ কত হইবে? নিমগ্নিত জড় পদার্থ স্থানান্তরিত করিয়া সেই স্থান তরল পদার্থে পরিপূর্ণ বিবেচনা কর, এবং মনে কর যে সেই তরল পদার্থ যাহা সেই জড়ের স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ মনে করায় কোন সাম্যাবস্থার পক্ষে কোন হানি হয় না। জড়ত্ব প্রাপ্ত তরলের উপর চাপ ও সেই নিমগ্নিত পদার্থের উপর চাপ সমান হইয়া থাকে। জড়ত্ব প্রাপ্ত তরলের উপর চাপ তাহার ভারিত্বের সহিত সমান। অর্থাৎ নিমগ্নিত জড় পদার্থের উপর যে চাপ তাহা স্থানান্তরিত তরলের ভারিত্বের সহিত সমান।

যখন একটী বেলুন বাতাসে উড়িতে থাকে, তৎকালীন যে বাতাস সেই বেলুনের জন্য চারি পার্শ্বে সরিয়া যায়, তাহার গুরুত্ব বেলুনের গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক হয়, এই কারণ বশতঃ বেলুন উপরে উত্থিত হয়। হাইড্রোজিনগ্যাস্ অন্য সকল প্রকার গ্যাস্ অপেক্ষা লঘু বলিয়া এই গ্যাসে বেলুন পরিপূর্ণ করা হয়। বেলুন রেশম কাপড় দ্বারা প্রায়ই নির্ম্মিত হয়।

একটী ধূমাকার তরল ও জলাকার তরলের চাপের এই বিভিন্নতা যে ধূমাকার তরলের চাপ তাহার ঘনফলের উপরে নির্ভর করে, এবং জলাকার দ্রবের চাপ কোন বাহ্য চাপ বা দ্রবের ভারিত্ব বা ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

বায়ুর চাপ একটী পিচকিরীর কার্য্য দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে। পিচকিরীর মুখের ছিদ্র অঙ্গুলী দ্বারা বদ্ধ করিয়া পিচকিরির হাতল ভিতরে পূরিতে অনেক বলের আবশ্যক করে। কারণ, যে পরিমাণে বায়ু স্বল্প স্থলব্যাপী হয়, সেই পরিমাণে অধিক চাপ হয়।

বায়ুর ভার আছে ইহা অতি সহজে নিশ্চয় করা যায়। যথা, একটী বোতলকে বায়ু পরিপূর্ণ ওজন করিলে এবং বায়ুশোষক যন্ত্র দ্বারা বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া ওজন করিলে শেষ বারের ওজন পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক স্বল্প হয়। অর্থাৎ বায়ুর গুরুত্ব আছে।

পৃথিবীর চারি পার্শ্ব বায়ু-রাশি দ্বারা বেষ্ঠিত। এই বায়ুরাশি উর্দ্ধে কিঞ্চিৎ দূর অবধি আছে। কোন সমতল দ্রব্যের উপর বায়ু রাশির চাপ সেই সমতল দ্রব্যের ন্যায় মোটা বায়ু-স্তম্ভের গুরুত্ব। এই অনুমান পরীক্ষার সহিত মিলিত হয়। যথা, পর্ব্বতের উপরে বায়ু রাশির চাপ নিম্ন অপেক্ষা অনেক স্বল্প।

সকল প্রকার তরল পদার্থের গুরুত্ব, বায়ুর গুরুত্ব যে রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই উপায় দ্বারা জানা যায়। অনেক ধূমাকার তরল পদার্থ বায়ু অপেক্ষা ভারী। যথা, 'কারবোনিক এসিড গ্যাস্' একটী বোতল হইতে আর একটী বোতলে ঢালা যায়।

দৃষ্টি-বিজ্ঞান।

বস্তু হইতে আলোক নির্গত হইয়া চক্ষুঃ মধ্যে প্রবেশ হইলে পর বস্তু সমুদায় আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়। পৃথিবীস্থ সকল বস্তু হইতে স্বভাবতঃ আলোক নির্গত হয় না। যে সকল বস্তু হইতে আলোক নির্গত হয়, তৎসমুদায়কে আমরা স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় কহিয়া থাকি। একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহা চারিপার্শ্বস্থ অদৃশ্য পদার্থতে প্রতিফলিত হইয়া, আমাদের চক্ষুঃ মধ্যে প্রবেশ করে। সেই প্রতিফলিত আলোক দ্বারা আমরা স্বভাবতঃ অদৃশ্য পদার্থ সমুদায় দেখিতে পাই। যে সমুদায় বস্তু মধ্যে আলোকের প্রবেশ হয়, তাহাকে আমরা স্বচ্ছ কহিয়া থাকি, যে সকল বস্তু মধ্যে আলোকের প্রবেশ হয় না তাহাদের অস্বচ্ছ কহিয়া থাকি। কাচ, বায়ু, জল ইত্যাদি স্বচ্ছ, কাষ্ঠ ধাতু ইত্যাদি অস্বচ্ছ। যখন স্বল্প পরিমাণে আলোকের প্রবেশ হয়, তন্মধ্য দিয়া অন্যান্য বস্তু উত্তম রূপে দৃষ্ট হয় না। শৃঙ্গ কোয়াসা আচ্ছাদিত বায়ু রাশি মেঘ এই সকল পদার্থের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায় না। কোন বাহ্য কারণ দ্বারা বাধিত না হইলে আলোক সরল রেখাতে নির্গত হয়। এক একটী আলোকের সরল রেখাকে কিরণ কহিতে পারি। যে স্থলে আলোকের সরল রেখা সমুদায় একত্রিত হয়, অর্থাৎ যে স্থল হইতে আলোক নির্গত হয়, সেই স্থানকে আলোক-যোনি বলা যায়। আলোকের সরল রেখায় গতি নিম্ন লিখিত পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। একটী অন্ধকার ঘর মধ্যে যদি এক বক্র নলের এক পার্শ্বে একটী আলোক যোনি থাকে, তাহা হইলে সেই

আলোক-যোনি অন্য পার্শ্ব হইতে দৃষ্টি-গোচর হয় না। কিন্তু নলটী যদি সরল হয়, তাহা হইলে এক পার্শ্বস্থিত আলোক-যোনি অন্য পার্শ্ব হইতে সুস্পষ্টরূপে দেখাযায়. অর্থাৎ আলোকের কিরণ সরল রেখাতে নির্গত হয়। আর আলোকের কিরণ সরল রেখাতে নির্গত হয় বলিয়া, একটী বর্ত্তুলের ছায়া চক্রাকার রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আলোকের গতি এক সেকেণ্ডে লক্ষ ১০০.০০০ ক্রোশ; সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আট মিনিটে পৌঁছে। একটী কামানের গোলার যদি গতি-বেগ বরাবর সমান থাকিত. তাহা হইলে ১২ বৎসরে এ কার্য্য সাধন হইতে পারিত। এই তুলনা করিবার কারণ এই যে তুলনা দ্বারা এ বিষয় কিঞ্চিৎ সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে. একটী বস্তুতে যে মূর্ত্ত আছে তাহা. সেই বস্তুর গতি বেগ দ্বারা গুণ করা হইলে, গুণ-ফল সেই বস্তুর ভার-শক্তি।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে. আলোকের পরমাণু আমাদের যত দূর বোধগম্য হইতে পারে. তাহা অপেক্ষা যদি না অনেক ক্ষুদ্রতর হইত. তাহাহইলে আমাদের জীবন ধারণ করা অতি সুকঠিন হইয়া উঠিত।

চক্ষুর মধ্যে আলোকের প্রবেশ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপাদন হয়, তাহা আলোক সরাইবার কিঞ্চিৎ কাল পর পর্য্যন্ত থাকে। যথা, একটী জ্বলন্ত পদার্থ সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া ঘূর্ণন করিলে একটী জ্বলন্ত চাকার ন্যায় বোধ হয়।

আলোক এক অবকাশ হইতে অন্য অবকাশে যাইবার কালীন দুই অবকাশের মধ্যে তাহার গতি প্রতিভঞ্জিত হয়। এই গুণটীকে আলোকের প্রতিভঙ্গ গুণ বলা যায়। নিউটনের মতে প্রতি-

ভঙ্গের কারণ আকর্ষণ। আলোকের পরমাণু সমুদায় এক প্রকার অবকাশে এক রকমে আকর্ষিত হয়, অন্য প্রকার অবকাশে অন্য রকমে আকর্ষিত হয়।

আলোকের গতি যে এক অবকাশ হইতে অন্য অবকাশে যাইবার কালীন প্রতিভঙ্গিত হয়, এতদ্বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যথা, একটা যষ্ঠি জল মধ্যে ডুবাইলে সেই যষ্টিকে ভাঙ্গা বা বক্র বোধ হয়। অথবা, একটা গেলাস মধ্যে একটা টাকা রাখিয়া যদি ক্রমশঃ গেলাস হইতে অন্তরে যাওয়া যায়, যতক্ষণ না টাকাটী ঠিক অদৃশ্য হয়, এবং পরে যদি গেলাস জলে পরিপূর্ণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ টাকা সেই স্থান হইতে আবার দৃষ্ট হয়। ইহা আলোক প্রতিভঙ্গিত হয় বলিয়া এই রূপ হইয়াথাকে। ইহাও বলা কর্ত্তব্য, যে যে সকল কিরণ বক্র হইয়া পতিত হয়, সেই সকল গুলিই কেবল প্রতিভঙ্গিত হয়, কিন্তু যে গুলি দণ্ডায়মান রেখা-ক্রমে পতিত হয়, সে গুলি প্রতি-ভঙ্গিত হয় না; কারণ, দণ্ডায়মান রেখা-ক্রমে পতিত হইলে চারিপার্শ্বের আকর্ষণ সমান হয়, তজ্জন্য আকর্ষণের কোন কার্য্য হয় না।

আলোক প্রতিভঙ্গিত হইবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম এই যে, দুইটী বিশেষ অবকাশ মধ্যে প্রতিভঙ্গিত কিরণ ও দণ্ডায়মান রেখার কোণ এবং কিরণের আপাত রেখা ও দণ্ডায়মান রেখার কোণ এই দুয়ের নিষ্পত্তি স্থির থাকে। বায়ু হইতে জলে আলোকের গতি হইলে এই নিষ্পত্তি * পরিমাণে হয়।

ইহা দেখা যাইতেছে যে, আলোক এক অবকাশ হইতে অন্য এক অবকাশ মধ্যে প্রতিভঙ্গিত হইলে, সেই অবকাশের ঘনত্ব যদি অধিক হয়, তাহা হইলে তদুপরি দণ্ডায়মান রেখার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রতিভঙ্গিত হয়। এই কারণ বশতঃ যাহারা জল মধ্যে

মৎস্যকে বন্দুক দ্বারা মারিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মৎস্য সেখানে দেখতে পান তাহার অনেক নিম্ন ভাগে লক্ষ্য করিতে হয়। যাঁহারা আলোকের প্রতিভঙ্গ শক্তি বিষয় জ্ঞাত নয়, তাঁহারা হটাৎ বিশ্বাস করিবে না যে, তারা সমুদায় যেখানে দেখিতে পাই, ঠিক সেই খানে স্থিত নয়, কারণ, পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ু রাশিতে আলোকের গতি প্রতিভঙ্গিত হয়। এই জন্য সূর্য্যের আলোক সূর্য্য অস্তে যাইবার পরও অনেকক্ষণ থাকে। এমন কি ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে সারে সময়ে ২।। ঘণ্টার অধিক কাল থাকে। Zenith নিকটবর্ত্তী হইলে Horizon অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে আলোকের গতি প্রতিভঙ্গিত হয়।

আলোকের প্রতিভঙ্গিত হওয়া গুণ বশতঃ মনুষ্যেরা নিজ কার্য্য সাধন জন্য অনেক প্রকার আবশ্যকীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। যথা, দৃষ্টি কাচের নির্ম্মাণ, যদ্দ্বারা আলোক কিরণ সমুদায়ের এক-প্রবণতা হয় বা পৃথক্-প্রবণতা হয়।

প্রতিফলন।

আলোক প্রতিফলিত হইবার কারণ নিউটনের মতে মূর্ত্তের নিরাকরণ গুণ বশতঃ। সকল প্রকার পদার্থ, যাহা স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় নয়, তাহা অন্যান্য স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আলোক তদুপরি প্রতিফলন দ্বারা দৃষ্টি-গোচর হয়।

কাচ জল ও অন্যান্য অতি স্বচ্ছ পদার্থ হইতে আলোকের কিরণ কিয়দংশ প্রতিফলিত হয়, প্রতিফলিত না হইলে দৃষ্টি-গোচর হইত না।

সমস্ত আলোক কিরণ কোন পদার্থ হইতে কখন প্রতিফলিত হয় না। অতি উৎকৃষ্ট মুকুর হইতেও আলোকের অর্দ্ধেক কিরণের কিয়দংশের অধিক বই প্রতিফলিত হয় না।

কোন বস্তু হইতে আলোক কিরণ নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে প্রতিফলিত হয়।

(১) আপাত এবং প্রতিফলিত কিরণ সেই অবকাশস্থ আপাত চিহ্নের গ্রহঞ্জ দণ্ডের সহিত সমধরাতলে থাকিয়া তাহার দুই বিপরীত পার্শ্বে অবস্থান করে।

(২) গ্রহঞ্জ দণ্ডের সহিত আপাত কিরণ এবং প্রতিফলিত কিরণ যে কোণে অবস্থান করে তাহাদের পরিমাণ সমান।

এই কারণ বশতঃ যখন কোন মুকুর মধ্যে একটী বস্তুর প্রতিবিম্ব দিকে দৃষ্টি করা যায়, তৎকালে বোধ হয় যে সেই আলোক কিরণ সেই মুকুরের পশ্চাত হইতে আসিতেছে। যখন আপনাদের প্রতি-মূর্ত্তি মুকুর মধ্যে দৃষ্টিকরি তৎকালে বোধ হয় সেই প্রতিমূর্ত্তি মুকুরের পশ্চাতে রহিয়াছে।

আলোক সমধরাতলে প্রতিফলিত হইলে তাহার প্রতিফলনের চুল্লী-স্থান ঐ সমধরাতলের পশ্চাতে হইয়া থাকে। আর আলোক-যোনি ঐ সমধরাতলের সম্মুখে যত দূরে স্থিত, পশ্চাতে ঠিক সমান দূরে চুল্লী-স্থান হইয়া থাকে।

এক খানি পুরোস্তুন্দ মুকুরের সম্মুখে আলোক-যোনি থাকিলে সেই আলোক-যোনির চুল্লী তাহার পশ্চাতে হইয়া থাকে, কিন্তু ঠিক সমান দূরে হয় না, তদপেক্ষা নিকটে হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে বস্তু অপেক্ষা তাহার প্রতিবিম্ব ছোট বলিয়া বোধ হয়।

পুরোনিম্ন মুকুরের সম্মুখে থাকিলে এবং সম্মুখস্থ দূর যদি ঐ কাচের ব্যাসার্দ্ধ অপেক্ষা ছোট হয়, তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বস্তু অপেক্ষা বড় বোধ হয়।

আলোকের তেজ।

কোন স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে আলোক কিরণ নির্গত

হইলে, যে পরিমাণে সেই আলোকময় পদার্থ হইতে দূরে স্থিত হইবে, সেই পরিমাণে দূরের বর্গ ক্রমে আলোক কিরণের তেজের হ্রাস হইবে। এ বিষয় অনেক প্রকার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল পরীক্ষা এ স্থলে দেওয়া যাইতে পারে না।

সূর্য্য-কিরণে সাত প্রকার রঙ্ আছে বলিয়া আকাশের এক পার্শ্বে মেঘ ও অপর পার্শ্বে সূর্য্য থাকিলে রামধনু দেখাযায়। জল-বিন্দুর ভিতর দিয়া সূর্য্য-কিরণ একবার প্রতিফলিত ও দুই বার প্রতিভঙ্গিত হইলে রামধনু দেখা যায়। কোন কোন সময়ে একত্রে দুইটী ধনু দৃষ্ট হয়। কখন ২ রাত্রেও রামধনু দেখাযায়। চন্দ্রের করণ অতি তেজোহীন বলিয়া রামধনু স্পষ্ট দেখা যায় না।

তাড়িত বিজ্ঞান

কোন কোন বস্তু ঘর্ষিত অথবা উত্তাপিত হইলে অন্য লঘু-বস্তুকে আকর্ষণ করে। কোন ২ সময়ে তন্মধ্য হইতে শব্দ সহকারে ফস্‌ফরাসের গন্ধ-বিশিষ্ট অগ্নি কণা নির্গত হয়। বস্তু সমূহের উপ-কল গুণকে তাড়িত কহা যায়। যে বস্তু হইতে ঘর্ষণ অথবা উত্তাপ দ্বারা তাড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাড়িতাত্মক কহা যায়। যে সকল বস্তুতে তাড়িত প্রবেশ করে তাহাকে তাড়িত-পরিচালক কহা যায়। এবং যাহাতে তাড়িতের প্রবেশ হয় না, অথবা যদ্দ্বারা তাড়িত চালনা হয় না, তাহাকে তাড়িৎ-রোধক বলা যায়। যে বস্তুতে স্বাভাবিক তাড়িতাংশ অপেক্ষা অধিকতর তড়িৎ প্রবেশ করে তাহাকে ধন-তাড়িতবিশিষ্ট কহা যায়। এবং যাহার স্বাভাবিক অংশ অপেক্ষা তাড়িতের ভাগ ন্যূন তাহাকে ঋণ-তাড়িতপূর্ণ বলা যায়। তাড়িতপূর্ণ বস্তু হইতে অপর বস্তুর মধ্য দিয়া শব্দ সহকারে তাড়িত নির্গত হইয়া যাওয়ার নাম তাড়িতাঘাত।

কাচ ঘর্ষণ দ্বারা ধন-তাড়িতপূর্ণ হয়। গালা রজন আম্বর প্রভৃতি কতক প্রকার পদার্থ ঘর্ষণ দ্বারা ঋণ-তাড়িতপূর্ণ হয়। বিড়ালের লেজের রোম রেশমী পদার্থে ঘর্ষণ করিলে ধন-তাড়িত উৎপন্ন হয়। যখন কোন বস্তু কোন তাড়িতাত্মক দ্রব্য দ্বারা পৃথিবী হইতে অসংলগ্নিত হয়, তৎকালে ঐ বস্তু একাকীকৃত হইয়াছে বলিলে বলা যায়।

বস্তু সমূহ দুই প্রকার; তাড়িতাত্মক ও তাড়িতেতর।

তাড়িতাত্মক দ্রব্য সমূহ তাড়িৎরোধক এবং তাড়িতেতর পদার্থ সমূহ তাড়িত পরিচালক। ধাতু সমূহ, জল, কয়লা, ইত্যাদি দ্রব্য তাড়িত-পরিচালক; অপর বস্তু উদ্ভিজ্জ অথবা জীবিত তাড়িতরোধক। ভূমি সংলগ্ন কাচের নল অথবা গোলা ঘর্ষণ দ্বারা ধন-তাড়িত উৎপন্ন করে। অসংলগ্ন কাচের দ্রব্য অথবা গালা গন্ধক ইত্যাদি দ্রব্য ঘর্ষণ দ্বারা ঋণ-তাড়িত উৎপন্ন করে। যে বস্তুকে ঘর্ষণ করা যায় এবং যদ্দ্বারা ঘর্ষিত হয়, এই দুই বস্তুর মধ্যে বিপরীত প্রকার তাড়িত উৎপন্ন হয়। যথা, কাচেতে এবং রেশমী দ্রব্যেতে ঘর্ষিত হইলে, কাচে ধন-তাড়িত ও রেশমী দ্রব্যেতে ঋণ-তাড়িত উৎপন্ন হয়।

লিডনজার যে এক প্রকার আবৃত বোতল নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার উপরিভাগে ঋণ-তাড়িত ও ভিতরে ধন-তাড়িত উৎপাদিত হয়।

এই দুই বিপরীত প্রকার তাড়িতের পরস্পর অত্যন্ত আকর্ষণ। যদ্যপি কোন তাড়িত-পরিচালক দ্বারা আবৃত বোতলের ভিতর ও বহির্ভাগ সংলগ্ন করা হয়, তাহা হইলে শব্দ ও উজ্জ্বল শিখা সহকারে তাড়িত নির্গত হয়। বস্তু মধ্য-গত তাড়িত ও আকাশ-দেশের বিদ্যুৎ একই প্রকার। আকাশীয় বিদ্যুতের তাবৎ গুণ দ্রব্য-জাত তাড়িতে দেখা যায়। এবং আকাশীয় বিদ্যুৎ ঘুড়ি দ্বারা নিম্নে আনয়ন পূর্ব্বক দ্রব্য-জাত তাড়িতের কার্য্য সাধন হইতে পারে।

এ বিষয়ে মহাবিজ্ঞ ডাক্তর ফ্রাঙ্কলিন সাহেব অনেক পরীক্ষা দ্বারা মহাবিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি এক খানি রেশমী রুমালে ঘুড়ির কাঁপের ন্যায় কাঁপ বসাইয়া ও এক লম্বা নেজুড় দিয়া উড়াইয়াছিলেন। ঘুড়ির শিরোভাগে এক সূচাগ্রে তার জড়াইয়া

ছিলেন, অর্দ্ধ হাত উপরিভাগ পর্য্যন্ত তার ছিল। আকাশ মেঘে মেঘআচ্ছাদিত হইবার প্রাক্‌কালে এই পতঙ্গ উড়াইয়াছিলেন। মেঘের ভিতর হইতে তাড়িত রাশি এই পতঙ্গ দ্বারা নিম্নে আনিয়া, একটী একান্তীকৃত ধাতুময় পাত্রে রাখিয়া, অনেক প্রকার দ্রব্যজাত তাড়িত হইতে যে পরীক্ষা হয়, তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

উচ্চ মন্দির ও ইমারতাদি তাড়িত-পরিচালক দ্বারা বিদ্যুৎ-আঘাত হইতে রক্ষা করা যায়। বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা তাড়িত সহকারে নানা প্রকার অদ্ভুত কার্য্য সমাধা হয়। তাড়িত বার্ত্তাবহ, যদ্দ্বারা এখান হইতে শত ২ ক্রোশ দূরের সংবাদ ক্ষণকাল মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দ্রব্য-সম্ভূত তাড়িত দ্বারা সম্পন্ন হয়।

তাড়িতের আঘাত দ্বারা বাত রোগের বিশেষ উপশম হয়। তাড়িত উৎপাদনের অনেক প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটী প্রধান উপায় দেওয়া হইতেছে।

সচরাচর তাড়িত উৎপাদনের যন্ত্র এই প্রকারে নির্ম্মিত হয়। যথা, এক খানি কাচের চক্রাকার থালা, ২ নাগাদ ৩ ফুট পরিসর অর্দ্ধ ইঞ্চ মোটা তাহার মধ্যস্থলে এক শলা আছে, যাহার চতুস্পার্শ্বে ঐ থালা চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। ঐ শলাকা উভয় পার্শ্বে দুই মঞ্চের উপরে স্থাপিত, ও এক দিকে চরকার ন্যায় হাতল আছে, যাহা ধরিয়া ঐ থালা ঘুরান যায়। ঐ থালা ৪ খানা গদিতে সংলগ্ন হইয়া ঘুরিতে থাকে, গদির উপর পারদ মিশ্রিত টিন লেপিত থাকে। এক পিতল নির্ম্মিত ফাঁপা চোঙ্গাকৃতি তাড়িত-বাহক ঐ কাচের থালার অতি নিকটে ভূমি হইতে একান্তীকৃত হইয়া স্থাপিত হইলে, তন্মধ্যে তাড়িতরাশি একত্রিত হয়। ঐ তাড়িতাত্মক পদার্থ হইতে অপর বস্তুতে তাড়িত চালনা করিয়া নানা প্রকার কৌতুক ও পরীক্ষা করা যায়। তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র অনেক প্রকারের হইতে পারে। (শ্রীউদয় চন্দ্র বসু।)

সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ

পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যে সকল বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যার সমতুল্য মানবজাতির চিত্তবিনোদন করিতে আর কেহই সক্ষম নহে! কোন্ মহাত্মা কোন্ সময়ে এবং পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথমে এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকারিণী অত্যাশ্চর্য্য সুখপ্রদা বিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। বসুন্ধরার প্রাচীন দেশ সকলের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, অতি পুরাকালেও কি সভ্য কি অসভ্য জাতি কেহই সঙ্গীত-রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন না। অতীব প্রাচীন কালে যখন ভারতবর্ষে পুস্তকাদি লিখনের প্রথা ছিল না, তখন সঙ্গীত-রূপা তরণীই যে সময়-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অমূল্য ধন প্রাচীন চরিত্র মনুষ্য-বংশে অর্পণ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ-স্তম্ভ স্বরূপ শ্রুতি অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বলিতে কি, সঙ্গীতবিদ্যা এত পুরাতন কালে মানবকুল সমুজ্জ্বল করিয়াছে, বোধ হয় যেন প্রকৃতি তাঁহার নব সন্তানকে আজন্ম সঙ্গীতপরায়ণ করিবার মানসেই গম্ভীর ঘননিনাদ, জল-প্রপাতের ঝর ঝর শব্দ, ঝটিকার হু হুঙ্কার, এবং বিহঙ্গদলের কণ্ঠ-ধ্বনি প্রভৃতি সঙ্গীত উপদেষ্টাগণের প্রথমে সৃজন করিয়াছিলেন। ফলতঃ অঙ্কবিদ্যা যেরূপ অসীম বিশ্বরাজ্যের দৈর্ঘ্যপরিমাণে ও অসংখ্য জগতের সংখ্যাকরণে প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্রূপ সঙ্গীতবিদ্যা শব্দ-সাগরের হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত রূপ তরঙ্গমালায় বিকাশিত হইয়া, চিরকালব্যাপী পরম পুরুষের অপার মহিমা কীর্ত্তনে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষনিবাসিঋষি-প্রণীত পুরাণে কথিত আছে যে, সকল সিদ্ধবিদ্যার পারদর্শী সংসারের মঙ্গলকর্ত্তা ভগবান্ দেবাদিদেব ভবানীপতি সঙ্গীতবিদ্যার প্রথম প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা বিষ্ণুর এতাধিক প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, করুণা-নিধান প্রেমানন্দে আর্দ্র হইয়া পবিত্রময়ী গঙ্গারূপে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করেন। বস্তুতঃ উপর্য্যুক্ত রূপকের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ঋষিবাক্য নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। অর্থাৎ যেকালে পদার্থ মাত্রের পরমাণু সকল ভগবৎ স্বেচ্ছায় সঞ্চালিত হইয়া বিশ্বরচনা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, সেই কাল হইতেই যে তাহাদের পরস্পরের গাত্র ঘর্ষণ শব্দ-হিল্লোল মহাকালরূপ হরমুখকু-হরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সঙ্গীতরূপ তরঙ্গরাশি মহাকাশে বিস্তৃত হইতেছে, তাহার বিচিত্র কি ? আর সঙ্গীত বিদ্যার প্রকৃত আলোচনা করিলে অর্থাৎ ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তনে নিয়োজিত করিলে, যে আনন্দ-প্রবাহ-রূপিণী গঙ্গারজলে চিত্তের অসুখ মলা ধৌত হইয়া অন্তঃকরণ পবিত্র রসে আপ্লুত হয়, তাহাও ভ্রান্তিমূলক বলা যাইতে পারে না। সঙ্গীত যে সমাজের কতদূর হিতসাধন করে, তাহা পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার পর হিতকর পদার্থ আর নাই। যখন রণক্ষেত্রের মুহুর্মুহুঃ অস্ত্রনিক্ষেপের বজ্রপাত শব্দ, অশ্বগজাদির বেগযুক্ত পদধ্বনি. সৈন্যদলের কোলাহল এবং ধরাশায়ী ক্ষত যোদ্ধাদিগের আর্ত্তনাদ একত্রিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপ ভীষণ নিনাদে প্রাণীমাত্রকে মরণভয়ে ব্যাকুল করে, তখন যদি সঙ্গীতের অসামান্য শক্তি যোদ্ধৃগণের অন্তঃকরণে বীর রস সিঞ্চন না করিত, তবে সমরানলের অসহ্য দাহন কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হইত না। ফলে, সঙ্গীত যে বীররসে ভয়, আদিরসে

শোক, ঘৃণারসে কুপ্রবৃত্তি, রৌদ্ররসে অত্যাচার, করুণরসে দুঃখ, প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। হীন ব্যক্তিকে মহতের নিকট আহুত করিবার পক্ষে সঙ্গীত ভিন্ন সহজ উপায় নাই। অসাধু-মার্গ-গমনশীলা বারাঙ্গনারাও সঙ্গীতের মহদাশ্রয় অবলম্বনে জনসমাজে সমাদৃতা হইয়া আসিতেছে, তাহা কাহার অবিদিত আছে?

পৃথিবীর আদিম নিবাসীরা সঙ্গীতবিদ্যার যে প্রথম সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। পরে জন-সমাজের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতার উন্নতি সহকারে তাহার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের ঋষিবৃন্দের মধ্যে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি মহাত্মারা বিখ্যাত সঙ্গীত-পারায়ণ ছিলেন। এবং তাঁহারা যে সংসারের শ্রেয় অবলম্বন ঈশ্বর উপাসনা কার্য্যের প্রধান অঙ্গ করিয়া সঙ্গীতকে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি পূজাকালীন ঘণ্টাবাদনে প্রমাণ হয়। বর্ত্তমান অপেক্ষা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতবিদ্যা অধ্যয়নের যে অনেক সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা ছিল, তাহার প্রমাণ ভারতাদিপুরাণে লক্ষিত হয়। বিরাটরাজ্যে যখন পাণ্ডবেরা বৎসরেক অজ্ঞাতবাস করেন, তখন অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে রাজপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাতে সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে, যে সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সভ্যমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, প্রাচীন হিন্দু নরপতিরা স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতেন। অদ্যাপি তাঁহাদের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সকল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। নারদ, ভরত, হনুমন্ত, কল্লীনাথ, প্রভৃতি মহাত্মাদের প্রণীত প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ

সকল যাহাদিগের নয়নগোচর হইয়াছে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, যে প্রাচীন হিন্দুজাতির বুদ্ধিক্ষেত্র কি অত্যাশ্চর্য্য উর্ব্বরা ছিল, এবং তাহাতে বিদ্যা-বৃক্ষ যে অসামান্য ফলশালী হইবে, তাহার সন্দেহ কি ? অনেক ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতবর সার্ উইলিয়ম জোন্স বলেন, যে জ্যোতিঃ পদার্থের সপ্ত বর্ণ রক্ত নীল প্রভৃতি যে রূপ নভোমণ্ডলে রামধনুতে দৃষ্টিগোচর হয়, সেই রূপ শব্দতত্ত্বের সপ্ত স্বরদেশ ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ প্রভৃতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হয় এবং বর্ণ সকলের মধ্যে যেমন হরিত ও নীল বর্ণদ্বয় নয়নের প্রীতি-জনক, তেমনই সপ্ত স্বরের মধ্যে ষড়্জ ও পঞ্চম সাতিশয় শ্রবণ-প্রিয়। ফলে, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় এই উভয়ের বিষয় আলোক ও শব্দের পরস্পরের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির কোন্ নিয়ম-কৌশলে জ্যোতিঃ ও শব্দ তত্ত্ব এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে, তাহার গুহ্যতম ভাব প্রকাশ করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষের সূক্ষ্মদর্শী মহোদয়েরা যেকালে শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া স্বর-দেশের সপ্ত খণি হইতে সঙ্গীতরত্ন উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেকালে জ্যোতির্ব্বিদ্যাপ্রকাশক মহাপুরুষ নিউটনের জন্মভূমি ইংলণ্ড দেশের নাম মাত্র কাহারও কর্ণগোচর ছিল না। মাহাত্মা জোন্স প্রণীত ভারত-সঙ্গীত প্রস্তাবে লিখিত আছে যে, ভারত-বর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তারা সঙ্গীত শব্দটীকে গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ বিদ্যার উপাধি করিয়াছেন। সঙ্গীত শব্দটী শুনিবা মাত্রই বোধ হয় যে, গীত বাদ্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হইল। এক্ষণে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পৃথক্ পৃথক্ সঙ্গীত বৃক্ষের কোন্ কোন্ শাখারূপে শোভিত হয়, তাহা যথাসাধ্য বর্ণনে বাধ্য হইলাম।

প্রথম, গীত

কণ্ঠ-বিনির্গত স্বরযুক্ত নানা রস ও ছন্দোবন্ধে প্রপূরিত কবিতা সকল যাহা রাগরাগিণী পথে ধাবমান হয়, তাহাকে গান অথবা গীত বলে।

দ্বিতীয়, বাদ্য।

নানা প্রকার যন্ত্র যাহা অঙ্গুলি দ্বারা পীড়িত অথবা বায়ু-দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া মনোহর শব্দ উৎপাদন করত গীতের সহায়তা করে এবং কাল বিধান করে, তাহাকে বাদ্য কহে।

বাদ্য দুই প্রকার; স্বর সহায়া ও সময় সহায়ী। বীণা বংশী সারঙ্গ এস্‌রাজ প্রভৃতি যন্ত্র, যাহাতে সপ্ত স্বরের আন্দোলন করিয়া রাগরাগিণী মার্গে ধাবিত গীতের ছায়া প্রদর্শিত হয়, তাহাদিগকে স্বর-সহায়ী যন্ত্র কহে। আর মৃদঙ্গ ঢোল করতালি মন্দিরা খচতাল প্রভৃতি যন্ত্র, যাহাতে গীত কালীন অথবা বাদ্য কালীন সময় বিভাগ করা যায়, তাহাকে তাল বা সময়-সহায়ী যন্ত্র কহে। এই প্রস্তাবের শেষ ভাগে বাদ্য যন্ত্রের বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে।

তৃতীয়, নৃত্য।

বাদ্য দ্বারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সময় বিভাগ করা হয়, সেই সময়ে সময়ে অর্থাৎ তালে তালে পদনিক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গচালন করিয়া মনোগত উল্লাস প্রকাশকরাকে নৃত্য কহে। নৃত্যটী মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। তাহার চমৎকার উদাহরণ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র পণ্ডিতচূড়ামণি প্রণীত বিবিধার্থসংগ্রহ প্রবন্ধে এই রূপ উল্লিখিত আছে যে, শৈশব কালে মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই করতালী ও লম্ফপ্রদানে পদনিক্ষেপ করত বালকেরা নৃত্য করে, ইহা শিশুচরিত্রে প্রত্যহ

দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রে নৃত্য দুই মহৎশাখায় বিভক্ত আছে। ঐ শাখাদ্বয়কে তাণ্ডব ও লাস্য কহে। তাণ্ডব অর্থে শিব অর্থাৎ পুরুষ নৃত্য, লাস্য অর্থে প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী-নৃত্য। নৃত্যের এই উভয় শাখার যে বহুরূপ কৌশল আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

সঙ্গীত বৃক্ষের যে প্রথম অথবা প্রধান শাখা গীতবিদ্যা, তাহা স্বরযোগে নানা প্রকার রাগরাগিণী পথে প্রকাশ হয়। তাহারই এই স্থানে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রকৃতির শোভা বুঝায়। ভারত-বর্ষে বৎসর ষড়ঋতুতে বিভক্ত আছে। ঐ ঐ ঋতু কালীন স্বভাবের বিশেষ বিশেষ মনোহর শোভা বর্ণন করিতে ছয় রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন মতে চান্দ্রবর্ষ * হইতে আরম্ভ হয় বলিয়াই শরৎকাল হইতে ঋতু গণনা করার প্রথা ছিল এবং সেই রীতি অনুসারে আদি ছয় রাগ ছয় ঋতু-ক্রমান্বয়ে নিরূপিত আছে। যথা, শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালব বা মালকোষ, শিশিরে শ্রী বসন্তে হিন্দোল বা বসন্ত, গ্রীষ্মে দীপক এবং বর্ষায় মেঘ। পরে দিবারাত্রকে পঞ্চ ভাগ করিয়া, অর্থাৎ প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা কাল সকলের শোভা বর্ণনচ্ছলে পঞ্চ পঞ্চ রাগিণীর উৎপত্তি হইয়া, ছয় রাগের সহিত ৩০টী রাগিণীর পরিণয় হয়। এবং পুনর্ব্বার দিবারাত্রকে অষ্ট প্রহরে বিভাগ করিয়া এক এক রাগের আট আট পুত্ররূপে ৪৮টী উপরাগের উৎপত্তি হয়। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ উপর্য্যুক্ত ৮৪টী রাগরাগিণীর বিবরণ আছে; এবং অনেকে বলেন যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গীত-রাজ্যে অসংখ্য রাগরাগিণী বিদ্যমান ছিল। এমন কি যখন দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সুচারুনয়না গোপাঙ্গনা মণ্ডলীকে প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিতেন,

তখন তাঁহাকে সেই প্রেমাভিলাষিণী ষোড়শশত গোপিনী প্রত্যেকে এক এক বিশেষ রাগরাগিণীতে স্বীয় স্বীয় প্রণয়ানুরাগের পরিচয় দিতেন। রাগবিরোধের গ্রন্থকর্ত্তা সুবিখ্যাত সোম মহাশয় বলিয়াছেন যে, যেরূপ সমুদ্র-জল বায়ু সহযোগে অনন্ত তরঙ্গরাশি বিস্তার করে, সেইরূপ শব্দ তত্ত্বের প্রধান সপ্ত স্বররাজ ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যস্থিতা ২২ টী শ্রুতি অর্থাৎ খণ্ড-স্বর বা স্বর-কামিনী সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ত্রিগুণে প্রপূরিত করিলে, অর্থাৎ উদারা মুদারা তারা প্রভৃতি তিন গ্রামে বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্বরের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগে ক্রমশঃ যে অসংখ্য রাগতরঙ্গের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে। তবে যন্ত্র বা কণ্ঠ-স্বর উপলক্ষে উপর্য্যুক্ত ৮৪ টীর অতিরিক্ত রাগরাগিণীর আলোচনা করা সুকঠিন ও আয়াস-সাধ্য বিবেচনায় সচরাচর সঙ্গীত গ্রন্থে তাহাদের নাম মাত্র উল্লেখ নাই। এই স্থলে ঐ সপ্ত স্বর সকলের মধ্যস্থিতা ২২ টী শ্রুতি বা স্বর-কামিনী কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা জানা আবশ্যক। ষড়জ ও ঋষভের মধ্যে ৪, ঋষভ ও গান্ধারের মধ্যে ৩, গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে ২, মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যে ৪, পঞ্চম ও ধৈবতের মধ্যে ৪, ধৈবত ও নিষাদের মধ্যে ৩, এবং নিষাদ ও ষড়জের মধ্যে ২, মোট ২২ টী খণ্ড স্বর বর্ত্তমান আছে। তাহাদিগকে কোমলতর ও কোমলতম ও তীব্রতর ও তীব্রতম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। হিন্দু সঙ্গীত বেত্তারা সকলে সুকবি ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কাব্য নৈপুণ্য দর্শন করাইবার জন্য স্বর-পরিবারদের নায়ক নায়িকা রূপে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত ২২ টী খণ্ড-স্বরকে স্বরকামিনী অথবা অপ্সরা রূপে গণনা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক এক নাম রাখিয়াছেন। যথা, পঞ্চমের ৪ টী ছন্দি-

ষীর নাম মালিনী চপলা লোলা ও সর্ব্বরত্না, ধৈবতের শান্তা প্রভৃতি তিনটী ভার্য্যা এবং অপরাপর স্বর-পত্নীদিগের রমণীয় নাম সকল উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গ্রন্থ মাত্রে উল্লিখিত আছে। শব্দদেশের তিনগ্রামে যখন কোন এক বিশেষ স্বর-নায়ক বিশেষ নায়িকা সহযোগে আধিপত্য করেন এবং অপর স্বর-পরিবারেরা তাহার অনুচর এবং বৈরি-দল-শ্রেণীভুক্ত হয়, তখন এক বিশেষ রাগ বা রাগবধূর মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। এবং তান উপজ প্রভৃতি আরোহ অবরোহ দ্বারা তাহাকে অলংকৃত করে। কোন বিশেষ রাগরাগিণীতে যে কয়েকটী স্বরের ব্যবহার হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রয়োগের স্থান ও পরিমাণ বিবেচনায় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে। যথা, বাদী, সম্বাদী, ন্যাস ইত্যাদি।

গীত বা রাগের আরম্ভে যে স্বরের প্রয়োগ হয় তাহাকে গ্রহ কহে এবং সমাপ্তিকালীন স্বরকে ন্যাস ও যাহার বহুল প্রয়োগ হয় তাহাকে বাদী অথবা অংশ কহে। ফলে, রাগ বা রাগিণীর বাদীস্বরকে রাজা সম্বাদীকে মন্ত্রী এবং অপর স্বরদের অনুচর বলিয়া গণনা করা হয় এবং যে বিশেষ স্বরকে রাগ বিশেষে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাকে বিবাদী অথবা বৈরী কহে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থ নারায়ণ হইতে উহার একটী প্রমাণ বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গ্রহঃ স্বরস্য ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ
ন্যাসঃ স্বরস্তু স প্রোক্তো যো গীতাদি সমাপ্তিকঃ।

* * * *

যস্য সর্ব্বত্র বহুলম্ বাদ্যংশোঽপি *

কোন স্বর স্বামীত্ব স্বীকার করিলে এবং অপর স্বরেরা কেহ তাহার গ্রহ, কেহ অমাত্য, কেহ অনুচর পদবিশেষে নিয়ো-

জিত হইলে এবং কেহ ব বৈরী রূপে পরিত্যক্ত হইলে কোন বিশেষ রাগ বা রাগিণীর মূর্ত্তি উদয় হয়।

ভারতবর্ষের কবিত্ব আকাশে প্রাচীন কালে কিআশ্চর্য্য সূর্য্য উদয় হইয়াছিল, যাহার আলোকে রাগরাগিণীর অদ্ভুত দেব-মূর্ত্তি সকল সঙ্গীতবেত্তাদের হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া গ্রন্থবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে! জোন্স মহাশয় বলেন যে রাগপরিবারদের শিল্পনৈপুণ্যসম্পন্ন যে সকল পট-সঙ্গাত গ্রন্থ নারায়ণে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা দামোদর রত্নমালা চন্দ্রিকা এবং নারদ প্রণীত সঙ্গীত গ্রন্থ হইতে বচন সঙ্কলিত হইয়া চিত্রিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থে রাগরাগিণীদিগের চমৎকার মূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সে সমুদায় উল্লেখ করা শ্রম-সাধ্য বিবেচনা করিয়া একটী মাত্র বচন নিম্নে লিখিত হইল।

লীলা বিহারেণ বনান্তরালে
চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ
শ্রীরাগ এব প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্॥

অস্যার্থ। পৃথিবীতে সুবিখ্যাত শ্রীরাগ যিনি বনের অন্তরালে নিজ কামিনীগণের সহিত নব মুকুল ও কুসুম চয়ন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহার মনোহর দেব মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে।

কথিত আছে রাগরাগিণী সকল অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন এক এক দেব দেবী। তাহাদের প্রভাবে অলৌকিক ব্যাপার সমস্ত সম্পাদন হইতে পারে। জনশ্রুতি আছে যে, যখন যবনকুলতিলক সম্রাট্ আক্‌বর সঙ্গীতচূড়ামণি তানসেনকে গ্রীষ্ম ঋতুর শোভা বর্ণনচ্ছলে দীপক রাগের আলাপ করিতে আজ্ঞা করেন, তখন গায়ক বীর তানসেন দীপকের প্রভাব দর্শন করাইতে এতাধিক

দৃঢ়-ব্রত হইয়াছিলেন যে, তত্রস্থ লোক সকল সাক্ষাৎ বৈশ্বানর দেব অনলের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল এবং স্বয়ং তানসেনের জীবনান্ত হইয়াছিল। এই গল্পটী কত দূর বিশ্বাস-যোগ্য তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন। শব্দ ও অনলের সহিত পরস্পরের কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাহা পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন। তবে দুই পদার্থের পরস্পর ঘর্ষণ হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, ইহা অনেকে দেখিয়াছেন। এবং বনে বায়ু বহিলে শুষ্ক বৃক্ষের পরস্পর ঘর্ষণ সহকারে দাবাগ্নি উদ্ভূত হইয়া বন দাহনকরে, তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। সেইরূপ যে দীর্ঘকাল স্বরবাটিকার প্রবল বহনে কণ্ঠ তালু জিহ্বা-মূল প্রভৃতি স্থান সকলের বায়ুর পরমাণুর সহিত বিপুল ঘর্ষণ হইলে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতে পারে, তাহা কি প্রকারে অসম্ভব বলা-যাইবে? এবং তানসেন দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়া ছিলেন, সুতরাং কলেবর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তাহাতেইবা অযুক্তিযুক্ত কি? শুনিতে পাওয়া যায়, তানসেনের দুইটী কন্যা পিতার বিপদের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে মেঘ রাগের আলাপ করিতে করিতে পিতার নিকটে ধাবমানা হইয়াছিলেন এবং অনল হইতে পিতৃজীবন রক্ষা করিতে এতাধিক ব্যগ্র হইয়া বর্ষার আহ্বানে করিয়া ছিলেন যে, মুসল ধারায় বৃষ্টি হইয়া তত্রস্থ ভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, কণ্ঠাবিনির্গত বায়ুর সঞ্চালনে দূরস্থ মেঘ সকল আকর্ষিত হইয়া বৃষ্টি হইয়াছিল, কি সেই পিতৃ শোকে বিহ্বলা অনাথা বালিকা দ্বয়ের খেদযুক্ত বিলাপ ধ্বনি তত্রস্থ লোক সমূহের নয়ন-মেঘ হইতে বারি আকর্ষণ করিয়া বর্ষণ করিয়াছিল? এতদুভয় যুক্তির মধ্যে পাঠক মহাশয়দিগের যাহা অভিরুচি হয়, তাহা গ্রহণ

করিবেন। আমাদিগের বক্তব্য মাত্র এই যে, রাগরাগিণীর প্রভাবে যদিও কোন বাহ্যিক অলৌকিক ব্যপার দর্শন করা অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু নানা প্রকার অদ্ভুত আন্তরিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আদি ছয় রাগ ও তাহাদিগের পঞ্চ পঞ্চ কামিনী, একুনে ৩৬ টী রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। এবং ঐ সকল রাগরাগিণী কোন স্বর অবলম্বন করিয়া প্রকাশমান হয়, তাহাও লিখিত হইতেছে।

স্বর সকলের সাঙ্কেতিক নাম নিম্নে লিখিত হইল। যথা,

ষড়্জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি

এবং যে বিশেষ রাগ বা রাগিণীতে যে কোন বিশেষ স্বরবৈরী অর্থাৎ বিবাদী রূপে ত্যক্ত হইবে, তাহার স্থানে (০) শূন্য দৃষ্ট হইবে।

সুবিখ্যাত সোমেশ্বর প্রণীত রাগ বিরোধ হইতে নিচের লিখিত রাগপরিবারের নাম সকল উদ্ধৃত হইল।

রাগ ভৈরব	ধ	নি	সা	ঋ	গা	ম	প
তাহার পঞ্চ ভার্য্যা							
রাগিণী বরাতী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি
ঐ মধ্যমাদি	ম	প	০	নি	সা	০	গা
ঐ ভৈরবী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি
ঐ সৈন্ধবী	সা	ঋ	০	ম	প	ধ	০
ঐ বঙ্গালী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি

রাগ মালব	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ

তাহার পঞ্চ ভার্য্যা

রাগিণী টোড়ী	গ	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ
ঐ গাড়া	নি	সা	ঋ	০	ম	প	০
ঐ গন্ডাক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	০	নি

ঐ ষষ্ঠাবতী রাগবিরোধ নাই

ঐ কুকুভা ঐ ঐ

(৯১ পৃষ্ঠায় * * * চিহ্নিত দেখ ।)

রাগ হিন্দোল	ম	০	ধ	নি	সা	০	গ

তাহার পঞ্চ ভার্য্যা

রাগিণী রামক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ দেশাক্ষী	গ	ম	প	ধ	০	সা	ঋ
ঐ ললিত	সা	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ বিলাবলী	ধ	নি	সা	০	গ	ম	০

ঐ পটমঞ্জরী রাগবিরোধ নাই

রাগ দীপক রাগ বিরোধ নাই

তাহার পঞ্চ ভার্য্যা

রাগিণী দেশী	ঋ	০	ম	প	ধ	নি	সা
ঐ কাম্বোদী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	০
ঐ নেতা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ কেদারী	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ
ঐ কর্ণাটী	নি	সা	০	গ	ম	প	০

রাগ মেঘ রাগ বিরোধ নাই

তাহার পঞ্চভার্য্যা

রাগিণী	টেঙ্কা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ	মল্লারী	ধ	০	সা	ঋ	০	ম	প
ঐ	গুর্জ্জরী	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি	সা
ঐ	ভূপালী	গ	০	প	ধ	০	সা	ঋ
ঐ	দেশাক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি

প্রাচীন সঙ্গীতবেত্তাদের মধ্যে রাগরাগিণী বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতপারগ মিজরা খাঁর গ্রন্থ হইতে ৩৬ টী রাগরাগিণীর প্রণালী যাহা জোন্স মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও এ স্থানে লেখা যাইতেছে। তাহাতে রাগ বিশেষে স্থানে স্থানে স্বরের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। মিরজা খাঁ বলেন যে তিনি স্বকপোল কল্পিত কোন রাগ বা রাগিণীর স্বর প্রণালী প্রকাশ করেন নাই, যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম

রাগ	ভৈরব	ধ	নি	সা	০	গ	ম	০
রাগিণী	বরাতী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ	ভৈরবী	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ
ঐ	মধ্যমাদী	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ
ঐ	সৈন্ধবী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ	বাঙ্গালী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি

দ্বিতীয়

রাগ মালব	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী টড়ী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ গাড়ী	সা	০	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ গণ্ডাক্রীনি	সা	০	গ	ম	প	০	
ঐ মষ্ঠাবতী	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	০
ঐ কুকুভা	ধ	নি	স	ঋ	গ	ম	প

(রাগবিরোধ মতানুযায়ী) * * *

রাগ শ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী মলয়াশ্রী	সা	০	গ	ম	প	০	নি
ঐ মারভী	গ	ম	প	০	নি	সা	০
ঐ ধ্যানশ্রী	সা	০	গ	ম	প	০	নি
ঐ বাসন্তী	সা	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ আসয়ারি	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ

(মিরজা খাঁ গ্রন্থানুযায়ী)

তৃতীয়

রাগ শ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী মলয়াশ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ মারভী	সা	০	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ ধানশ্রী	সা	প	ধ	নি	ঋ	গ	০
ঐ বাসন্তী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ আসওয়ারি	ধ	নি	সা	০	০	ম	প

চতুর্থ

রাগ হিন্দোল	সা	০	গ	ম	প	০	নি
রাগিণী রামক্রী	সা	০	গ	ম	প	০	নি
ঐ দেশাক্ষী	সা	ম	গ	ধ	নি	সা	০
ঐ ললিত	ধ	নি	ম	০	গ	ম	০
ঐ বিলাবলী	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	প
ঐ পট মঞ্জরী	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম

পঞ্চম

রাগ দীপক	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী দেশী	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি	সা
ঐ কাম্বোদী	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	প
ঐ নেতা	সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ
ঐ কেদারী	নি	ম	০	গ	ম	প	০
ঐ কর্ণাটী	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ

ষষ্ঠ

রাগ মেঘ	ধ	নি	সা	ঋ	গ	০	০
রাগিণী টেঙ্কা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ মল্লারী	ধ	নি	০	ঋ	গ	ম	০
ঐ গুর্জ্জরী	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা
ঐ ভূপালী	সা	গ	ম	ধ	নি	প	ঋ
ঐ দেশাক্রী	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

এতদ্দেশে সংগীত বিষয়ক চারিটী প্রাচীন মত প্রচলিত আছে। যথা ঈশ্বর, ভরত, হনুমন্ত বা পবন, এবং কল্লীনাথ। ছয় রাগ ও ত্রিশটী রাগিণীর সংখ্যার বিষয় যাহা উপরে লিখিত হইল তাহা কেবল পবন মত অনুযায়ী, সর্ব্ববাদিসন্মত নহে। কল্লীনাথ মতে এক এক রাগের ছয় ছয় ভার্য্যা ও আট আট পুত্র। সর্বশুদ্ধ ৯০ টী রাগরাগিণী বিদ্যমান আছে এবং ভরত মতে ৪৮ টী রাগ পুত্রদের এক এক পত্নী আছে। তাহাতে রাগ পরিবারেরা এক শত আটত্রিশ সংখ্যা হয়। ফলে, যে সময়ে ভারতবর্ষে সঙ্গীত বিদ্যার অতিশয় চর্চা ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পাঠশালার মতে নূতন রাগ সকল রচিত হইত এবং সেই সেই রাজধানীর নামানুযায়ী তাহাদের নামকরণ হইত। মুলতান রাগের নাম শ্রবণ করিলে বোধ হয় উক্ত রাগটী মুলতান নগরের প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সম্পত্তি। কখন কখন রচয়িতার নামে রাগের উপাধি দেওয়া যাইত। সারেং রাগটী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শারঙ্গ দেবের রচিত অনুভব হয়। কখন বা কোন বিশেষ ঘটনা দ্বারা কোন রাগ বিশেষ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাগেশ্বরী অথবা বাঘশ্রী রাগিণী, অনেকে বলিয়া থাকেন, যাহা হিংস্র পশু ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে মোহিত করিতে পারে। বোধ হয় কোন সময়ে শ্রী রাগের পরিবারের মধ্যে কোন বিশেষ রাগিণীর আলাপ কালে মৃগ সর্প এবং অপরাপর জন্তুদের ন্যায় ব্যাঘ্র ও বশীভূত হইয়া থাকিবে এবং সেই ঘটনা অবধি সেই রাগিণীটী বাঘশ্রী আখ্যা পাইয়াছে। যখন ভারতবর্ষে ঐ ঐ রীতি অনুসারে রাগ রাগিণীর নামকরণের প্রথা ছিল এবং যখন সঙ্গীতবেত্তারা নিজ নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইবার লালসায় নূতন নূতন রাগরাগিণী রচনা করিতে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন যে ক্রমশঃ রাগরাগিণীর বহু সংখ্যা হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি;

ভারতবর্ষের যে কয়েকটী বাদ্য যন্ত্রের সচরাচর নাম শুনা যায়, তাহাদের উল্লেখ করা উচিত বোধে নিম্নে লিখিত হইতেছে। বাদ্যযন্ত্র শব্দে কাষ্ঠ, ধাতু, চর্ম্ম, মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থে নির্ম্মিত বস্তু, যাহা হস্ত বা বায়ুর আঘাতে শব্দায়মান করা যায়, তাহাকে বুঝায়। কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ ২ যন্ত্র প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, কোন্ ২ মহাত্মা তাহাদের প্রকাশ করেন এবং তাহাদের প্রকাশ হইবার বিশেষ ঘটনাই বা কি ? তৎসমুদয় বর্ণন করা আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত। তবে মাতৃ-ভূমির গৌরব কীর্ত্তন করিবার মানসে তাহাদের যথাজ্ঞাত নাম সকল লিখিতে বাধ্য হইলাম। পুরাতন বাদ্য যন্ত্র সকলের মধ্যে বীণা ও বংশীর নাম শ্রেষ্ঠ রূপে গণনা করা হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কে প্রাচীনতর ও কে প্রাচীনতম তাহা বলিতে পারি না। পুরাণ অগ্রগণ্য ভারতে উভয়েরই নাম উল্লেখ করা আছে। সমুদ্র মন্থনে যে আশ্চর্য্য বংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার প্রধান অংশ মুরলী রূপে জগতের উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ করে শোভিত হইয়াছিল, এবং দেবর্ষি নারদ, যিনি পরম ভাগবতদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন, যিনি জ্ঞানযোগে ও তপোবলে পরম পবিত্র পুরুষার্থ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ভগবৎ উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপযোগী সঙ্গীত বিদ্যার সমাদর করিতে জগন্মাতা বাগ্‌দেবীর কর কমল স্থিতা বীণা যন্ত্রের অনুরূপ পৃথিবীতে প্রকাশ করেন, কথিত আছে। শিঙ্গা, ডমরু, দুন্দুভী প্রভৃতি অপর অপর বাদ্য-যন্ত্র সকল, যাহাদের নাম পুরাণে শ্রুত হওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী কোন সময়ে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করা সুকঠিন। আমরা কেবল তাহাদের নাম মাত্র নীচের লিখিত শ্রেণী মধ্যে উল্লেখ করিলাম।

স্বরসহায়ী।

যে সকল যন্ত্র ফুৎকার বা বায়ুর সঞ্চালনে বাদিত হয়।

বংশী
তুমড়ী
শিঙ্গা
ভেপু-বা
তুরী
ভোড়ং
ভেরী
শঙ্খ
সানাই
রোসন চৌকি

যে সকল যন্ত্র অঙ্গুলীর পীড়নে অথবা রজ্জুর ঘর্ষণে বাদিত হয়।

বীণা
রবাব
সরদ
সেতার
এসরাজ
সারঙ্গ
সারিন্দা

স্বরশিঙ্গার
তাউস
তানপুরা
এক তারা
মুচং
জল তরঙ্গ

সময় সহায়ী

কাঠ চর্ম্ম-ও মৃত্তিকা নির্মিত

মৃদঙ্গ-বা পাখোয়াজ
তবলা
খোল
ঢোলক
জোড় খাই
রণ ঢক্কা বা ঢাক
দামামা
দগড়া
দুন্দুভি
নাগরা
নহবৎ
তাসা
কাড়া

জগ ঝম্প
দারা
খঞ্জনী
ডমরু
গোপাযন্ত্র
মাদল।

ধাতু নির্মিত

ঘণ্টা
কাঁসর
কাঁসি
মন্দিরা
কর্ত্তাল
খরতাল।

উপরি উক্ত যাবা যন্ত্র সকলের মধ্যে কেহ কেহ রণ বাদ্য কেহ কেহ মাঙ্গল্য বা উৎসব বাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তূরী ভেরী দুন্দুভি দামামা প্রভৃতি প্রাচীন কালের রণ ক্ষেত্রে বাদিত হইত, সুতরাং তাহাদিগকে রণবাদ্য বলা যাইতে পারে। এবং শংখ্ঘ ঘন্টা কাঁসর সানাই ঢোল নহবৎ প্রভৃতি বাদ্য সকল মঙ্গল বা উৎসব কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাদিগকে মাঙ্গল্য বাদ্য কহে।

স্বর লিপি।

স্বর লিপির সহজ পদ্ধতি স্থাপন করা প্রয়োজন হইতেছে। প্রাচান কালে ভারতবর্ষে স্বর সকলের লিপি বদ্ধ করিবার সদু-পায় ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। স্বর বিশেষের কম্পান বা হ্রস্ব দীর্ঘ ও বিশ্রাম কাল নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক লক্ষণ সকল অঙ্কিত হইত এবং ঐ সকল চিহ্ন উপলক্ষ করিয়া গীত সকল যে রাগরাগিণী বিশেষে লিপি বদ্ধ করা যাইবে, তাহার বাধা কি ?

আক্ষেপের বিষয় এই যে হিন্দু আধিপত্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত মাতার পুর্ব্ব-ধন সকল অন্ধকার কূপে পতন হই-য়াছে। যবন অধিকার কালেও প্রাচীন সঙ্গীতের কিছু কিছু আদর ছিল। সম্রাট্ আকবর ও মহম্মদ সা প্রভৃতি কেহ কেহ হিন্দু সঙ্গীতের আদর করিতেন। ব্রজ বাওরা, গোপাল নায়ক, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত-নিপুণ বড় বড় গায়কেরা রাজঅন্নে প্রতিপালিত হইতেন এবং সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ সকল যবন ভাষায় অনুবাদিত হইত, শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারত-সঙ্গীত প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে। সাধারণের উপ-কারার্থে কোন রাজকীয় সঙ্গীত পাঠশালা স্থাপিত নাই, রাজ-

কোষ হইতে কিছুমাত্র সাহায্য প্রদান করা হয় না, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রায় লোপ হইয়াছে, আর যে কয়েক খানির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের সংখ্যা অতি অল্প, যাহারা আছেন তাহারা বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করেন না। সঙ্গীত বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে অনেকে ক্ষমতা-হীন, গুরু সন্তোষ করিতে অসমর্থ, এবং শিক্ষা দিবারও সুপ্রণালী নাই। সুতরাং সঙ্গীত বিদ্যার যে পূর্ব্ব শ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি! ভারত মাতার স্বাধীনতা যে পথে গমন করিয়াছে সঙ্গীত বিদ্যাও যে সেই পথগামিনী হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। হায়! বঙ্গভূমির ধনাঢ্য হিন্দুসমাজ আর কত কাল মাতৃ দুর্দশা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন! পৃথিবীর অন্য অন্য দেশবাসী আধুনিক সভ্য জাতিদের স্বদেশ গৌরবাকাঙ্ক্ষা দর্শনে কি তাহাদের মনে ধিক্কার উপস্থিত হয় না? ভারত ভূমির অমূল্য ধন সঙ্গীত-রত্ন তাচ্ছিল্য তস্করে অপহরণ করিতেছে তাহা কি তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছন না?

এক্ষণে দেশ-হিতৈষী বিদ্যানুরাগী সভ্য মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা মাতৃ ভূমির পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপনে অগ্রসর হউন। প্রাচীন প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ সকল, যাহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ রাগ বিরোধ, রাগ মালা, রাগ দর্পণ, নারায়ণ, রত্নাকর, সভাবিনোদ প্রভৃতির অন্বেষণ করিয়া বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করনের উপায় করুন, শিক্ষা প্রদান করিবার সুনিয়ম সকল সংস্থাপিত হউক এবং অধ্যয়ন করিবার সুলভ উপায় করিতে চেষ্টিত হউন। তাহা হইলেই সঙ্গীতের যথার্থ পুরস্কার করা হইবে এবং অল্প কাল মধ্যেই ভারতের

চির-উর্ব্বরা ভূমির সঙ্গীততরু পুনঃ মঞ্জরিত হইবে ও পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতে থাকিবে। আর এই দেশবাসিদের উৎসাহ ও একাগ্রতা দেখিলে বিদ্যাপ্রতিপালক প্রজারঞ্জক ব্রিটিশরাজ বিশেষ সাহায্য প্রদানে উদ্যত হইবেন, এবং কালেতে যে রাজ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয় ভারতবর্ষের নগরে নগরে দৃষ্ট হইবে এমত ভরসা করা যাইতে পারিবে।

আহা! আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থানে কবে সেই শুভ দিনের উদয় হইবে, যখন প্রধান প্রধান বিদ্যালয় মাত্রে সঙ্গীত বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার উপায় হইবে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা করা সভ্য মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে পরিগণিত হইয়া বালক বালিকারা পঠদ্দশায় সাহিত্য কাব্য জ্যোতিষ অঙ্ক শাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে থাকিবে।

আহা! যখন ভারত মাতার সঙ্গীত তরু পুনর্জীবিত হইয়া স্বর্গ-লোক প্রিয় পারিজাত কুসুম নিচয়ে শোভিত হইবে, তাহাদের অপরিসীম সৌরভে যে দিন সমস্ত পৃথিবী আমোদিত করিবে, আর যে দিন সেই ত্রিভুবন মোহন সৌরভে মোহিত হইয়া ইটালি, ফ্রান্স, জরমনি, প্রভৃতি দেশবাসী সঙ্গীত অনুরাগী অলি-কুল ভারতসঙ্গীত তরু মূলে আকর্ষিত হইবে, সেই শুভ দিনে ভারতবাসীরা যে কি অপার আনন্দনীরে মগ্ন হইবেন, তাহা ব্যক্ত করিতে লেখনী অসমর্থ হইতেছে।

শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

গুরু পাঠশালার উৎকর্ষ বিধান

এদেশীয় গুরুমহাশয়েরা এক্ষণে যেরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিরূপে তাহার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তদ্বিষয়ক রচনা।

এক্ষণে দেশীয় গুরুমহাশয়েরা বালক দিগকে যেরূপে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে নিম্নলিখিত উপায় গুলি প্রশস্ত। প্রথম, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ। দ্বিতীয়, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন। তৃতীয়, এক্ষণে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন।

১ ম। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ।

অন্যান্য সকল কার্য্য অপেক্ষা শিক্ষকের কার্য্য অতি দুরূহ। কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানিলেই শিক্ষকতা করা যায় না। একজন উপযুক্ত ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যেরূপ উপকার দর্শে, যে সে ব্যক্তি দ্বারা উহা সম্পাদন করিবায় উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তদপেক্ষা দশ গুণ অপকার সংঘটিত হয়। শিক্ষকের উপদেশ ও তাহার দৃষ্টান্তানুসারে বালকদিগকে কার্য্য করিতে হইলে শিক্ষকের উপদেশ ও তাঁহার ব্যবহারানুসারে বালকেরাও সৎ বা অসৎ হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমরা যেরূপ শিক্ষাকার্য্যের বিষয়ে এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা আরও গুরুতর। অধিকবয়স্ক শিক্ষিত বালকদিগের অপেক্ষা যে সকল সুকুমারমতি বালকগণ প্রথমে বিদ্যারম্ভ করে, তাহাদিগকে শিক্ষাদেওয়া অতি সুকঠিন কার্য্য।

তাহাদের মনঃক্ষেত্র তৎকালে এরূপ আর্দ্র থাকে যে তখন তাহাতে যে কোন প্রকার বীজ বপন করা যায় তাহাই শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। এবং উহা ক্রমে ২ এত সুদৃঢ় হইতে থাকে যে পরে উহার মূলোৎপাটন করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। সে সময়ে তাহাদের মন যেদিকে ফিরান যায় সেই দিগেই ফিরে। যাহা শিখান যায় তাহাই শিখে। বালক দিগের তৎকালিন শিক্ষাদির উপরেই উহাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ নির্ভর করে। তখন যাহার যেরূপ স্বভাব হইয়া পড়ে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সেই স্বভাবেরই বৃদ্ধি হইতে থাকে। এবং সময়ে উহা অসীম দুঃখ বা অনির্ব্বচনীয় সুখের কারণ হইয়া উঠে। যে বালক বাল্যাবস্থা হইতে সৎ শিক্ষা ও সদুপদেশ পাইয়া আইসে, সে কখনই বড় হইয়া অসৎ বা দুশ্চরিত্র হয় না। আর যাহারা বাল্যকাল হইতে অসদুপদেশ প্রাপ্ত ও অসৎ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আইসে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা কদাচ সচ্চরিত্র হয় না। অতএব যে সকল ব্যক্তি বালক দিগকে প্রথম বিদ্যারম্ভ কালে শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত হন, তাঁহারা অতি গুরুতর ভার স্কন্ধে গ্রহণ করেন।

শিশুগণকে সর্ব্বদাই মাতার নিকটে থাকিতে হয়। তাহাদের অধিকাংশ সময় মাতৃসংসর্গে অতিবাহিত হয়। সুতরাং মাতা শিক্ষিতা হইলে বালকেরা প্রথম হইতেই সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের দেশে মাতা শিক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক পিতাকেও অভিধান খুলিয়া শিক্ষা শব্দের অর্থ দেখিতে হয়। এমন অবস্থায় গুরু মহাশয়ের পাঠশালাই আমাদের বালক দিগের এক মাত্র শিক্ষাস্থল। এক্ষণে যে সকল গুরু মহাশয় দিগের উপরে আমরা বালক গণের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের ভার নিক্ষেপ করিতেছি, তাহারা

কি প্রকার ধাতুর লোক এবং কি প্রকার শিক্ষা প্রদান করেন তাহা কাহার ও অবিদিত নাই। যাহারা কোন কার্য্যেরই হইলেন না, তাহারা অবশেষে এক পাঠশালা খুলিয়া বসেন। কিন্তু তাহারা কি গুরুতর কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলেন, তাহা একবার ও বিবেচনা করেন না। বালকেরা প্রথম হইতেই তামাক, সুপারি, ও দুই একটা পয়সা পিতা মাতাকে গোপন করিয়া আনিয়া দিয়া গুরুমহাশয়ের মন রক্ষা করিতে থাকে। সেই সময় হইতেই তাহারা চুরি ও মিথ্যা কথা শিখিতে আরম্ভ করে। গুরু মহাশয়ও নিজ শিক্ষানুসারে বালকগণকে শিক্ষা দিয়া, যে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ পয়সার পন্থা দেখিতে থাকেন। মধ্যে ২ বেত্র হস্তে যে রূপ শিক্ষা দেন, তাহা বালকেরা আজীবন বিস্মৃত হইতে পারে না। বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক অপেক্ষাও বালকেরা গুরু মহাশয়কে অধিক ভয় করে। এমন কি পাঠশালার বালকগণকে ভয় দেখাইবার আবশ্যক হইলে "ঐ গুরু মহাশয় আসিতেছে" এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। হাপা জুজুর আবশ্যক হয় না। এইত বর্ত্তমান গুরুমহাশয় দিগের অবস্থা। এই সকল ব্যক্তিদ্বারা সুকুমারমতি বালকগণের যেরূপ শিক্ষা হইতে পারে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল অনিষ্ট নিবারণ হইয়া বালকগণের যথার্থ শিক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। সার্কেল পণ্ডিতদিগের যেরূপ পরীক্ষা দিয়া কার্য্য করিতে হয়, গুরুমহাশয় দিগের মধ্যে ও সেই প্রকার একটী পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম করা উচিত। যাহারা পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন, তাহাদিগকেই গুরুমহাশয় মনোনীত করা যাইবে। যে সে ব্যক্তি গুরুমহাশয় হইতে পারিবেন না। সার্কেল পণ্ডিত

দিগের যেরূপ বেতনের নিয়ম আছে ইহাদিগেরও সেইরূপ একটী নিয়ম করিতে হইবে। বেতন অন্ততঃ ৮ টাকার ন্যূন হইলে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না। এতদপেক্ষা বেতন ন্যূন হইলে বালক দিগের নিকট হইতে পয়সা ও সিধা প্রভৃতি লইবার যে রীতি আছে, তাহার লোপ হইবে না। এক্ষণে কথা হইতেছে বর্ত্তমান গুরু মহাশয়েরা এরূপ নিয়মে সম্মত হইবেন কি না? ইহার উত্তর স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত 'গুরুমহাশয়' তাহারা প্রস্থান করুন্। যাহারা কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানেন, তাহারা পরীক্ষা দিতে অসম্মত হইবেন না। তবে যাঁহরা প্রাচীন, কিঞ্চিৎ লেখা পড়াও জানেন এবং অনেক দিন অবধি ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইলে তাহারা অসন্তুট ও আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিবেন। এরূপ অবস্থায় তাহারা উপযুক্ত ও প্রধান ব্যক্তি দিগের প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিতে পারিলে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার বালক দিগের উন্নতির হিসাব দিতে হইবে। তাহা হইলে কেহ ফাঁকি দিতে পারিবে না। কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী হইতে হইলে কোন মূর্খ ব্যক্তি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে না। বালক দিগের উন্নতি অনুসারে উহাদিগের পুরস্কারের নিয়ম করিতে হইবে। নতুবা উহাদের নিজের কোন উন্নতির আশা না থাকিলে, বালক দিগের উন্নতি বিষয়ে উহাদের তত যত্ন থাকিবে না। উৎসাহ দান ভিন্ন কোন উন্নতিরই আশা করা যায় না। সন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য করিলে উহা যে প্রকার সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, বাধ্য হইয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য করিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত তাহাতে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যে গ্রামে পাঠশালা হইবে উহা, তত্রত্য বা তন্নিকটবর্ত্তী

যে কোন বিদ্যালয় থাকিবে, তাহার অধীন করিতে হইবে। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপ'র উহার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইবে। তিনি মধ্যে ২ উহার পরিদর্শন করিবেন। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে অনেকাংশে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। নতুবা বর্ত্তমান সময়ের গুরু মহাশয় দিগের দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হইবে না।

২ য়। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর
পরিবর্ত্তন।

বর্ত্তমান সময়ের গুরুমহাশয়েরা যে রূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন তদ্দারা যথার্থ কার্য্য হইতেছেনা। বরং উহাদ্দারা অনিষ্টই হইতেছে। প্রথমেই তাল পত্রে বর্ণ লিখাইবার রীতি আছে। কিন্তু উহার কোন প্রয়োজন দেখা যায়না। বর্ণ পরিচয়ের পূর্ব্বে লিখাইয়া বর্ণ শিক্ষা করাইলে তাহাতে অপেক্ষা কৃত অধিক সময় বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। কিঞ্চিৎ জ্ঞান যোগ হইলে এবং ভাল রূপ অক্ষর পরিচয় হইলে পরে অক্ষর লিখিবার নিমিত্ত বড় ক্লেশ হয় না। বালকেরা আপনা আপনিই লিখিতে শিখে। যাহারা প্রথম হইতে ইংরাজি শিক্ষা করে, তাহাদিগকে ও লিখাইয়া বর্ণ পরিচয় করাইতে হয়না। পরে কিঞ্চিৎ পড়া হইলে, এবং ভাল করিয়া বর্ণ পরিচয় হইলে, তাহারা কি অক্ষর লিখিতে অশক্ত হয়? তাল পত্রের পরিবর্ত্তে সেলেটে এক একটী বর্ণের আকারাদি লিখাইয়া শিক্ষা দিয়াই উত্তম হইতে পারে। যে বর্ণের আকারাদি মনে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হয়, তাহা কাগজে বা সেলেটে অনায়াসে রাখা যাইতে পারে। এক্ষণে বর্ণ লিখাইয়া শিক্ষা করাইবার যে রীতি আছে, তদ্দারা বৃথা পরিশ্রম ও বৃথা অধিক সময় নষ্ট হয় মাত্র। এমন স্থলে ইংরাজদিগের প্রথমে বর্ণ পরিচয়ের যে নিয়ম

আছে তাহাই প্রশস্ত। সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে অল্প সময়ে এবং অল্পায়াসে কার্য্য সাধন হইতে পারে। তাল পত্রের পরিবর্ত্তে সেলেটের ব্যবহারই এক্ষণকার ন্যায় সভ্য ও উন্নত সময়ে উপযুক্ত। বর্ণপরিচয় করাইবার জন্য কার্ডের নিয়ম করাই শ্রেয়। এক এক খণ্ড কাগজে এক একটী অক্ষর বড় করিয়া লেখা থাকিবে। উহার চতুষ্পার্শ্বে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র বা এক একটী পশু পক্ষীর ছবি থাকিবে। উহা দর্শন করিতে বালকগণের আনন্দ জন্মিবে এবং তৎসঙ্গেই তন্মধ্যস্থ অক্ষরটীও শিক্ষা হইবে। এরূপ নিয়ম করিলে অল্পকালের মধ্যে ও অল্পায়াসে শিশুগণের বর্ণ পরিচয় হইবে। বর্ণ পরিচয় ১ম ভাগ সমাপ্ত হইলে যখন দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করা হইবে, সেই সময় ছোট এবং সরল শব্দ গুলি শ্লেটে লিখিয়া বানান করাইতে হইবে। তখন ঐ সকল বর্ণ উহারা অনায়াসে লিখিতে পারিবে।

অধিক বয়স্ক বালকদিগের অপেক্ষা অল্প বয়স্ক শিশুগণকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। যাহাতে তাহাদের মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে এরূপ করিতে হইবে। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। নতুবা যাহা কিছু শিখান যাইবে তদ্বারা কোন কার্য্য হইবেনা। শিক্ষক তাহাদের পক্ষে একটী ভয়ানক জিনিস হইয়া দাড়াইলে শিক্ষা কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইয়া উঠিবে। শিক্ষা দিবার সময় মধ্যে ২ তাহাদিগকে বিশ্রাম দিতে হইবে। মধ্যে ২ তাহাদের সহিত উপদেশ পূর্ণ অথচ কৌতুকাবহ গল্পাদি করিতে হইবে। এমন কি প্রতি ঘন্টায় অন্ততঃ ১০।১২ মিনিট কাল বিশ্রাম দিতে হইবে। তাহাদের নিকট অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিলে হইবে না। কিন্তু কারণ উপস্থিত হইলে ভয় করে, এরূপ গাম্ভীর্য্য থাকা আবশ্যক। তাহাদের গায় হাত বুলাইয়া কার্য্য

করিতে হইবে। অর্থাৎ যে কোন প্রকারেই হউক যাহাতে তাহা- দের মন প্রফুল্ল থাকে এরূপ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। অন্যথা তদ্দ্বারা যথার্থ কার্য্য হইবেনা। সর্ব্বদা সদুপদেশ দিতে হইবে। মধ্যে২ তাহাদের গুণের পুরস্কার করিতে হইবে। কারণ, উৎসাহ বারি ভিন্ন মনুষ্য হৃদয়ে কোন প্রকার উন্নতি সাধন হয়না। এই অবস্থা হইতে যত তাহাদের সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, ততই তাহারা পরে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সাহসী হইবে। এই অবস্থার শিক্ষার উপরে তাহাদের ভবিষ্যত সুখ দুঃখ নির্ভর করে। অতএব শৈশবাবস্থা হইতে বালকগণকে সৎপথাবলম্বী করা এবং সুশিক্ষা দেওয়া যে কত দূর কর্ত্তব্য, তাহা লেখনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই সময় হইতে তাহাদের মন যে পথে ধাবিত হয়, বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে বিষয়ান্তরে তাহাদের সেই মন ফিরান দুসাধ্য হইয়া উঠে। এ অবস্থায় অত্যন্ত সাবধানের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যিনি উপরোক্ত নিয়মা- নুসারে শিশুগণকে লওয়াইতে পারেন, তিনিই উপযুক্ত শিক্ষক এবং তাহার দ্বারাই যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। নতুবা অধিক লেখা পড়া জানিলেই উত্তম শিক্ষক হওয়া যায় না। যাহারা উপরোক্ত নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে সক্ষম, তাহাদিগকে গুরু মহাশয় নির্ব্বাচিত করা উচিত। তাহারা শিশুগণকে শিখাইতে পারিবেন। নতুবা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা, আর বালকদিগের পরিণাম নষ্ট করিয়া দেওয়া উভয়ই তুল্য। উপরে যে রূপ শিক্ষা প্রণালীর নিয়মাদি বলা গেল তদনুসারে শিক্ষা দিলে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর অনেকাংশে উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। নতুবা বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইলে কখনই

ইহার উন্নতি হইবেনা বরং ইহাদ্বারা ক্রমশঃই অনিষ্টোৎপাদিত হইতে থাকিবে।

৩, এক্ষণে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহারআবশ্যক মত পরিবর্ত্তন।

বাল্যকাল অভ্যাসের একটী প্রশস্ত সময়। এসময়ে যাহা অভ্যাস করা যাইবে, যাবজ্জীবন তাহা হৃদয়ে গ্রথিত থাকিবে। এক্ষণ কার সময় অতি মহামূল্য। এসময় কখনই বৃথা নষ্ট করা যায় না। কিন্তু আমাদিগের শিক্ষা প্রণালীর গুণে উহাদিগের সেই বহু মূল্য সময় বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সময় দ্বারা অন্যান্য অনেক কার্য্য করা যাইতে পারে। কতকগুলি অনাবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা দিয়া অনেক সময় বৃথা নষ্ট করাহয়। ঐ সময় কোন ভাল বিষয়ের শিক্ষা দিলে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। নামতার ন্যায় যে সকল বিষয়ের শিক্ষা করাইবার প্রণালী এক্ষণে বর্ত্তমানআছে,নিম্নলিখিত মতে তাহা পরিবর্ত্ত করিলে অনেক সময়ের লাঘব হইতে পারিবে অথচ তাহাতে কার্য্য হানি হইবেনা। নামতা এবং শতকিয়া বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে শিক্ষা করান উচিত। কারণ, এই সময় অভ্যাসের সময়। এক্ষণে উহা মুখস্থ করিয়া রাখিলে পরিণামে অনেক সুবিধা হইবে এবং উহা না জানিলে পরে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। এগুলি না জানিলে অঙ্ক শিক্ষা করিবার সময় অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। ইহা না জানিলে পরে অঙ্ক কসা যাইবেনা। এবং সে সময় ইহা অভ্যাস করিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিবে। এই সকল কারণে নামতা ও শতকিয়া প্রথম হইতেই শিক্ষা করান উচিত। এতদ্ভিন্ন আর ২ গুলির শিক্ষা বিষয়ে এই রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কড়ানিয়া ও গণ্ডাকিয়া প্রভৃতির নিম্ন লিখিত মত একটী তালিকা করিলেই সুবিধা হইবে। যথা——

৪ কড়া = ১ গণ্ডা	৫ গণ্ডা = ১ পাই
২০ গণ্ডা = /০ পন	৪ পাই = /০ আনা
১৬ পনে = ১ কাহন	৪ আনা = ।০ সিকি
	৪ সিকি = ১ টাকা

এই তালিকা অনুসারে কার্য্য করিলে অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্পায়াসে কার্য্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন শুভঙ্করের যে কাগ, ক্রান্তির নিয়ম আছে, তৎপরিবর্ত্তে ভগ্নাংশের নিয়ম করিলে অনেক সুবিধা হইবে। অঙ্ক সূক্ষ্ম করিবার নিমিত্ত শুভঙ্কর ঐ এক একটী কাল্পনিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক ভগ্নাংশের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কড়ানিয়া ও গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি তাল পত্রে লিখাইয়া এবং পড়াইয়া শিক্ষা করাইবার যে রীতি আছে তাহাতে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। এক্ষণে যেরূপ প্রণালীর কথা বলা গেল, তদ্দ্বারা সমান কার্য্য হইবে, অথচ অল্প সময়ের মধ্যে হইবে। বোধোদয় আরম্ভ করিবার সময় হইতেই তেরিজ ও জমা খরচ ক্রমে ২ শিক্ষা করাইতে হইবে। গুণন ও ভাগহার প্রভৃতি বর্ত্তমান পাটীগণিতের নিয়মানুসারে কসাইতে হইবে। শুভঙ্করের যে সমস্ত অঙ্কাদি আছে তাহার অধিকাংশই ত্রৈরাশিকের নিয়ম হইতে সংগৃহীত। বালকেরা ত্রৈরাশিক শিক্ষা করিলে শুভঙ্করের অঙ্কাদির নিয়ম অনায়াসে আপনা আপনিই বুঝিতে পারিবে। আমাদের সমাজ যেরূপ তাহাতে শুভঙ্করের নিয়মাদি না জানা থাকিলে সামান্য বিষয়ে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। মনেকর ৫ টাকা করিয়া কোন দ্রব্যের মণ, বিক্রীত হইতেছে তাহার ॥০ সেরের মূল্য স্থির করিতে হইলে শুভঙ্করের নিয়ম যেরূপ সহজ বোধ হয়, ত্রৈরাশিক সেরূপ নহে। শুভঙ্করের মতানুসারে যত টাকা মণের মূল্য হইবে এক সেরের মূল্য প্রত্যেক টাকার ৮ গণ্ডা ধরিতে হইবে। ইহার তাৎ-

পর্য্য এই, — ১ টাকা = ৩২০ গণ্ডা, ১ মণ = ৪০ সের। তাহা হইলে এক সেরের মূল্য ৩২০ এর ৪০ভাগ ৮ গণ্ডা হইবে। ত্রৈরাশিক জানিলে ইহার যুক্তি অনায়াসেই বুঝা যাইবে। তখন ঐ সকল নিয়ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস পাইতে হইবে না। একবার মাত্র দেখিলেই শিখিতে পারিবে। শুভঙ্কর যে সময়ে ঐ সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তখন উহা শোভা পাইয়াছে। কিন্তু এখন সে কাল নাই। এক্ষণে সকল বিষয়েরই উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। এবং সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতেছে, এক্ষণকার সমাজে শুভঙ্কর আর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে অনেকে বি. এ পরীক্ষা দিয়া ২০।২৫ টাকার কর্ম্মের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। বোধ হয়, ১০ বৎসর পরে এম. এ. ও বি. এ. রা ও গুরুমহাশয় গিরি করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। যাহা হউক, যখন দেখা যাইবে যে উহারা গুরু মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন জানা যাইবে যে আমাদিগের ভারতবর্ষের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ।

২৮ এ মার্চ্চ }
১৮৬৯ খৃঃ অব্দ }

শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
রাজপুর ইংরাজি সংস্কৃত
বিদ্যালয়।

১৭৯০ শকের হিন্দুমেলার আয় ব্যয় বিবরণ ।

আয় ।

গত বৎসরের তহবিল মজুত	৮৸/১০
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ মিত্র	৩
,, ,, কুমার কৃষ্ণ মিত্র	২
,, ,, নিম চাঁদ মৈত্র	২
,, ,, আনন্দ চন্দ্র দাস	২
,, ,, রাজ নারায়ণ বসু	২
,, ,, মাধব চন্দ্র রুদ্র	৫
,, ,, ব্রজ বন্ধু মল্লিক	২৫
,, ,, রাজেন্দ্র মল্লিক (রায়বাহাদুর)	৫০
,, ,, বেণী মাধব বসু	১০
,, ,, মুরারি গুপ্ত	২
,, ,, কানাই লাল বন্দোপাধ্যায়	১
,, ,, দুর্গা চরণ লাহা	২৫
,, ,, শ্রীনাথ দাস	৫
,, ,, নীল কমল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
,, ,, যদু নাথ দে	২
,, ,, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১০
,, ,, সাগর লাল দত্ত	৫
,, ,, মধুসূদন সরকার	১০
,, ,, শ্রীনাথ রায়	১৫
,, ,, তারিণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
,, ,, ব্রজ লাল মিত্র	১
,, ,, গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা	৲১
	২১১৸/১০

২১১৸/১০

নাম	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল ভট্টাচার্য্য	৫
,, ,, সারদা প্রসাদ রায়	১
,, ,, রমানাথ ঠাকুর	৫০
,, ,, হরলাল রায়	১
,, ,, গিরিশচন্দ্র দেব	২
,, ,,সারদা প্রসাদ সেন	১
,, ,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১
,, ,, অভয়া চরণ গুহ	২৫
,, ,, প্রাণ কৃষ্ণ শীল	১
,, ,, মুরারি চরণ সেন	১
,, ,, বিনোদী লাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,, ,, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর	৫০
,, ,, ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র	২
,, ,, ভোলানাথ দত্ত	২
,, ,, প্রসাদ দাস দত্ত	৫
,, ,, খেলচ্চন্দ ঘোষ	২৫
,, ,, হৃশীকেশ মল্লিক	২৫
,, ,, নন্দ লাল মল্লিক	২৫
,, ,, শ্যামাচরণ বিশ্বাস	২
,, ,, হীরালাল শীল	২৫
,, ,, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০
,, ,, নগেন্দ্র লাল বসু	২
,, ,, গৌর দাস বসাক	৫
,, ,, রমেশচন্দ মিত্র	৫
,, ,, মহেশচন্দ চৌধুরী	৩

২৮৬৸/১০

৪৮৬৮/১০

শ্রীযুক্ত	বাবু ভৈরব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২
”	” বৃন্দাবন বসু	৮
”	” দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর	১০০
”	” আদ্য চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
”	” মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত	১
”	” কাশীশ্বর মিত্র	২
”	” শাল গেরাম খাঁনা	১
”	” কুঞ্জলাল মিত্র	১
”	” বিপিন বিহারী বসু	২
”	” অতীন্দ্র নন্দন ঠাকুর	১০
”	” কিশোরী চরণ চক্রবর্ত্তী	১
”	” গোপাল লাল ঠাকুর	৫০
”	” ঠাকুর দাস বসু	৫
”	” রাম চাঁদ ক্ষেত্রী	৫
”	” হরিনাথ দত্ত	১
”	” নন্দলাল জহুরী	১
”	” শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত	১
”	” ভবানী চরণ দত্ত	১
”	” শিবচন্দ্র দেব	১০
”	” রামেশ্বর বসু	৫
”	” অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
”	” হেম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
”	” হরনাথ ঠাকুর	১
”	” যদুমণি মিত্র	২
”	” শিব চন্দ্র বসু	১

৭০৫৮/১০

৭০৫৸১০

,,	,, রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব বাহাদুর	২৫
শ্রীযুক্ত	বাবু বেণীমাধব ঘোষ	১
,,	,, শম্ভু চন্দ্র কর	১
,,	,, কৃষ্ণ দয়াল রায়	২
,,	,, বিনোদ বিহারী মিত্র	১
,,	,, বামা চরণ চট্টোপাধ্যায়	১
,,	,, দ্বারকানাথ ঘোষ	৫
,,	,, কালী প্রসন্ন ঘোষ	৫০
,,	,, রাজ নারায়ণ মিত্র	৩
,,	,, চন্দ্র কান্ত মুখোপাধ্যায়	১০
,,	,, দীন নাথ বসু	৫
,,	,, অবিনাশ চন্দ্র মল্লিক	১
,,	,, মুরারি ধর সেন	৮
,,	,, রাজ কুমার চক্রবর্ত্তী	১
,,	,, বেণী মাধব ঘোষ	২
,,	,, দ্বারকা নাথ বিশ্বাস	২৫
,,	,, নন্দ লাল পাল	৫
,,	,, গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২
,,	,, বল রাম দাস বর্ম্মন	২৫
,,	,, পৃথ্বী নাথ চট্টোপাধ্যায়	৫
,,	,, বরদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১
,,	,, শ্রীনাথ মিত্র	১
,,	,, গোপাল চন্দ্র সেন	১
,,	,, রাম চন্দ্র মিত্র	৪
,,	,, উপেন্দ্র নাথ বসু	১

৮৯১৸১০

৮৯১৸/১০

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ ভদ্র ২
" " গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২
" " রাজ কৃষ্ণ বসু ১
" " গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৫
" " কাশী নাথ দত্ত ৪
" " তারণ কৃষ্ণ দেব ১
" " কার্ত্তিক লাল মিত্র ১
" " ক্ষেত্র মোহন রায় চৌধুরী ১
" " সুরেশ চন্দ্র মিত্র ১
" " হর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১
" " উদ্ধব চন্দ্র মল্লিক ৫
" " দুর্গা দাস মুখোপাধ্যায় ১
" " আনন্দ চন্দ্র বসু ১
" " দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ১
" " রসিক লাল পাইন ২
" " অমৃত কৃষ্ণ বসু ৫
" " ব্রজেন্দ্র নাথ রায় ১
" " শশি পদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১
" " যাদব চন্দ্র রায় ১
" " যোগেন্দ্র নাথ রায় ১
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ১
" " গোপাল চন্দ্র ঘোষ ১
" " গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২
" " নীল মাধব মিত্র ২
" " প্রিয় নাথ দত্ত ৫

৯৪০৸/১০

৯৪০৶১০

শ্রীযুক্ত বাবু জয় কৃষ্ণ দত্ত	১
,, ,, শ্যাম লাল পাল	৮
,, ,, শ্যাম চাঁদ মিত্র	৫
,, ,, শ্যামা চরণ শ্রীমাণি	২
,, ,, ত্রিগুণা চরণ বসু	১
,, ,, দুর্গা দাস মুখোপাধ্যায়	১
,, ,, উমা নাথ চট্টোপাধ্যায়	১
,, ,, এম্ এন্ মিত্র	১
,, ,, রসিক লাল দত্ত	২
,, ,, মহেন্দ্র নাথ বসু	১
,, ,, হর মোহন চট্টোপাধ্যায়	২
,, ,, বৈদ্য নাথ বসু	১
,, ,, হেম চন্দ্র দত্ত	১০
,, ,, ভোলা নাথ পাল	১
,, ,, যদু নাথ মল্লিক	১০
,, ,, নবীন চন্দ্র দেব	৫
,, ,, দীন নাথ ঘোষ	৬
,, ,, উপেন্দ্র নাথ সরকার	১
,, ,, নীলমণি মিত্র	২
,, ,, নীল মাধব মিত্র	৫
,, ,, ভোলানাথ লাহিড়ী	২
,, ,, প্রতাপ চন্দ্র মল্লিক	২
,, ,, বলাই চাঁদ সিংহ	১০
,, ,, এক বন্ধু (হিন্দু স্কুল)	১
,, ,, মণীন্দ্র মোহন ঘোষ	১০

১০৩১৶১০

১০৩১৸৴১০

শ্রীযুক্ত বাবু	তারক চন্দ্র সরকার	১০
,,	,, নন্দ লাল মিত্র	৪
,,	,, অভয়া চরণ বসু	২
,,	,, রাখাল চন্দ্র মিত্র	২
,,	,, লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্র	১
,,	,, নীল মাধব মুখোপাধ্যায়	৫
,,	,, প্রসন্ন কুমার মিত্র	৮
,,	,, যাদব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
,,	,, তুলসী দাস মল্লিক	৫
,,	,, ঘোষ পরিবার	২০
,,	,, ক্ষেত্র মোহন মিত্র	৫
,,	,, জয় গোপাল মিত্র	৫
,,	,, ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল	৫
,,	,, হরীশচন্দ্র বসু	১
,,	,, গুঃ মহেন্দ্র নাথ দত্ত, কয়েরব্যক্তির দান	৭
,,	,, আশুতোষ ধর	১
,,	,, নবীন চন্দ্র বড়াল	২
,,	,, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর	২
,,	,, যোগেশ চন্দ্র মজুমদার	১
,,	,, কালী কৃষ্ণ প্রামাণিক	২০
,,	,, অম্বিকা চরণ ঘোষ	১
,,	,, প্যারী চরণ সরকার	২০
,,	,, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১
,,	,, গোকুল নাথ চট্টোপাধ্যায়	৫
,,	,, হরি মোহন নন্দী	১

১১৬৫৸৴১০

১১৬৬৸১৹

শ্রীযুক্ত বাবু	বেণী মাধব রুদ্র	৫
,,	,, নীল কমল মিত্র	১০০
,,	,, মাধব চন্দ্র সেন	২
,,	,, শ্যামাচরণ বসু	২
,,	,, নন্দলাল বসু	১
,,	,, দিগম্বর মিত্র	২৫
,,	,, তারক নাথ দত্ত	৫
,,	,, জয় কৃষ্ণ বসু	২
,,	,, শ্যাম লাল মিত্র	২
,,	,, দুর্গা দাস চট্টোপাধ্যায়	১
,,	,, নবীন চন্দ্র দে	১
,,	,, কেদার নাথ ঘোষ	১
,,	,, দ্বারিকা নাথ বসাক	১
,,	,, বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়	১
,,	,, জগ চ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,,	,, অমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,,	,, নীল কমল দাস	৫
,,	,, ক্ষেত্র মোহন ঘোষ	২
,,	,, বিনায়ক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২
,,	,, রমা নাথ পালিত	৫
,,	,, কালি দাস শীল	২
,,	,, তারিণী চরণ চট্টোপাধ্যায়	১
,,	,, প্রসাদ দাস মল্লিক	৫
,,	,, গোপাল চন্দ্র মল্লিক	১
,,	,, জয় গোপাল সেন	১০

১,৩৫০৸১০

১৩৫০৮/১০

শ্রীযুক্ত বাবু বেণী মাধব সেন	২৫
" " শম্ভু নাথ মল্লিক	৫
" " নীল মাধব হালদার	২
" " গুঃ নীল কমল মুখোপাধ্যায় বিরাহাম পুরের ও সাহাজাদ পুর দিগরের নানা ব্যক্তির দান	৬৪
" " পঞ্চানন মিত্র	২
" " বেণী মাধব মজুমদার	১০
" " চণ্ডী চরণ সিংহ	১০
" " প্রাণ নাথ বসু	৫
" " ঈশান চন্দ্র দত্ত	৫
" " রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
" " পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
" " শ্যাম লাল দত্ত	৮
" " অক্ষয় কুমার মজুমদার	৫
" " তিন কড়ি গুপ্ত	[illegible]
" " অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	১৬
" " যজ্ঞেশ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	২০
" " গোপাল লাল মিত্র	৫
" " গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর	১০০
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়	২৫
" " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	৫
" " জানকী নাথ ঘোষাল	৫
" " কালীকিঙ্কর মিত্র	১

১৬৭৬৮/১০

১৬৭৬৸৴১

শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩
,, ,, মহেন্দ্র লাল দে	৮
,, ,, রমানাথ লাহা	৫
,, ,, প্রসাদ দাস মল্লিক	৩
,, ,, কালী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
,, ,, আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
,, ,, ভোলানাথ রায়	২
,, ,, ভুত নাথ রায়	২
,, নীল মণি ঘোষ	১
,, ,, নীল রত্ন ঘোষাল	১
,, ,, বিশ্ব নাথ মজুমদার	১
,, ,, বেচু লাল শুক্ল	১
,, ,, উমাচরণ রায়	১
,, ,, দুর্গাপ্রসাদ	১
,, ,, কেদার নাথ	১
,, ,, সিদ্ধেশ্বর বসাক	১
,, ,, প্রসাদ দাস দত্ত	৫
,, ,, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	১
,, ,, নব গোপাল মিত্র	১২
,, ,, তারা বল্লভ চট্টোপাধ্যায়	২
,, ,, অখিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
,, ,, রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর	৫০
,, ,, যোগেন্দ্র কৃষ্ণ দেব	৪
,, ,, অনন্ত কৃষ্ণ বসু	৪
,, ,, বেণীমাধব ছত্রী	১
,, রাধারমণ রায়	৪

১৭৯৪৸১০

		১৭৯৪৶১০
শ্রীযুক্ত বাবু	দেবেন্দ্র দেব দে	১
,,	,, যোগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র	১
,,	,, আনন্দ মোহন বসু	৩
,,	,, তারক নাথ দত্ত	৫
,,	,, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮
,,	,, শারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	৪
,,	,, কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য	৫
,,	" শ্রীনাথ দত্ত	১
,,	,, যাদব চন্দ্র শীল	২
,,	,, অন্নদা প্রসাদ ঘোষ	২
,,	,, উমা প্রসাদ ঘোষ	২
,,	,, বেণী মাধব কর	১
,,	,, প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস	২
,,	,, মহেন্দ্র নাথ সোম	২
,,	,, রাজা কালী কুমার মল্লিক	৩
,,	,, গিরীশচন্দ্র চৌধুরী	১
,,	,, বৈদ্য নাথ মল্লিক	১
,,	,, কার্ত্তিক চরণ মল্লিক	১
,,	,, গঙ্গানারায়ণ মল্লিক	২
,,	,, লীলমাধব মুখোপাধ্যায়	৪
,,	,, তুলসী দাস আঢ্য	২
,,	,, ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
		১৮৪৮৶১০

১৮৪৮৸১০

শ্রীযুক্ত বাবু	শিব চন্দ্র বসাক	১
”	” অনন্ত রাম ধর	১
”	” গোপাল চন্দ্র আঢ্য	১
”	” মহেন্দ্র নাথ কর	১
	” ব্রজ বন্ধু আঢ্য	১
”	” হরি মোহন পাইন	১
”	” পূর্ণ চন্দ্র মিত্র	১
”	” হারাধন বন্দোপাধ্যায়	১
”	” গোপাল লাল আঢ্য	২
”	” দীন নাথ মুখোপাধ্যয়	১
”	” চন্দ্র মোহন ধর	১
”	” গোপাল চন্দ্র বসাক	১
”	” কানাই লাল পাইন	১
”	” গোপাল চন্দ্র দে	১
”	” বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়	১
”	” গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
”	” হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
”	” ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
”	” কৃষ্ণ দাস লাহা	২
”	” দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক	১
”	” নীল মাধব সেট	১
”	” গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
”	” দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	২
	” বাদল চন্দ্র দত্ত	৪

১৮৭৮৸১০

		১৮৭৮৶১০
শ্রীযুক্ত	বাবু ভূমেশচন্দ্র বসু	১
,,	,, নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
,,	,, রাজেন্দ্র নাথ সেট	২
,,	,, কেদার নাথ সেন	২
,,	,, কার্ত্তিক চরণ সেন	১
,,	,, মথুরা নাথ মুখোপাধ্যায়	১
,,	,, সুবল দাস সেন	২
,,	,, রাধাগোবিন্দ বসাক	২
,,	,, বদন চাঁদ সেট	১
,,	,, কেদারনাথ দত্ত	২
,,	,, কানাইলাল মল্লিক	১
,,	,, কিশোরীলাল পাইন	২
,,	,, জয়গোপাল সেট	২
,,	,, গোপালদাস সেট	১
,,	,, পূর্ণচন্দ্র বসাক	১
,,	,, বৈষ্ণব দাস আঢ্য	২
,,	,, সূর্য্য মোহন দত্ত	১
,,	,, গোপাল চন্দ্র বসাক	২
,,	,, নকুড় দাস মল্লিক	২
,,	,, শিবকৃষ্ণ দাঁ	৫
,,	,, হরি মোহন বসু	১
,,	,, নকুড় চন্দ্র বসু	১
,,	,, দ্বারকা নাথ বসু	৪
,,	,, গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৪
		১৯২২৶১০

	১৯২২৸৶১০
শ্রীযুক্ত বাবু রাম দয়াল দে	১
„ বৈকণ্ঠ নাথ সেন	৫
„ „ দেবেন্দ্র নাথ দত্ত	৪
„ „ মহেন্দ্র লাল চন্দ্র	১
„ „ গঙ্গাধর লাহিড়ি	৫
„ „ দীন নাথ সেট	০১
„ „ ঠাকুর লাল মল্লিক	১
„ „ যদুনাথ ঘোষ	২
„ „ অক্ষয় কুমার শীল	৫
„ „ মোহন লাল ক্ষেত্রী	২
„ „ চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২
„ „ রামকৃষ্ণ দালাল	২
„ „ কানাই লাল দে	১
„ „ মাধব কৃষ্ণ সেট	৫
„ , রসিক লাল মল্লিক	১
„ „ যাদব চন্দ্র শীল	১
„ „ শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
„ „ জগৎ রাম চট্টোপাধ্যায়	৫
„ „ গিরিশচন্দ্র মিত্র	১
„ বলাই চাঁদ দত্ত ও	
„ „ রাজ কৃষ্ণ মল্লিক	১০
„ প্যারী লাল মল্লিক	৮
„ দেবী চরণ পাল	২
„ কানাই লাল মল্লিক	১
	১৯৮৯৸৶১০

	১৯৮৯৶১০
শ্রীযুক্ত বাবু যুগোল কিশর বিলাসী রাম	৫
,, ,, শ্রীনাথ চন্দ্র	২
,, ,, শ্যামল ধন দত্ত	৩
,, ,, ক্ষেত্র মোহন রায়	২
,, ,, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক	১
,, ,, ব্রজনাথ পাইন	১
,, ,, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
,, ,, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,, ,, রাখাল রাজ বড়াল	১
,, ,, গণেস্থ বাবু	১
,, ,, ক খ গ	১
,, ,, চৈশরূপ ছোটেলাল	১
,, ,, যজ্ঞেশ্বর হালদার	২
,, ,, ভৈরব চন্দ্র আঢ্য	৫
,, ,, কানাই লাল মল্লিক	২
,, ,, নারায়ণ চাঁদ ধর	২
,, ,, নীলমণি আঢ্য	১
,, ,, রাসবিহারী আঢ্য	২
,, ,, নিমাই চরণ মল্লিক	৫
,, ,, দেবেন্দ্র নাথ দত্ত	১
,, ,, শিব রতনপুরী গোসাঁই	৫
,, ,, অপূর্ব্ব কৃষ্ণ সেট	১
,, ,, হরিদাস বসাক	১
	২০৩৬৶১

	২০৩৬৶১০
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন শীল ও কজিন	৪
,, ,, নৃসিংহ দাস শীল	৪
,, ,, কিশোরী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২
,, ,, ঠাকুর দাস সেন	১
,, ,, মদন মোহন সেন	২
,, ,, নবীন চন্দ্র বড়াল	৩
,, ,, জহর লাল দত্ত	৩
,, ,, জিতলাল দত্ত	১
,, ,, কেশবলাল পাইন	১
,, ,, বেণীমাধব দে	১
,, ,, রমানাথ আঢ্য	১
,, ,, হরিবল্লভ বসু	৫
গুঃ নবগোপাল মিত্র	
নানা ব্যক্তির দান	৯
	২০৭৩৶১০

চাঁদা আদায়	২০৬৫
বাঁস ও দরমা বিক্রয়	১৫
পুস্তক বিক্রয়	৩
গত বৎসরের মজুত	৮৶১০
গচ্ছিত	১৬৮৵১৫
	২২৬০/৫

কতক গুলিন দান অনাদায় প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দেবের হিসাব এবৎসর প্রকাশ হইল না।

ব্যয়।

বাগান পরিস্কার মেরামতি ও বাঁশ দরমা প্রভৃতি ক্রয়	২৬১৻১০
কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও টাকা আদায়ের কমিসন	১৯৪॥/০
বিবিধ বাজে খরচ	৭৪৷৶৫
সমবেত বাদ্যকর, পণ্ডিতগণ, ব্যায়াম-প্রদর্শনকারিদিগের ও মেলার নানা প্রকার কার্য্যের জন্য গাড়ি ভাড়া	১৪৫॥০
তাম্বুর ভাড়া ও তাহার সমুদায় ব্যয়	১২২॥০
বোট ভাড়া	২৬
ডাক মাস্থল	১॥/১০
চৌকি ও টেবিলের ভাড়া	১৯
দ্রব্যাদি প্রদর্শনের মাচায় মুড়িবার জন্য থান কাপড়ের ভাড়া	৫৫
নহবতখানা গেট ও বাউয়ার তৈয়ারির জন্য ব্যয়	১১৫
ঠিকা দ্বারবান ও বেহারাদিগের বেতন ও খোরাকি	৪৩৶৫
কাগজ ও বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়	১৩৷৶১০
১৭৮৯ শকের মেলার পুস্তক ছাপার ব্যয়	৫৫৵১৫
বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাপার ব্যয়	১০৫॥০
বেঞ্চ, চৌকি প্রভৃতি দ্রব্যাদি বাগানে লইয়া যাইবার ও আনিবার ব্যয়	৮৪॥/০
	১৩১৬॥১৫

জের	১৩১৬৷৷১৫
মেলাসম্বন্ধে প্রস্তাব-লেখকদিগের পুরস্কার	৩০৬
মালিদিগের পুরস্কার প্রভৃতি	২৯৭
লক্ষ্ণৌ বেণুওয়ালাদিগের পুরস্কার	৫০
গায়ক ও বাদ্যকরদিগের পুরস্কার	২৪
পাইকদিগের পুরস্কার	৩০
কুস্তিওয়ালাদিগের পুরস্কার	২০
শিল্পনৈপুণ্যের জন্য পুরস্কার	৬
ঐ জন্য কারপেটের পেটেণ্ট	২৭
ঐ জন্য মেডেল তৈয়ারির হিসাবে ব্যয়	১৫
সুরপুরা বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণের ব্যয়	৮
বাজিওলাদিগের পুরস্কার	৮
ইলেক্‌ট্রীক্‌ জন্য পুরস্কার	৮
পুলিষ প্রহরীদিগের পুরস্কার	৩৮
বেণীসংহার নাটকের অভিনয় জন্য নানাপ্রকার ব্যয়	৬৩
কেমিকেল্‌ একস্‌পেরিমেণ্টের জন্য ব্যয়	৪০
ফোয়ারার জন্য ব্যয়	৩৷৷০
	২২৬০৻১৫

আয়	২২৬০৴৫
ব্যয়	২২৬০৻১৫
মজুত	৻১০

শ্রীনবগোপাল মিত্র।

সহকারি সম্পাদক।